পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 55 Saturday, 24 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৫৫ সংখ্যা ❋ ১০ মাঘ ১৪৩২, শনিবার, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

শুনানির সময়ে কোনও অশান্তি বা হামলা হলেই এফআইআর

কড়া নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে কোনও রকম অশান্তি বা হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর কিংবা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের উপর হুমকি বা হামলার ঘটনা ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর দায়ের করতে হবে, এমনই কড়া নির্দেশ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। চিঠিতে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের উদ্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের ১৯ জানুয়ারির নির্দেশ অনুযায়ী এসআইআর সংক্রান্ত কাজ চলাকালীন কোনও শুনানি কেন্দ্রে বা সরকারি দফতরে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হলে অবিলম্বে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। সেই এফআইআর-এর কপি পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার এবং সিইও দফতরে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যদি হিংসা বা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনা চলতেই থাকে, তবে ওই সংক্রান্ত শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি রাখতে হবে। পরবর্তী শুনানি শুরু করা যাবে ডিজি রাজীব কুমারকে। বস্তুত, ক'দিন আগেই সিইও দফতর জানিয়ে দিয়েছিল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি রাজ্য সরকারের। মনে করিয়ে দিয়েছিল শীর্ষ আদালতের নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল, কোথাও অশান্তি হলে বা তার জেরে শুনানি বন্ধ হয়ে গেলে তার জবাব দিতে হবে রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্তা অর্থা ডিজি রাজীব কুমারকে। এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে হয়রানির অভিযোগে রাজ্যের একের পর এক জায়গায় অশান্তির খবর সামনে এসেছে। ফরাক্কা ও চাকুলিয়ার পর উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতেও বিডিও অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। গত ১৪ জানুয়ারি দুপুরে ফরাক্কার বিডিও অফিসে চরম উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার কিছুক্ষণ আগেই কয়েক জন বিএলও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই সময় দলবল নিয়ে বিডিও অফিসে প্রবেশ করেন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি তোলা হয়। পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে গেলে অফিসের প্লাস্টিকের চেয়ার ও অন্যান্য আসবাব ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের

শুধুমাত্র রাজ্যের সিইও-র অনুমোদন সাপেক্ষে। এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, এই ধরনের ঘটনায় এফআইআর দায়ের করতে দেরি হলে তা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে কমিশনের তরফে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নির্বাচন কমিশনের জারি করা মেমো অনুসারেই এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। বস্তুত, ক'দিন আগেই সিইও দফতর জানিয়ে দিয়েছিল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি রাজ্য সরকারের। মনে করিয়ে দিয়েছিল শীর্ষ আদালতের নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল, কোথাও অশান্তি হলে বা তার জেরে শুনানি বন্ধ হয়ে গেলে তার জবাব দিতে হবে রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্তা অর্থাৎ এক আধিকারিক রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে ফোন করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। ভাঙচুরের অভিযোগে সেদিনই পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে। তবে কমিশনের তরফে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হলেও সেই সময়সীমা পেরিয়ে প্রায় এক দিন কেটে যায়। তবু এফআইআর দায়ের হয়নি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই প্রশাসনের উদ্দেশে চিঠি দেন বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাঁর পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে এবং তিনি সংবিধানের বিধান মেনেই চলেন। এসআইআর প্রক্রিয়া ভেস্তে দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, গত ১৪ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার বিডিও অফিসের সামনে তিনি যা বলেছিলেন, তা ছিল শুধুমাত্র নিজের মতপ্রকাশ।

নেতাজি বেঁচে থাকলে তাঁকেও হিয়ারিংয়ে ডাকা হত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এসআইআর ইস্যুতে ফের একবার কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ - নেতাজি আজ জীবিত থাকলে, নামের অসঙ্গতির অজুহাতে তাঁকেও হয়তো এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিতে বলা হত। নেতাজির প্রপৌত্র চন্দ্র বসুকে নির্বাচন কমিশনের নোটিস পাঠানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য। প্রসঙ্গত, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রশ্ন উঠেছে, নেতাজির প্রপৌত্রকেও কি নাগরিকত্ব প্রমাণ দিতে হবে? অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। এমন বিতর্কের মধ্যেই কমিশন জানিয়েছে, জমা করা এনুমারেশন ফর্মে 'লিঙ্কেজ' অংশ খালি থাকার কারণেই চন্দ্র বসুকে শোনানিতে ডাকা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মমতার অভিযোগ, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন একসঙ্গে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করার পথে হাঁটছে। তাঁর ভাষায়, দেশের ইতিহাসকে ইচ্ছেমতো বদলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পথপ্রদর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, বরং তাঁদের অবদানকে আড়াল করে ভিন্ন এক ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার সঙ্গে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের কোনও

মিল নেই। সংবিধান প্রসঙ্গেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতিদিনই সংবিধানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, যা দেশের গণতন্ত্রের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। এই প্রেক্ষিতেই তাঁর প্রশ্ন - নামের তথাকথিত তথ্যগত গরমিল দেখিয়ে যদি নোটিস পাঠানো যায়, তবে নেতাজির মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও কি রেহাই পেতেন? দিল্লিকে 'চক্রান্তের নগরী' বলেও আক্রমণ শানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, একসময় স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে নেতাজি 'দিল্লি চলো'-র ডাক দিয়েছিলেন। আজ সেই দিল্লিই বারবার চক্রান্তের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। বাংলাকে অসম্মান করা হচ্ছে, রাজ্যের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র চলছে, এমন অভিযোগও তোলেন তিনি। এসআইআর ঘিরে রাজ্যে পরপর মৃত্যুর প্রসঙ্গও এদিন ফের তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর সাফ কথা - এত মানুষের মৃত্যু হলে তার দায় কি কমিশন এড়াতে পারে? কেন কমিশনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে না? নেতাজির জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি এদিনের বক্তৃতায় ইতিহাস, গণতন্ত্র ও সংবিধান- এই তিন বিষয়কে সামনে রেখেই কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান আরও স্পষ্ট ও ধারালো করে তুলে ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'দুরন্ত বার্তা' ও সুচিকিৎসার অফিসে ধুমধামের সঙ্গেই সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়। সকল কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা অংশগ্রহণ করে এই পুজোর অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন।

মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ?

সিদ্ধান্ত নিতে লোকপালকে সময় বেঁধে দিল আদালত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন! এই মামলায় লোকপালকে আরও ২ মাস সময় দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি অনিল ক্ষেতারপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। তাতে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের জন্য সিবিআইকে অনুমোদন দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আরও ২ মাস সময় দেওয়া হল লোকপালকে। আগেই লোকপালকে সময় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অতিরিক্ত সময় চেয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয় লোকপালে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে অনুমতি দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি অনিল ক্ষেতারপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যানাথন শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ লোকপালকে দুই মাস সময় দিয়েছে। তবে এর সঙ্গে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এর পরে আর কোনও সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে না। বিচারপতির বক্তব্য, নিষ্পত্তির সময়সীমা আরও দুই মাস বাড়ানো হল। তবে আর কোনও অতিরিক্ত সময় চাওয়ার আবেদন গ্রহণ করা হবে না। প্রসঙ্গত, মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, দুবাইয়ের শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি সংসদে প্রশ্ন করেছেন। নিশানা করেছেন শিল্পপতি গৌতম আদানিকে। তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ তোলেন নিশিকান্ত। গত বছর লোকপালের নির্দেশের পরই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করে সিবিআই। ছ'মাসের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় লোকপালের দফতরে। সিবিআই মহুয়ার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া। মহুয়ার বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ উঠেছে, তা রিপোর্ট আকারে উল্লেখ করা হয়। ২৬ জন সাক্ষীর সঙ্গে কথা বলে সিবিআই। প্রমাণ হিসাবে সংগ্রহ করা হয় ৩৮টি নথি। রিপোর্টে তারা জানিয়েছে, ঘুষ নিয়ে সংসদে মোট ৬১টি প্রশ্ন করেছিলেন মহুয়া। তার মধ্যে তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছিল সামনাসামনি, অফলাইন মাধ্যমে। এই মামলায় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল। নির্দেশিকায় লোকপাল জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার পরেই সিবিআইয়ের দ্বিতীয় আবেদনটি বিবেচনা করা হবে। তার আগে নয়। গত বছর দিল্লি হাই কোর্ট মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের জন্য সিবিআইকে অনুমোদন দেওয়ার লোকপালের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছিল। আদালত তখন পর্যবেক্ষণ করেছিল যে, লোকপাল আইন-এর বিধান বুঝতে ভুল হচ্ছে। সেই কারণে, এক মাসের মধ্যে অনুমোদনের বিষয়টি নতুন করে বিবেচনা করার জন্য লোকপালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

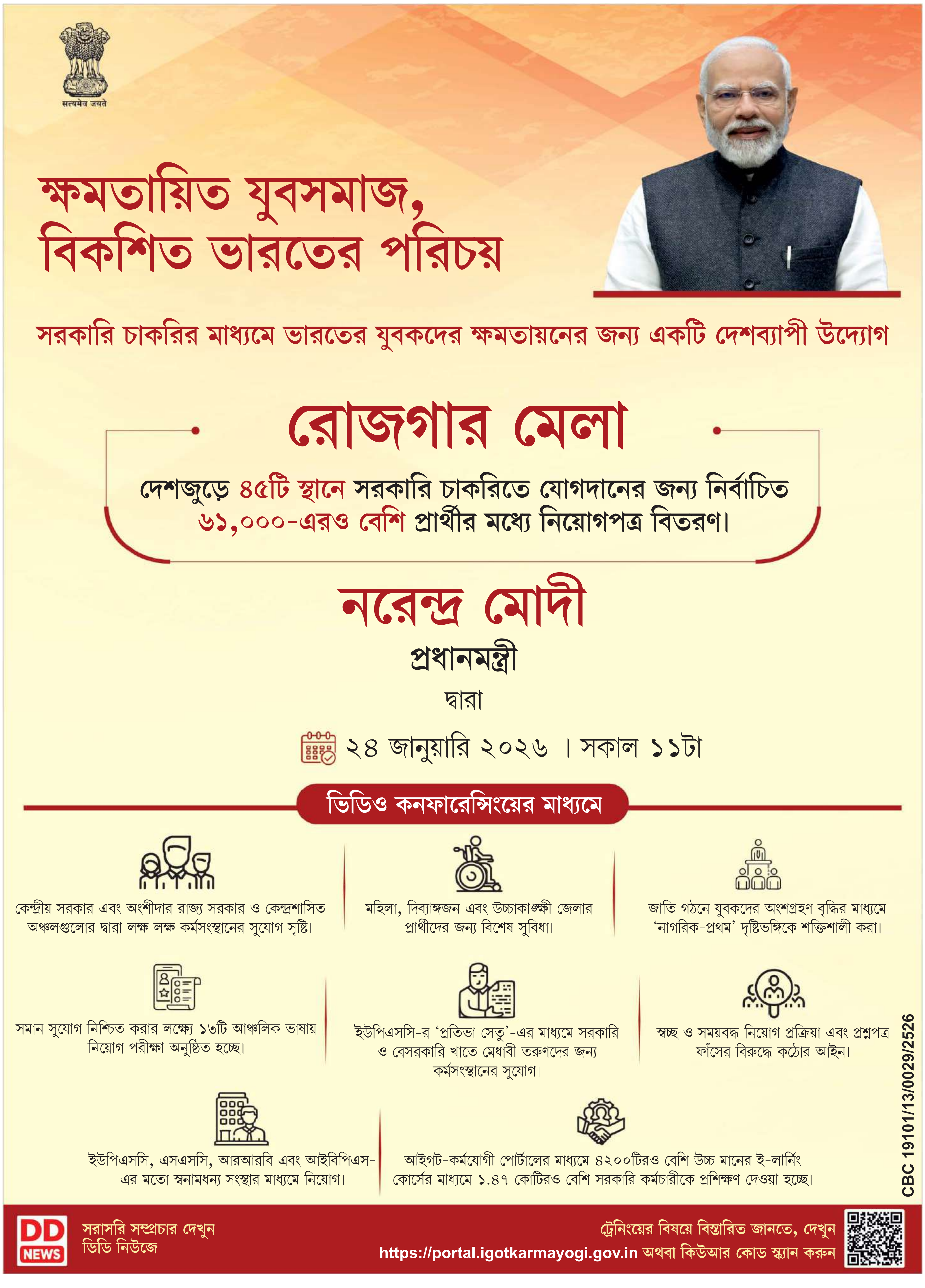

বাগদেবীর আরাধনায় মাতোয়ারা আপামর বাঙালি, পুজো ঘিরে উন্মাদনা

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছে আপামর বাঙালি। সরস্বতী পুজোকে ঘিরে ছোট থেকে বড় সবার মধ্যে বিশেষ উন্মাদনা চোখে পড়ছে। কেউ বাড়িতেই বাগদেবীর আরাধনা করেন, কেউ পাড়ার পুজো মণ্ডপে অঞ্জলি দেন।মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বাগদেবীর বন্দনা করা হয়। মা সরস্বতী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সঙ্গীতের দেবী। যে কোনও সৃজনশীল কাজ তাঁর কৃপায় নিপুণতার সঙ্গে করা যায় বলে বিশ্বাস। শুক্রবার সকাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে বাগদেবীর আরাধনা করা হয়। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও চলে বাণী বন্দনা।

কেদারনাথে ব্যাপক তুষারপাত, বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল মন্দির চত্বর

কেদারনাথ, ২৩ জানুয়ারি ঃ ভারী তুষারপাতের পর বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল কেদারনাথ মন্দির চত্বর। শুক্রবার সকাল থেকেই শ্রী কেদারনাথ ধামে ভারী তুষারপাত হয়। তুষারপাতের পর মন্দির চত্বর সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। আশেপাশের অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে।পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য শুক্রবার আচমকাই আবহাওয়া বদলে যায় উত্তরাখণ্ডে। এছাড়াও পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশেও এদিন তুষারপাত হয়েছে। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে পাহাড় থেকে সমতল।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বড় উদ্যোগ, পঞ্জাবের মোহালিতে ''মুখ্যমন্ত্রী সেহত যোজনা''-র উদ্বোধন

মোহালি, ২৩ জানুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বৃহস্পতিবার পঞ্জাবের মোহালিতে মুখ্যমন্ত্রী সেহত যোজনা-র উদ্বোধন করেন।এই যোজনার আওতায়, পঞ্জাব এবং চণ্ডীগড়ের ৯০০ টিরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে পঞ্জাবের ৬৫ লক্ষ পরিবারের ৩ কোটি বাসিন্দা প্রতি বছর ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ পাবেন।

চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত বিভাগীয় পদক্ষেপ

কলকাতা,২৩জানুয়ারিঃনির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত বিভাগীয় পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব করেছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে কমিশন ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে। , আগামী ২৪ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটার মধ্যে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে গৃহীত বিভাগীয় মামলার সম্পূর্ণ নথি কমিশনে জমা দিতে হবে বলে কমিশনের পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে অনিয়মের অভিযোগে বারুইপুর পূর্বের ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, এইআরও তথাগত মণ্ডল, ময়না বিধানসভার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং এইআরও সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করেছিল কমিশন। সেই অনুযায়ী বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কমিশনের সঙ্গে বাধ্যতামূলক পরামর্শ করার নিয়ম মানা হয়নি বলে প্রাথমিকভাবে মত কমিশনের। এমনকি একজন আধিকারিককে বেকসুর খালাস এবং আরেকজনকে সামান্য শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও, তা কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই কার্যকর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা সংবাদপত্রের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নেতাজি সুভাষ ছিলেন অটল দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীকঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, নেতাজির নির্ভীক নেতৃত্ব একটি শক্তিশালী দেশ গঠনে সকলকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। দিনটি পরাক্রম দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে জানান, পরাক্রম দিবস হিসেবে পালিত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে, আমরা তাঁর অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের প্রতি তুলনাহীন অবদানকে স্মরণ করছি। তিনি ছিলেন নির্ভীক নেতৃত্ব ও অটল দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক। তাঁর আদর্শ আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে শক্তিশালী ভারত গড়তে অনুপ্রাণিত করে।অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, "নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু' হলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁর স্মৃতি কেবলমাত্র দেশপ্রেমের ঢেউ জাগিয়ে তোলে। তিনি যুবসমাজকে সংগঠিত করেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে প্রথম সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন এবং ১৯৪৩ সালে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিটি তরুণের উচিত নেতাজির জীবন এবং তাঁর সাহসিকতার গল্পগুলি পড়া এবং দেশ রক্ষার জন্য তাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করা। নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে, যিনি স্বাধীনতার জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে আরও জানান, আজ সমগ্র দেশবাসী ভারত মাতার মহান সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মরণে ' পরাক্রম দিবস' পালন করছে। নেতাজির মতো মহাপুরুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। দেশকে স্বাধীন করার অদম্য সংকল্পে তিনি জার্মানি থেকে রাশিয়া, ও জাপান পর্যন্ত হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন। এই দীর্ঘ ও দুঃসাহসিক যাত্রা তাঁর অটল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি অপরিসীম আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। সুভাষচন্দ্র বসুর ত্যাগভরা জীবন ও মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশ ও তার সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করতে, সর্বস্ব উৎসর্গ করতে চিরকাল প্রেরণা দিয়ে যাবে বলে মনে করা হয়েছে।

তিরুবনন্তপুরমে ৩টি নতুন অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রা শুরু প্রধানমন্ত্রীর

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার কেরলের তিরুবনন্তপুরমে ৩টি নতুন অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। পিএম স্বনিধি ক্রেডিট কার্ড-এরও সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরলের রাজ্যপাল আর্লেকর এবং মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন তিনটি নতুন অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন, এই ট্রেনগুলি নাগেরকয়েল-ম্যাঙ্গালুরু,

তিরুবনন্তপুরম-তাম্বারাম, ত্রিশূর ও গুরুবায়ুরের মধ্যে যাত্রা করবে। এছাড়াও একটি নতুন যাত্রিবাহী ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কেরলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের প্রচেষ্টা এক নতুন গতি পেয়েছে। আজ থেকে কেরলের রেল যোগাযোগ আরও জোরদার করা হয়েছে। তিরুবনন্তপুরমকে দেশের একটি প্রধান স্টার্টআপ হাব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কেরল থেকে, সারা দেশের দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য একটি উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে। আজ পিএম স্বনিধি ক্রেডিট কার্ড চালু করা হয়েছে। এটি সারা দেশের স্ট্রিট ভেন্ডার, স্ট্রিট কার্ট এবং ফুটপাতের হকারদের উপকার করবে বলে মনে করা হচ্ছে জানা গিয়েছে খবর সূত্র আজকেই।

ছত্তিশগড়ের পাওয়ার প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের

শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত হয়েছেন ৫ জন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিলাসপুরের সিমস হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে বলেন, এই দুঃসময়ে রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছে এবং সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে। তিনি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, আহতদের চিকিৎসায় যেন কোনওরকম গাফিলতি না হয়।মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে মনে করা হয়।

রায়পুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ের বালোদাবাজার জেলার ভাটাপাড়া গ্রামীণ এলাকার বাকুলাহি গ্রামে অবস্থিত ইস্পাত কারখানায় গত বৃহস্পতিবার ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। দুর্ঘটনায় ৬ জন

ক্রোয়েশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসে হামলা

জাগ্রেব, ২৩ জানুয়ারি ঃ ক্রোয়েশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসে হামলা। ভারত-বিরোধী স্লোগানের পর চলল ভাঙচুর! কিন্তু কী কারণে এই হামলা চালানো হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেনের পরে, এ বার পূর্ব ইউরোপের দেশ ক্রোয়েশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসে হামলার ঘটনা ঘটল। সে দেশের রাজধানী জাগ্রেবের ভারতীয় দূতাবাসে নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে ঢুকে গত বৃহস্পতিবার অবাধে ভাঙচুর চালিয়েছে হামলাকারীরা। সূত্রের খবর,গত বৃহস্পতিবার সকালে ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবের ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে প্রবেশ করে আতাতায়ীরা। অভিযোগ, তারা প্রবেশকেই ভারত-বিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। দূতাবাসে প্রবেশের পর তারা অবাধে ভাঙচুর চালায়। কিন্তু এর নেপথ্যে কে বা কারা ছিল, তা এখনও জানা যায়নি বলে অনেকেই মনে করছেন খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

কথিত আছে এই নীল সরস্বতীর 'বরপুত্র' সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৩ জানুয়ারিঃ বাংলার কোন কোন প্রান্তে যে কোন রীতি লুকিয়ে আছে, তা অনেকেরই জানা নেই। সরস্বতী বলতেই আমরা বুঝি পদ্মাসনে শ্বেত মূর্তি। কিন্তু নীল সরস্বতীর কথা জানেন না অনেকেই। হুগলিতে পূজিত হন নীল সরস্বতী। এই দেবীর বরেই নাকি জন্ম হয়েছিল এক রূপ নীল সরস্বতী পুজোর প্রথম প্রচলন হয়েছিল বীরভূমের লাভপুরে। কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১৩০৫ সালের ৮ শ্রাবণ জন্ম হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার ঠিক ১০ মাস আগে সতীপীঠ ফুল্লরার সাধক ও তান্ত্রিক রামজী গোঁসাইয়ের পরামর্শে লাভপুরের

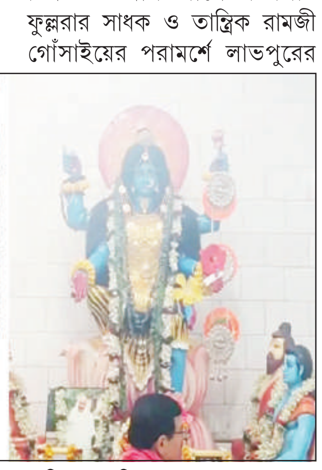

কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হুগলির হরিপালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভৈরব স্বামী মহেশ্বর। তারাপীঠে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁরা। এরপরই হরিপালে তৈরি করেন আশ্রম। আশ্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই নীল সরস্বতী পূজার প্রচলন হয় হরিপালের এই আশ্রমে। জ্ঞানানন্দ বাবা গত হওয়ার পরও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে আজও বসন্ত পঞ্চমীর তিথিতে পূজিত হন নীল সরস্বতী। কথিত আছে একমাত্র সাধু বা সাধকরাই নীল সরস্বতীর আরাধনা করতে পারেন কারণ মা তারার আর এক রূপ এই নীল সরস্বতী। জানা যায়, মা তারার আর জমিদার হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী দেবী নীল সরস্বতীর পূজা করেন সন্তান প্রাপ্তির আশায়। মা তারার আশীর্বাদে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশ্বাসেই হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলের নাম রাখেন তারাশঙ্কর। নীল সরস্বতীর গাত্রবর্ণ নীল, সমগ্র দেহে সাপ জড়ানো। দেবীর পায়ের নীচে থাকে ডাটাধারী শবরূপ মহাদেব। দেবীর গলায় মুণ্ড মালা, হাতে নরমুণ্ড ও পরনে থাকে বাঘছাল। ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি, লুচি, সুজি। গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষজন রাতে পাত পেড়ে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

দূষিত পানীয় জলে ছড়িয়ে পড়ছে জন্ডিস ও পেটের রোগ, ইন্দোরের পর মহৌত শহরেও স্বাস্থ্য সংকট

ভোপাল, ২৩ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশে ফের দূষিত পানীয় জলকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে। ইন্দোরের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মহৌত শহরে দেখা দিল গুরুতর স্বাস্থ্য সংকট। মহৌতের পট্টি বাজার ও মতি মহল এলাকায় গত ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অন্তত ২৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। দূষিত জল পান করার ফলেই জন্ডিস ও বিভিন্ন ধরনের পেটের সংক্রমণে ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই মহৌতের একাধিক এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইনে নালার নোংরা জল মিশে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে চন্দর মার্গ এলাকা থেকে শুরু করে পট্টি বাজার হয়ে মতি মহল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই সমস্যা প্রকট আকার নিয়েছে। বহু জায়গায় পুরনো পাইপলাইনে লিকেজ থাকায় কল খুললেই কাদা মেশানো ও দুর্গন্ধযুক্ত জল বেরোচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যার ফলেই এখন এই স্বাস্থ্য বিপর্যয়।স্বাস্থ্য

দফতরের সূত্রে শুক্রবার জানা গেছে, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আক্রান্তদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। বর্তমানে তিনজন শিশু মহৌতের রেডক্রস হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এছাড়াও গুরুতর অসুস্থ এক বৃদ্ধকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ইন্দোরের স্থানান্তর করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, দূষিত জলজনিত সংক্রমণের কারণে জন্ডিসের উপসর্গ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে শিশুদের শরীরে এর প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি পরিবারে একাধিক শিশু আক্রান্ত হওয়ায় তাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে পড়াশোনাও ব্যাহত হচ্ছে।এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে পানীয় জল কিনে ব্যবহার করছেন। কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির পক্ষে তা নিয়মিত করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে যদি আগেই পাইপলাইনের মেরামতি ও জল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত, তাহলে এই পরিস্থিতি এড়ানো যেত।ক্রমশ পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। মহৌতের এসডিএম ও রাজস্ব প্রশাসনের এক আধিকারিক আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। জল সরবরাহ ব্যবস্থার নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছেন। কারা কারা অসুস্থ, কী ধরনের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ ও চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় এক চিকিৎসক।ঘটনার খবর পেয়ে আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান স্থানীয় বিধায়ক উষা ঠাকুর। তিনি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। বিধায়ক স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে দূষিত জল সরবরাহ বন্ধ করতে হবে এবং বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি পুরনো পাইপলাইনের প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করে কোথায় লিকেজ হচ্ছে তা চিহ্নিত করে দ্রুত স্থায়ী সমাধান করার কথাও তিনি প্রশাসনকে জানিয়েছেন।বিশেষজ্ঞদের মতে ইন্দোরের এই ঘটনা মধ্যপ্রদেশে পানীয় জলের পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত জল পরীক্ষা ও পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ভবিষ্যতেও এমন সংকট আরও বাড়তে পারে। আপাতত প্রশাসনের তৎপরতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মহৌতের বাসিন্দারা, কবে এই দূষিত জলের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃ বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও দেবত্বের প্রতি নিবেদিত পবিত্র উৎসব বসন্ত পঞ্চমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক। দেবী সরস্বতীর কৃপায় সকলের জীবন চিরকাল জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তায় আলোকিত হোক, এটাই আমার কামনা।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে বসন্ত পঞ্চমীর শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, বসন্ত পঞ্চমী-র শুভ মুহূর্তে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। দেবী সরস্বতী সকলের জীবনে ইতিবাচক চেতনা সঞ্চার করুন বলে মনে করেন।

আমরা সবাই ভারতীয় - এই আমাদের পরিচয়, মন্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সরস্বতী নস্কর,কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ যদি আমরা নেতাজিকে প্রকৃত অর্থে সম্মান করতে চাই, তাহলে আমাদের সবার কর্তব্য তাঁর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতির আদর্শকে অনুসরণ করা। বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে আমরা সবাই ভারতীয় - এই আমাদের পরিচয়। শুক্রবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, আমাদের সরকার তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। আলিপুর মিউজিয়ামে নেতাজি জেলের যে কুঠুরিতে থাকতেন সেটাকে পুনরুদ্ধার করে জনসাধারণের দেখার জন্য খুলে দেওয়া, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উপর প্রদর্শনী করা, তাঁর লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' বইটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা সহ অনেক কিছুই করা হয়েছে ও হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলি, নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা 'তরুণের স্বপ্ন' নামে একটি প্রকল্পও চালু করেছি যাতে রাজ্য সরকার সরকারি স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য মোবাইল ট্যাব কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা করে দেয়। অন্যদিকে স্বাধীনতা উপহার হিসেবে মেলে না, তা অর্জন করতে হয় বলে মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে তেমনটাই লিখলেন তিনি। অভিষেকের কথায়, ' নতুন করে বপথ নিই-যে মূল্যবোধের জন্য তিনি সারাজীবন লড়েছেন, তা রক্ষা করব। ঐক্য। সাহস। মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা।'অভিষেক এক্স-এ

লেখেন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, একজন নির্ভীক দেশপ্রেমিক, যার জীবন ছিল স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং জাতীয় আত্মসম্মানের প্রতি অবিচল অঙ্গীকার। নেতাজির কর্মের আহ্বান একটি দেশকে দ্বিধা থেকে সাহসে, আত্মসমর্পণ থেকে আত্মবিশ্বাসে জাগ্রত করেছিল। তাঁর অসাধারণ জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে, তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা উপহার দেওয়া হয় না, এটি ত্যাগ, শৃঙ্খলা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অটল অঙ্গীকারের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এখন আমরা যখন তাঁকে স্মরণ করি, তখন আমরা তাঁর জীবনযাপনের মূল্যবোধগুলিকে সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণ করি। ঐক্য, সাহস, জনগণের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা। তাঁর আদর্শ আমাদের পথপ্রদর্শক এবং একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল এবং মর্যাদাপূর্ণ ভারতের স্বপ্ন আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব। জয় হিন্দ।

এ আর রহমানের বক্তব্য নিয়ে মুখ খুললেন জাভেদ জাফরি

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারি ঃএ আর রহমানের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিনেতা জাভেদ জাফরি। নিজের আসন্ন ছবি ' দ্য হল অফ ইলিউশন'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে রহমানের বক্তব্যকে সমর্থন করে জাভেদ বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র জগত দ্রুত বদলে যাচ্ছে।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা জাভেদ জাফরি বলেন, দুনিয়ার মতোই ইন্ডাস্ট্রিও বদলাচ্ছে। ডিজিটাল ও এআই-এর যুগে সবকিছু খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে-খাবার, ফ্যাশন, মূল্যবোধ, এমনকি মানুষের ভাবনাও।তিনি আরও বলেন, নতুন প্রজন্মের মনোযোগ খুব অল্প সময়েই সরে যায়, যা কনটেন্ট তৈরির উপর বড় চাপ তৈরি করেছে। ইন্ডাস্ট্রির বাণিজ্যিক চাপ নিয়েও মন্তব্য করেন জাভেদ।তাঁর কথায়, নতুন সুযোগ এসেছে, আবার চাপও বেড়েছে। লম্বা ফরম্যাটে গল্প বলার জায়গা থাকলেও সিনেমায় সময় সীমিত। বিকল্প আছে, কিন্তু ব্যবসাও রয়েছে।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ আর রহমান জানিয়েছিলেন, গত কয়েক বছরে বলিউডে তাঁর কাজের সুযোগ কমেছে এবং এর পেছনে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাও একটি কারণ হতে পারে। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে ইন্ডাস্ট্রিতে বিতর্ক শুরু হলেও, জাভেদ জাফরি বদলে যাওয়া সময় ও পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে রহমানের বক্তব্যের পাশে দাঁড়ালেন বলে মনে করা হচ্ছে আজ।

বিশ্বকাপ ফুটবল বয়কটের দাবি উঠেছে জার্মানিতে

বার্লিন, ২৩ জানুয়ারি ঃ বেশকিছু দিন ধরেই ইউরোপের দেশ গ্রিনল্যান্ডকে দখল করতে উঠেপড়ে লেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটির দখল প্রচেষ্টার বিরোধিতা করায় জার্মানিসহ আটটি দেশের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকিও দিয়ে রেখেছেন তিনি। আর ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বকাপ ফুটবল বয়কটের দাবি উঠেছে জার্মানিতে।যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে ডেনমার্ক, জার্মানিসহ ইউরোপের আটটি দেশ। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে দেশগুলোর ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। আর সেই হুমকির পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে জার্মানির রাজনীতিবিদরা।তবে জার্মানি সরকার অবশ্য বুধবার বলেছে, বিশ্ব কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাজনীতিবিদদের নেই। এই সিদ্ধান্ত নেবে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি) এবং ফিফা। অর্থাৎ রাজনৈতিক চাপ থাকলেও ক্রীড়া সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে থাকবে জার্মানি সরকার।

সপ্তাহের শেষ দিনে শেয়ার বাজারে মন্দাভাব, সামান্য পতন সেনসেক্স ও নিফটিতে

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ঘরোয়া শেয়ার বাজারে কোনও বড় উত্থান ছাড়াই লেনদেন শুরু হয়েছে। বাজারের দুই প্রধান সূচক, সেনসেক্স এবং নিফটিতে সকাল থেকেই অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) সূচক সেনসেক্স ৭১.৯৮ পয়েন্ট বা ০.০৮৭ শতাংশ কমে ৮২,২৩৫.৩৯ স্তরে ঘোরাফেরা করছে।অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) প্রধান সূচক নিফটি ৪.৮৫ পয়েন্ট বা ০.০১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৫,২৮৫.০৫ স্তরে লেনদেন করছে। তবে শেয়ার বাজারের পতন দেখা দিলেও মুদ্রার বাজারে ভারতীয় টাকার শক্ত অবস্থান লক্ষ করা গেছে। এদিন মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকা ১৭ পয়সা

শক্তিশালী হয়ে ৯১.৪১ স্তরে পৌঁছেছে।উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের বাজার তেজিভাবে বন্ধ হয়েছিল। বিএসই সেনসেক্স ৩৯৭.৭৩ পয়েন্ট (০.৪৯ শতাংশ) লাফিয়ে ৮২,৩০৭.৩৭-এ এবং এনএসই নিফটি ১৩২.৪০ পয়েন্ট (০.৫৩ শতাংশ) বেড়ে ২৫,২৮৯.৯০-এ থিতু হয়েছিল।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার মন সাধারণত কিছুটা অস্থির থাকবে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন, যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন এটি আপনাকে শান্তি এনে দিতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে বৃষঃ আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে। সংসারে শান্তি ফিরে আসে। মিথুনঃজাতক জাতিকারা মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। এই দিনটি আপনার জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার পুরনো মানসিক অবস্থা বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শুভদিন। কর্কট রাশিঃহতাশ এবং অবসাদগ্রস্ত হবেন না। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সিংহঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে শুভ দিন হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত সময় খুঁজে পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে। সন্তান হতে পারে আজ। কন্যা ঃ একটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আপনাকে চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। পরিস্থিতি আপনাকে উদ্বিগ্ন বোধ করাতে পারে, যা আপনার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। শুভদিন। বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। আর্থিক উন্নতি। ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক দিন হবে। আপনি নিজের মধ্যে একটি নতুন শক্তি এবং উৎসাহ অনুভব করবেন। বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ। কাজের সুযোগ। মকরঃজাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার চারপাশের শক্তি ইতিবাচক এবং আকর্ষণীয় হবে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে দেবে। আপনার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শ গ্রহণ করার সময় এসেছে। কুম্ভঃ অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে এর সঠিক দিশা দিন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুন আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। শুভ রং আজ নীল। মীনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ ভাবে সন্তোষজনক এবং অনুপ্রেরণামূলক দিন হবে। আপনার সংবেদনশীলতা এবং সৃজনশীলতা উজ্জ্বল হবে, যা

আবহাওয়া

জাকিয়ে শীতের আমেজ উধাও, বরং গত কয়েক দিনে তাপমাত্রা উত্তরোত্তর বেড়েছে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবারও একই অবস্থা। সেই আবহেই আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাল, আপাতত রাজ্যের কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। জাকিয়ে শীত উধাও সরস্বতী পুজোর দিনও। অনুভূত মৃদু ঠান্ডা।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ- সর্বত্র তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। অর্থাৎ, কোথাও জাকিয়ে শীত পড়বে না। তবে প্রায় সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট চলবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট চলবে সোমবার পর্যন্ত।আপেক্ষিক আর্দ্রতা হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪১ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ৫০টা। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০২টা ২০মিনিট। সূর্যোদয় ঃ সকাল ৬টা ২২মিনিটে হতে পারে এবং সন্ধ্যে যাবে আজ ৫টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

২৩ ঘণ্টা রেল পরিষেবা ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ কাঁকুরগাছি রোড থেকে বালিগঞ্জ সেকশনে ব্রিজের গার্ডার সংস্কারের কারণে আগামী শনিবার রাত ১০টা থেকে রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত ২৩ ঘণ্টা ধরে রেল পরিষেবা বন্ধ থাকবে। শিয়ালদহ মেন লাইনে অনেক ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সপ্তাহান্তে এই শাখায় প্রচুর যাত্রী চলাচল করেন, তাই কিছুটা ভোগান্তির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

ভারতে সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেক্সাস ভেঞ্চারের

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সম্পূর্ণ ডিজিটাল, সহায়তাপুষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম অ্যাসেটপ্লাস নেক্সাস ভেঞ্চার পার্টনার্সের নেতৃত্বে একটি তহবিল সংগ্রহ রাউন্ডে ১৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। এই বিনিয়োগ ভারতের জন্য একটি টেকসই, পরিবেশক-নেতৃত্বাধীন সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অ্যাসেটপ্লাসের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই রাউন্ডে অংশ নিয়েছে এইট রোডস ভেঞ্চারস, জেরোধার রেইনম্যাটার ফান্ড (নিতিন কামাথ) এবং উদ্যোক্তা ভূপিন্দর সিং। নতুন মূলধন কোম্পানির প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও গভীর করা, পণ্যের পরিসর বাড়ানো এবং সামগ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কে সমর্থনকারী উদ্যোগগুলোকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হবে। অ্যাসেটপ্লাস এমন একটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্পদ সৃষ্টি কেবল লেনদেন বা টুলসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিষ্ঠানটি একটি সহায়ক, পরামর্শ-নির্ভর সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের পরামর্শকে প্রতিস্থাপন না করে বরং তা আরও শক্তিশালী করে তোলে। এর মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বস্ত ও প্রত্যয়িত পরিবেশকদের মাধ্যমে ভারতীয় পরিবারগুলিকে ধারাবাহিক ও মানসম্মত আর্থিক পরামর্শ প্রদান করা।

এসআই আর এর ডকুমেন্টসের জন্য শ্রীরামপুর আদালত চত্বরে স্ট্যাম্প পেপার কেনার ভিড়

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ শ্রীরামপুর আদালত চত্বরে। শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের অফিসের উল্টো দিকেই আইনজীবীদের বসার জায়গা। সেখানেই ভেন্ডার কাউন্টার থেকে স্ট্যাম্প পেপার কিনতে পাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তাঁর মতো অনেকেই ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার কেনার জন্য আগে থেকেই লাইনে দাাঁিয়ে আছেন। সেই সকাল ৯টার সময়ে এক কাপ চা খেয়ে বাাি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপরে ট্রেকারে চেপে বেলা ১০টা নাগাদ শ্রীরামপুর আদালতে পৌঁছান জাঙ্গিপাড়ার রসিদপুর গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার দাস। কারণ, সার-এর শুনানির জন্য তাঁকে কমিশনের কাছে হলফনামা জমা দিতে হবে। সেজন্য ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার লাগবে। তাই তাড়াহুড়ো করে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন । মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, বাড়ির দলিল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। সেই ভিড় ঠেলে কোনও মতে একটা স্ট্যাম্প পেপার জোগা। করে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। ডানকুনির মোল্লাবের থেকে এসেছিলেন যুবক। বাবার নামের আগে শেখ রয়েছে, যেটা ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলছে না। তাই তিনিও এফিডেভিট করানোর জন্য সাত সকালেই আদালত চত্বরে হাজির। উত্তরপাা মাখলার বাসিন্দার স্বামীর নামের সঙ্গে চঃদ্র থাকলেও, ভোটার তালিকায় চঃদ্র কথাটা নেই। সেই কারণে তাঁকেও সব কাজ ফেলে শ্রীরামপুর আদালত চত্বরে ছুটে আসতে হয়েছে শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা জানাচ্ছেন, সার-এর শুনানি পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই রোজই বহু সেখানে বহু মানুষ ভি। করছেন। মাঝে মধ্যেই সেখানে এত ভি। হয়ে যাচ্ছে যে, আইনজীবীরাও অস্বস্তি বোধ করছেন। তার মধ্যেই এফিডেভিটের জন্য বিকেল পর্যন্ত আবেদন জমা নিয়েছেন আদালতের কর্মীরা। বিকেল গাায়ে যাওয়ার পরেও, বিচারক শ্রীরামপুর আদালতের চতুর্থ কোর্টে এফিডেভিটে স্বাক্ষর করেছেন। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির চক্করে পাে বহু মানুষ আদালতে এসে এফিডেভিট করাতে আসছেন। তার জন্য রীতিমতো ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে মানুষকে। একজনের কথায়, 'আমার বাবার নাম মিলছে না। সেজন্য আসল নথি নিয়ে আদালতে এফিডেভিট করাতে এসেছি। প্রায় দু'ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে স্ট্যাম্প পেপার জোগা। করেছি। তারপরে আবার টাইপ করাতে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছে। রোজ রোজ তো এত দূর থেকে এখানে আসা সম্ভব নয়। তাই আদালতের কাজ শেষ করেই বাাি ফিরব।' এক যুবক বলেন, 'আমি লোকসভা, বিধানসভায় ভোট দিয়েছি। তারপরেও বাবার নামের আগে শেখ থাকায় আমাকে শুনানিতে ডেকেছে। তাই আদালতে এফিডেভিট করাতে এসেছি।'

নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিনে লাইব্রেরি উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ২৩ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ও দক্ষিণ চন্দপিড়ী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় নামখানা ব্লকে পালিত হল নেতাজি জন্ম জয়ন্তী। ২২ ও ২৩ শে জানুয়ারি দুই দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হয় নেতাজি পাঠাগার নামে আস্ত একটি লাইব্রেরি। উদ্বোধন করেন লাইব্রেরীর দাতা ভারতী বেরা। অন্যদিকে কাকদ্বীপের সরকারি ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রান্তিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়াও শিশুদের জন্য অংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিমল মন্ডল, প্রাক্তন প্রধান ধীরেন কুমার দাশ, প্রাক্তন শিক্ষক সুবোধ চন্দ্র জানা, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক তথা দুটি সংগঠনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা, নামখানা ব্লকের বিএলডিও ডা অনির্বাণ গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, প্রাক্তন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বেরা, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবকুমার মন্ডল, লাইব্রেরীর দাতা ভারতী বেরা, বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি প্রবীর পাল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দনপিড়ি ছাড়াও সংগঠনের উদ্যোগে হাওড়া জেলার আমতা ১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী এবং ত্রিপুরার উনাকাট জেলার কুমারঘাটেও মহা সমারোহে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

বলাগড়ে বিজেপি-পুলিশ ধস্তাধস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ২৩ জানুয়ারি ঃ ঃ হুগলির বলাগড়ে বিজেপির মিছিলকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। মিছিল চলাকালীন বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী, বাড়ানো হয় নজরদারি। স্থানীয় সূত্রের খবর, বিজেপির মিছিল চলার সময় উল্টো দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিল এগিয়ে আসে।

সরস্বতী পুজোয় সচেতনতার বার্তা বকুলতলা ফীডার ইন্সটিটিউশনের

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া, ২৩ জানুয়ারি ঃ ঃ পুজো মণ্ডপ থেকে ছোটদের হাতে মোবাইল নয়, বই তুলে দেওয়ার আহ্বান নবদ্বীপে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হলো শিশু-কিশোরদের মোবাইল আসক্তি। খেলাধুলা, বই পড়া, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা-সব কিছু ছাপিয়ে এখন ছোটদের শৈশব যেন বন্দী হয়ে পড়েছে মুঠোফোনের স্ক্রিনে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়কেই এবার সরস্বতী পুজোর থিম হিসেবে তুলে ধরেছে নবদ্বীপের বকুলতলা ফীডার ইন্সটিটিউশন। এবারের পুজোর ভাবনা- মুঠো ফোনে বন্দী শৈশব। এই ভাবনার মাধ্যমে ছোটদের মোবাইল নির্ভরতা থেকে দূরে সরিয়ে বই, শিক্ষা ও সৃজনশীলতার দিকে ফেরানোর বার্তা দিচ্ছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পুজো মণ্ডপের সজ্জায় ফুটে উঠছে এক বাস্তব ছবি-একদিকে মোবাইলে ডুবে থাকা শিশুরা, অন্যদিকে বই, খাতা, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে মগ্ন আনন্দময় শৈশবের চিত্র। দর্শনার্থীরা মণ্ডপে প্রবেশ করলেই এই বৈপরীত্য চোখে পড়বে এবং ভাবতে বাধ্য হবেন বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সকাল থেকেই ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মধ্যে উসাহ ছিলো চোখে পাার মতো। এই পুজোর মাধ্যমে শুধু দেবী আরাধনাই নয়, সমাজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও দিতে চাইছে বকুলতলা ফীডার ইন্সটিটিউশন- মোবাইল নয়, জ্ঞানই হোক শিশুদের প্রকৃত সঙ্গী। এই ব্যতিক্রমী ভাবনা ইতিমধ্যেই স্থানীয় মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

জলপাইগুড়ী এবং রায়গঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. পে-এন-ইউজ-টি২৬-৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-২১৩-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রায়গঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-জেপিজি-টিওআই-২১৪-২৬-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে জলপাইগুড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনের পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০২-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়ঃ** ১০.৪০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৫৭, তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৬ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১, **হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদানের** জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। **• ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৫৭। • অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **ক্রমিক নং; লট নং.; বিবরণ ঃ এএ/১;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-ওএসএন-১৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)); হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার-১ স্টেশনগুলির (লিলুয়া স্টেশন থেকে হুগলী স্টেশন ও বেলুড়মঠ স্টেশন) অধীনে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য স্টেশন পরিসরের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **এএ/২;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেটিএল-ওএসএন-১৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)); হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার-৪ স্টেশনগুলির [(ক) ঝাপটের ঢাল স্টেশন থেকে গুমানী স্টেশন, (খ) আদলপাহাড়ী থেকে কুর্বা স্টেশন, (গ) আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে তকিপুর স্টেশন এবং (ঘ) চৌহাট্টা থেকে অজয় কেবিন পর্যন্ত] অধীনে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য স্টেশন পরিসরের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **এবি/১;**এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-ওএইচ-১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম); হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার-১ স্টেশনগুলির (লিলুয়া স্টেশন থেকে হুগলী স্টেশন এবং বেলুড় মঠ স্টেশন পর্যন্ত) অধীনে তিন (০৩) বছর মেয়াদের জন্য আউট অফ হোম (স্টেশন পরিসরের বাইরে) বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এবি/২** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-১৪২-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম); হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে মনুমেন্টাল ফ্ল্যাগ এলাকার সামনে ০৪ (চার)টি গ্লোবল টাওয়ার সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এবি/৩;**এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ওএইচ-১৫৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম); রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ : ৫০ সময়/স্থান শেয়ারের ভিত্তিতে রেলওয়ে সংস্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এবি/৪;**এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- কেডব্লুএই-ওএইচ-১৫৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম); কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ : ৫০ সময়/স্থান শেয়ারের ভিত্তিতে রেলওয়ে সংস্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এবি/৫;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-ওএইচ-১৫৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম); নবদ্বীপ ধাম রেলওয়ে স্টেশনে অস্থায়ী বুকিং অফিসের কাছে সার্কুলেটিং এলাকায় তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ : ৫০ সময়/স্থান শেয়ারের ভিত্তিতে রেলওয়ে সংস্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এবি/৬;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- ডিকেএই-ওএইচ- ১৬০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম); ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ : ৫০ সময়/স্থান শেয়ারের ভিত্তিতে রেলওয়ে সংস্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন)-এর পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান। **এসি/১;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন পরিসরে (ডিজিটাল)); বর্দ্ধমান স্টেশনের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য রেলওয়ে সংস্থাপিত ০৬ (ছয়)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অধিকার প্রদান। (HWH-556/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তারকেশ্বরে ২০ টাকার নকল নোট হাতে পড়তেই শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ তারকেশ্বরে ২০ টাকার নকল নোট হাতে পড়তেই শুরু হযেছে চাঞ্চল্য। মঙ্গলবার সকাল থেকে শোরগোল ছড়িয়েছে এলাকায়। নোটে সাধারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাম নেই, বরং লেখা আছে, 'মনোরঞ্জন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'। হিন্দিতে যেখানে লেখা থাকে 'বিশ রুপয়ে', সেখানে এই নোটে লেখা 'বিস নম্বর', সঙ্গে উল্লেখ 'ফুল অফ ফান'। ঘটনার সূত্রপাত হয় এক দোকান থেকে বিড়ি ও দেশলাই কেনার সময়। স্থানীয় বাসিন্দা কালীপদ বাউড়ি জানালেন, দু'দিন আগে মুদিখানায় একটি ছেলে আসে। বিড়ি, দেশলাই কিনতে ২০ টাকা দেয়। দেখতে সন্দেহ হয়। নোট চেয়ে দেখি, পুরো নকল। এরপর ছেলেটিকে ধরে আনি। তারকেশ্বরের ভীমপুর এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, এই রকম নোট কুড়িয়ে দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতে যাচ্ছে অনেকে। অনেকে জাল বুঝতে পারছেন, আবার অনেক ব্যবসায়ী না খেয়াল করে নিয়েও নিচ্ছেন। কালীপদর মতো এলাকার আরও বহু বাসিন্দাই বলছেন, চারিদিকে ভুয়ো নোটের রমরমা। তাঁদের সন্দেহ, কোনও একটা চক্র এই কাজ করছে। তাঁদের দাবি, এমন ভাবে নোটটি তৈরি, হঠাৎ দেখে সন্দেহ হবে না। নোট ছেঁড়া বা ফাটাও নয়, ফলে চোখের সামনে মেলে ধরে আলাদা করে অনেকেই দেখবেন না। তারকেশ্বর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেলায় এ ধরনের নোট পাওয়া যায়। কেউ হযত মজা বা শখে এনে ছড়িয়েছে। এটি ফেক কারেন্সি নয়। তবে কেউ দোকানে নিয়ে গেলে আমরা খতিয়ে দেখব এবং প্রয়োজনে পদক্ষেপ নেব। এখনও এই ধরনের কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নি। স্থানীযরা সতর্ক, কিন্তু এই নকল নোট 'ফুল অফ ফান' হিসেবে ইতিমধ্যেই তারকেশ্বরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

রবিবার টানা ১৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম বিদ্যাসাগর সেতু আবারও দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থাকতে চলেছে। আগামী রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত, টানা ১৬ ঘণ্টা এই সেতু দিয়ে কোনও যান চলাচল করবে না। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। ফলে নবান্নমুখী ও শহরমুখী হাজার হাজার যাত্রীকে বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের জেরে ফের ভোগান্তির আশঙ্কা শহরবাসীর একাংশের মধ্যে। কারণ প্রতি রবিবারই সংস্কার কাজের জন্য বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকছে। প্রশ্ন উঠছে-কেন এত ঘন ঘন সেতু বন্ধ? রাতের দিকে কাজ হলেই কি এই সমস্যা এাানো যেত না? কবে ও কতক্ষণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু? কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতুতে সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। এই সময় কোনও প্রকার ছোট, বা বা পণ্যবাহী যান সেতু ব্যবহার করতে পারবে না। এই সময়সীমার মধ্যেই চলবে সেতুর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। কোন পথে চলবে বিকল্প যান চলাচল? বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকায় নির্দিষ্ট রুট ধরে যান চলাচলের নির্দেশ দিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। ৯ জিরাট আইল্যান্ড থেকে এজেসি বোস রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতুমুখী যান' টার্ফ ভিউ ভায়া গ্রেড রোড' হেস্টিংস ক্রসিং ' সেন্ট জর্জেস গেট রোড ' স্ট্র্যান্ড রোড ' হাওড়া ব্রিজঅথবা ' ডানদিক হয়ে হেস্টিংস ক্রসিং' কেপি রোড ৯ জওহরলাল নেহরু আইল্যান্ড থেকে কেপি রোড হয়ে আসা যান' ১১ ফারলং গেট ' হেস্টিংস ক্রসিং' সেঃট জর্জেস গেট রোড ' স্ট্র্যান্ড রোড ' হাওড়া ব্রিজ৯ পূর্বগামী যান (খিদিরপুর দিক থেকে)' সিজিআর রোড' হেস্টিংস ক্রসিং' বাঁদিকে ঘুরে সেঃট জর্জেস গেট রোড' স্ট্র্যান্ড রোড' হাওড়া ব্রিজ০৯ কেপি রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুমুখী যান' ওয়াই পয়েন্টের সামনে ঘোড়া পাস' রেড রোড' হাওড়া ব্রিজট্রাফিক পুলিশ যাত্রীদের অনুরোধ করেছে, এই সময় নবান্ন বা হাওড়ামুখী যাত্রার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় হাতে রেখে রওনা দিতে।কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাসাগর সেতু? হাওড়া, সাঁতরাগাছি ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে কলকাতার সংযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল বিদ্যাসাগর সেতু, যা দ্বিতীয় হুগলি সেতু নামেও পরিচিত। নবান্নে রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তর থাকার ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার সরকারি কর্মী, সাধারণ মানুষ এবং পণ্যবাহী গাড়ি এই সেতু ব্যবহার করেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC, invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No. : KMC/IX/078/116/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 4/2/H/2, 4/1/H/6, 4/1/H/4, Mominpore Road in Ward No.-078 (APAS/01/158/205/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,99,941.00**. Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

2) NIT No. : KMC/IX/078/141/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine with Ancillary Civil Work at 8, Mayurbhanj Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/192/0002)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,98,083.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

3) NIT No. : KMC/IX/078/143/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Latrine at 5/2/H/19, 5/2/H/25, 5/2/H/24, 5/2/H/23, 5/2/H/22, 5/2/H/15, 5/2/H/27, 5, Bhukailash Road in Ward No.-078 (APAS/01/158/182/0002)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹3,99,331.80**. Earnest Money: **₹8,000.00**. Period of Completion: **60 Days.**

4) NIT No. : KMC/IX/078/145/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work at 5/2/H/19, 5/2/H/27, 5/2/H/29, Bhukailash Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/182/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,99,264.57**. Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **60 Days.**

5) NIT No. : KMC/IX/078/146/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 7, 7A, 7B/1, 8/H/1, 8/H/4, Bhukailash Road in Ward No.-078 (APAS/01/158/200/0003).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,98,766.14**. Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

6) NIT No. : KMC/IX/078/147/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewer Line with Ancillary Civil Work at 7, Bhukailash Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/200/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,99,322.21**. Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **60 Days.**

7) NIT No. : KMC/IX/078/148/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of I.P.S Passage at 7B/1, 7A, 8/H/1, 8/H/4, 8/H/3, Bhukailash Road in Ward No.-078 (APAS/01/158/200/0002)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,673.24**. Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **60 Days.**

8) NIT No. : KMC/IX/078/168/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline at 20A, 23A, Meher Ali Mondal Street and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/211/0004)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,99,144.95**. Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **21 Days.**

9) NIT No. : KMC/IX/078/167/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work from 6 to 6/1, Hossain Shah Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/210/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,895.06**. Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

10) NIT No. : KMC/IX/078/169/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of I.P.S Passage at 20A, 23A, Meher Ali Mondal Street and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/211/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,98,430.02**. Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

11) NIT No. : KMC/IX/078/170/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 15, 16F, 23A, 25A, Meher Ali Mondal Street and different places in Ward No.-078 (APAS/01/158/211/0005)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,98,870.36**. Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **21 Days.**

12) NIT No. : KMC/IX/078/171/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement I.P.S footpath and replaying of Kerb, Channel stone along Meher Ali Mondal Street in Ward No.-078.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,99,110.81**. Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **20 Days.**

13) NIT No. : KMC/IX/078/172/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work from 18 to 32A, Braunfild Row and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/213/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,893.53**. Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

14) NIT No. : KMC/IX/078/173/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 6/H/2, 8B, 32A, 18G, 18/1, Braunfield Row and different places in Ward No.-078 (APAS/01/158/213/0002)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,99,442.89**. Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

15) NIT No. : KMC/IX/078/174/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work at 6,8B, Braunfield Row and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/213/0003)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,99,591.69**. Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

16) NIT No. : KMC/IX/078/176/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work from 4/3H/13 to 4/3H/40, Bhukailash Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/209/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,350.00**. Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

17) NIT No. : KMC/IX/078/177/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 4/3H/23, 4/3H/24, 4/3H/33, 4/3H/34, 4/3H/39A, Bhukailash Road and etc. in Ward No.-078 (APAS/01/158/209/0003)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,99,896.00**. Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **21 Days.**

18) NIT No. : KMC/IX/078/178/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work at 7B/H/6, Rajab Ali Lane and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/188/0004)**. Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,48,765.00**. Earnest Money: **₹5,000.00**. Period of Completion: **21 Days.**

19) NIT No. : KMC/IX/078/179/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work at 7B, 7/H/2, 9/H/2, 9/H/4, Rajab Ali Lane and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/188/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,421.00**. Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

20) NIT No. : KMC/IX/078/180/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 7B/H/C, 7/H/2, 7/H/4, 7/H/9, 7B/H/6, Rajab Ali Lane in Ward No.-078 (APAS/01/158/188/0002).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,49,758.00**. Earnest Money: **₹5,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

21) NIT No. : KMC/IX/078/182/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 8/H/8, 8/H/9, 8/H/11, 8/H/26, 8/H/28, 8/H/25, 8/H/23, 8/H/19, 8/H/17, 8/H/32, Bhukailash Road and etc. in Ward No.-078 (APAS/01/158/201/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹3,99,297.00**. Earnest Money: **₹8,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

22) NIT No. : KMC/IX/078/183/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 13D, 13A, 27, 13A/H/2, 13A/H/1, 13B/H/6, 13L, 17/1, 25, 27, 23A, Rajab Ali Lane and etc. in Ward No.-078 (APAS/01/158/189/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,98,627.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

23) NIT No. : KMC/IX/078/184/2025-2026/APAS

Name of Work: **Construction of Latrine at 27, 13F, Rajab Ali Lane and etc. in Ward No.-078 (APAS/01/158/189/0002).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,99,789.00.** Earnest Money: **₹6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

24) NIT No. : KMC/IX/078/185/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of I.P.S Passages with Sewerage System at 27A, Rajab Ali Lane and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/189/0003).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,98,974.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

25) NIT No. : KMC/IX/078/186/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary Civil Work at 1/H/1, 1/H/2, 1/H/4, 3A/H/1, 3/H/2, Rajab Ali Lane and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/190/0002).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,323.00**. Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

26) NIT No. : KMC/IX/078/187/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 1/H/1, 1/H/2, 3A/H/3, 3A/H/6, 27/1, 27/B, Rajab Ali Lane and etc. in Ward No.-078 (APAS/01/158/190/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,745.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

27) NIT No. : KMC/IX/075/100/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of I.P.S passage at 2E, 2/6, Nitya Ghosh Street; 10/2, 10/2/H/7, Kabi Tirtha Sarani and surrounding areas in Ward No.-075 (APAS/01/158/252/0002).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹3,98,046.00.** Earnest Money: **₹8,000.** Period of Completion: **21 Days.**

28) NIT No. : KMC/IX/075/102/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of latrine at 14/1F, 14/1D, 14/1C/H/2, Kabi Tirtha Sarani and different places in Ward No.-075 (APAS/01/158/258/0004).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,98,939.00.** Earnest Money: **₹6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

29) NIT No. : KMC/IX/075/106/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of I.P.S passage at 4, 5/H/5 to 5/H/12, Achambit Shah Road and surrounding areas in Ward No.-075 (APAS/01/158/249/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,98,858.75.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

30) NIT No. : KMC/IX/075/107/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement I.P.S footpath and relaying of Kerb Channel Stone at 3 to 4, Achambit Shah Road 3, Canal Road, 14, Chapel Road and etc. in Ward No.-075 (APAS/01/158/249/0010).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,98,501.02.** Earnest Money: **₹6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

31) NIT No. : KMC/IX/075/108/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerage system with ancillary civil work at 2/H/12, 5/H/14 Achambit Shah Road and surrounding area in Ward No.-075 (APAS/01/158/249/0003).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,99,467.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

32) NIT No. : KMC/IX/075/110/2025-2026/APAS

Name of Work: **Conversion of open surface drain into underground pipe sewer with ancillary civil work at 2/6U, 2/6S, Nitya Ghosh Street and surrounding area in Ward No.-075 (APAS/01/158/260/0004).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,369.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

33) NIT No. : KMC/IX/075/111/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of sewerage system with ancillary civil work at 3,4, Nitya Ghosh Street and surrounding area in Ward No.-075 (APAS/01/158/260/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,48,711.00.** Earnest Money: **₹5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

34) NIT No. : KMC/IX/075/112/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 4,3, 2/6C, Nitya Ghosh Street and different places in Ward No.-075 (APAS/01/158/260/0006).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,49,709.00.** Earnest Money: **₹5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

35) NIT No. : KMC/IX/075/115/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 2/H/8, 2/H/11,5, St George Terrace Road 5/1,8, Canal Road and etc. in Ward No.-075 (APAS/01/158/255/0013).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,48,356.00.** Earnest Money: **₹5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

36) NIT No. : KMC/IX/075/116/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of I.P.S passage at 2/H/4 to 2/H/8, Khalasitola Road, 3/H/3 to 4A, St George Terrace Road and surrounding areas in Ward No.-075 (APAS/01/158/255/0006).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,98,950.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

37) NIT No. : KMC/IX/075/117/2025-2026/APAS

Name of Work: **Renovation of Latrine at 3/H/21, 3/H/28, Khalasitola Road, 5, St George Gate Road and etc. in Ward No.-075 (APAS/01/158/255/0008).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,49,153.00.** Earnest Money: **₹5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

38) NIT No. : KMC/IX/075/130/2025-2026/APAS

Name of Work: **Construction and Renovation of Latrine at 3, 2/H/14, Canal Road in Ward No.-075 (APAS/01/158/245/0003).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹2,47,883.00.** Earnest Money: **₹5,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

39) NIT No. : KMC/IX/075/142/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary civil work at 8/H/1 to 8H/15, 8, Mayurbhanj Road and surrounding area in Ward No.-075 (APAS/01/158/192/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,99,228.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

40) NIT No. : KMC/IX/075/162/2025-2026/APAS

Name of Work: **Improvement of Sewerline with Ancillary civil work from 40/4 to 40/4B, Ekbalpore Lane and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/178/0001).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹4,98,741.00.** Earnest Money: **₹8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

41) NIT No. : KMC/IX/077/148/2025-2026/APAS

Name of Work: **Repairing of Bustee Toilets at 6/H/22, 6/H/18, 6/H/9, 6/H/12, M.M Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-077 (APAS/01/159/46/0003).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,98,326.50.** Earnest Money: **₹4,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

42) NIT No. : KMC/IX/077/149/2025-2026/APAS

Name of Work: **Repairing of Bustee Latrine at 4/G, 7E/H/6, M.M Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-077 (APAS/01/159/47/0004).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹1,99,309.57.** Earnest Money: **₹4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **31.01.2026 - 2:00 PM (For Sl. No. 1 to 42).** Tender will be opened on: **02.02.2026 - 2 P.M (For Sl. No. 1 to 42).** The Bid Form and other details are available on and from **24.01.2026 (For Sl. No. 1 to 42)** from the website **https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 1 to 40)** and **https://etender.wb.gov.in (For Sl. No. 41 and 42).**

(2048/25-26)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫৫ সংখ্যা, শনিবার ১০ মাঘ ১৪৩২

প্রতিভাবান অধ্যাপক

অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী। দেশের এ প্রান্তের প্রথম প্রজন্মের ভৌগোলিকদের Physical Geography-র শিক্ষা যদি পদ্মভূষণ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিয়ে থাকেন, তবে Human Geography-র দীক্ষা দিয়েছিলেন পদ্মশ্রী নির্মল বসু। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভূগোল বিভাগে Human Geography পড়ালেও আসলে ছিলেন একজন Anthroppologist। তবে তাঁর Anthropology বা Geography তে আসক্তি ছিল অদ্ভুতভাবে। তিনি আদতে ছিলেন Geology ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২১ সালে প্রথম শ্রেণী সহ অনার্স উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হলেও, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সরকারি কলেজ পরিত্যাগ করেন মাস্টার্স ডিগ্রী অসম্পূর্ণ রেখে। এরপর পুরীতে চলে যান। সেখানে গিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি পুরী ও কোনার্কের মন্দির নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। শুধু তাই নয় যেসব পর্যটক আসতেন তাদের সেই মন্দিরের স্থাপত্যের ব্যাখ্যা দিতেন। এইরকম এক পর্যটকের দলে ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি নির্মল বসুর ব্যাখ্যায় আশ্চর্য হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। তারপর পরামর্শ দিলেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যে নৃতত্ত্ব বিভাগ খুলেছেন, সেখানে যেন নির্মল মাস্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তি হন। তিনি নির্মলকে আশ্বাস দিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই, এটা স্বশাসিত। সেইমতো নির্মল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ১৯২৫ সালে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে নৃতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি আদিবাসীদের ওপর না, তাদের জন্য গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাইতো উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলের মুন্ডা আদিবাসীরা তাঁদের দেবতার কাছে পূজা করে যাতে তাদের বাবু (নির্মল) তাড়াতাড়ি তাদের ভাষা শিখে ফেলতে পারেন। কিন্তু দেশপ্রেমী নির্মল শুধু গবেষণা নিয়ে থাকতে পারতেন না। ১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলে নির্মল ইউনিভার্সিটি ছেড়ে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে তাতে যোগ দেন। এরপর মাঝের কিছু বছর গবেষণা ও শিক্ষকতা করার পর ১৯৪২ সালে গান্ধীজির ডাকে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেন ও জেলবন্দী হন। তিনবছর দমদম জেলে থাকার পর ১৯৪৫ সালে মুক্তি পান। ঠিক এই সময় P Chatterjee তাঁকে অনুরোধ করেন ভূগোল বিভাগে যোগদানের জন্য এবং আশ্বস্ত করেন যে তিনি Human Geography-র যেকোনো বিষয় পড়াতে পারেন তাঁর ইচ্ছে মতো। তিনি সেইমতো ভূগোল বিভাগে যোগ দেন ও পরবর্তী ১৪ বছর থেকে যান। শুধু মাঝে কয়েকমাস গান্ধীজির Personal Secretary হিসেবে নোয়াখালী ও অন্যান্য জায়গায় থেকেছেন। তবে এসপি চ্যাটার্জির সঙ্গে নির্মল বসুর প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩৭ সালে Calcutta Geographical Society র একটা মিটিংয়ে তাঁদের দুজনেরই বন্ধু আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর দেবীপ্রসাদ ঘোষের মাধ্যমে। তখন এসপি চ্যাটার্জি স্কুল শিক্ষকদের ভূগোলের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটা বিভাগ খোলার পরিকল্পনা করছিলেন। চ্যাটার্জির অনুরোধে নির্মলবাবু ট্রেনিংয়ের হিউম্যান জিওগ্রাফির সিলেবাস তৈরি করে দেন। এরপর ১৯৩৯ সালে অনার্স ও ১৯৪১ সালে মাস্টার্স চালু করার সময়ও সেই নির্মল কুমার বসু সিলেবাস তৈরি করে দেন হিউম্যান জিওগ্রাফির। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন পরিব্রাজক আর ছিল প্রখর নিরীক্ষণ দক্ষতা। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর খ্যাতি।

দেবী সরস্বতী শুভ্রতার প্রতীক

দেবী সরস্বতীর শুভ্র মূর্তি নিষ্কলুষ চরিত্রের প্রতীক। এটা এই শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে হতে হবে নিষ্কলুষ নির্মল চরিত্রের অধিকারী; যে ছেলে,মেয়ে বাল্যকাল থেকে নিজেকে নিষ্কলুষ রাখার চেষ্টা করবে, সে যে সারা জীবন তার সকল কর্ম ও চিন্তায় নিজেকে নিষ্কলুষ রাখতে পারবে, তাতে তো আর কোনো সন্দেহ নেই রাজ হাঁসের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যে, এক পাত্রে থাকা জল মিশ্রিত দুধের থেকে সে শুধুমাত্র দুধ শুষে নিতে পারে। সরস্বতী যেহেতু শিক্ষাথী সংশ্লিষ্ট পূজা, সেই প্রেক্ষাপটে এটা বলা যেতে পারে যে, রাজহাসেঁর এই ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষা দেয় যে, সমাজে ভালো মন্দ সবকিছুই থাকবে, তার মধ্যে থেকে তোমাদের শুভ্রভালোটুকু শুষে নিতে হবে। অধিকাংশ হিন্দু ছেলে-মেয়ে যে মেধাবী এবং চরিত্রবান বা চরিত্রবতী, সরস্বতী পূজা এবং তার শিক্ষাগুলিই যে এই শিক্ষাই তার কারণ।এর কারণ হচ্ছে-হিন্দুধর্ম হলো নাচ, গান সমৃদ্ধ শিল্পকলার ধর্ম; যা সামাজিক বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। কারণ, প্রত্যেক ছেলে মেয়ে যে মেয়ে কোনো না কোনো প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্ম এই সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে, এই কারণেই দেবীসরস্বতীর হাতের বীণা হচ্ছে সেই শিল্পকলার প্রতীক। আর এটা সুবীজন স্বীকৃত যে, যারা- নাচ, গান, কবিতা লেখা বা নাট্যচর্চার মতো শিল্পকলার সাথে জড়িত, তারা সাধারণত কখনো মিথ্যাও বলে না; চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ তো দূরের ব্যাপার। সাধারণ ভাবে সকল হিন্দুই যে সৎ প্রকৃতির এবং প্রত্যেক হিন্দু ছেলে মেয়েই যে শিল্পকলার কিছু না কিছু জানে, এটাই তার অন্যতম কারণ।পুস্তক হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার বা জ্ঞানের বাস হলো পুস্তকে। যেহেতু সরস্বতী হল জ্ঞানের দেবী, তাই তাঁর হাতে থাকে পুস্তক বা পূজায় পাঠ্যপুস্তক দিতে হয়। পৃথিবীতে হিন্দুরাই একমাত্র জাতি যারা জ্ঞানার্জনের জন্য পূজা প্রার্থনা করে। একারণেই হিন্দুরা একটি জ্ঞান পিপাসু এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ জাতি। পুস্তক হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার বা জ্ঞানের বাসস্থান হলো পুস্তক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময় অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু

রামকৃষ্ণ দর্শন

সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেত অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শারীরিক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক

কলকাতা থেকেই বাংলার নজবজাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে

রবীন্দ্রকুমার শীল

মধ্য কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। মধ্য কলকাতা বলতে আমরা বুঝি পটলডাঙ্গা, বউবাজার, তালতলা এবং চাঁপাতলা। এর পরিধি ছিল পূর্ব দিকে বৈঠকখানা থেকে শুরু করে পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত পর্যন্ত। পূর্ব কলকাতা আছে। দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা আছে। পশ্চিম কলকাতা না থাকার জন্য মধ্য কলকাতার বিস্তৃতি পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত বলে ধরা হয়ে থাকে। দক্ষিণে

পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে উত্তরে মানিকতলা স্ট্রিট পর্যন্ত। এই টুকু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বাংলার নবজাগরণের প্রথম তীব্র আলোড়ন দেখতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে বাংলার দিকপালরা মধ্য কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তখন মধ্য কলকাতা ছিল বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান। এখানেই বাংলার নবজাগরণের প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এই স্থান থেকেই। কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে নিজের বসতবাড়ি গড়ে তোলেন। রাধানগর থেকে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় এসেছিলেন ১৮১৪ সালে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে ইংরেজ শাসকদের পাশে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি কলকাতায় এসেই সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত ভাষাতেই হিন্দুদের ধর্মীয় ন্যায় নীতির ব্যাখ্যা বিশদে লিখিত। সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ না হতে পারলে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারগুলির বিরদ্ধে সংগ্রাম করে জেতা একেবারে অসম্ভব। প্রাচীন ধর্মীয় নীতিকে আধুনিক নীতিতে পরিণত করতে হবে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আধুনিকতার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। হিন্দু ধর্মকে আধুনিকতার মোড়কে মুড়ে ফেলতে হবে। তার জন্য চাই যুক্তিগ্রাহ্য ধর্মীয় ব্যাখ্যা যা বর্তমান কালের মানুষকে স্বস্তি দেবে। প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতির সংস্কারের খুবই প্রয়োজন। ধর্মীয় ন্যায় নীতির সঠিক ব্যাখ্যা করতে গেলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে শাস্ত্র পাঠ অতি আব্যশিক এবং আধুনিক চিন্তাধারায় ধর্মীয় শাস্ত্রের যুগোপযোগী ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করাটা খুবই প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মের আধুনিকতা চাই। সেই কারণে তিনি ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষা রপ্ত করতে শুরু করলেন। আসলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাষা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে শাস্ত্রীয় বিধির যথাযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে না পারলে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতাটা একেবারে অসম্ভব। আবার তিনি কলকাতাকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হিসাবে। তখন কলকাতা থেকেই সারা ভারতের ওপরে খবরদারি করতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানি এবং ব্রিটিশ ভারত শাসনের প্রধান প্রশাসন কেন্দ্র। ফলে রাজা রামমোহন রায় তাঁর সহীদাহ প্রথা বিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে কলকাতাকেই পচ্ছন্দ করলেন। পাশে পেয়ে গেলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং জানবাজারের রাজচন্দ্র দাসসহ তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়কে। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে কাশীতে বেশ কিছু দিন ছিলেন। সেখান থেকে তিনি হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপরে কলকাতা ফিরে এসে হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে গভীর অধ্যায়ন শুরু করলেন এবং প্রকাশ করলেন সতীহাদ প্রথা হিন্দু ধর্ম সিদ্ধ নয়। কারোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও সময়ে হিন্দু শাস্ত্র হস্তক্ষেপ করে না। সতীদাহ প্রথাকে সমানে রেখে তিনি একের পর এক সংস্কারমুখী যুক্তিবাদী গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮১৪-১৫ সাল থেকে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস করতেশুরু করেন। ১৮৩০ সালে তিনি ভারত ত্যাগ করেছিলেন। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যেই রামমোহনের প্রধান বাংলার ও ইংরেজি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। একদিকে রয়েছে অনুবাদধর্মী বেদান্ত উপনিষদাদি গ্রন্থ অন্যদিকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিবাদমূলক গ্রন্থ- উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পাদরি ও শিষ্য সংবাদ, ভট্টচার্যের সহিত বিচার, কবিতাকারের সহিত বিচার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, পথ্য প্রদান, কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (প্রথম ও দ্বিতীয়) এবং 'সহমরণ বিষয়ক' রচনাগুলির মধ্যে যুক্তিবাদী বিতর্কের নিদর্শন। রামমোহন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই 'তুহফাৎ-উল- মুওহাহিদিন (১৮০৩-০৪) পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে কলমই একমাত্র অস্ত্র সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁরই পথ ধরে পরর্তীকালে বাংলার তরুণ পণ্ডিত সমাজ কলমকে সামনে রেখে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরি করে জয়ী হয়েছিলেন। রামমোহনের পরেই আর একজন প্রতিবাদী হিন্দু কলেজের শিক্ষক তাঁর নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮১৯-১৮৩১)। ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮২৬ সালের ১ মে থেকে ১৮৩১ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর ডিরোজিও শিক্ষকতা করেন। ভারত প্রেমিক ডেভিড হেয়ার মধ্য কলকাতায বসবাস করতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলেই কলকাতায় মেডিকেল কলেজ, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথমে 'পটলডাঙা স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে 'দ্য ফকির অব জঙ্গিঘরা' (১৮২৮) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে কলকাতা শহরের রূপকার জব চার্নক একজন সতীকে উদ্ধার করে তাঁকে বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। ডিরোজিও রাজা রামমোহন রায়ের পথকে অনুসরণ করে 'আকাদেমিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মধ্য কলকাতার মানিকতলার বাগান বাড়িতে। ডিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন তখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময়ে সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় উপস্থিত হলেন আলেকজান্ডার ডাফ ১৮৩০ সালের ২৭ মে। বসবাস করতে শুরু করলেন মির্জাপুর স্ট্রীটে কলেজ স্কোয়ারের কাছেই। বর্তমানে সেই বাড়িটা কলকাতা পুরসভার বোরো ৫ নম্বরের দফতর। এই বাড়িতে তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হেয়ার স্কুল, সেন্ট পলস স্কুল এবং মতিলাল শীল স্কুল এই বাড়িতেই প্রথম শুরু হয়। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডিরোজিও এর উৎসাহে ১৮৩০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হল 'পার্থেনন' সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৩১ সালে ১ জুন 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত করলেন ডিরোজিও স্বয়ং। এর ঠিক ১৮ দিনের মাথায় ডিরোজির তিন ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধব চন্দ্র মল্লিকের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮ জুন, ১৮৩১) প্রকাশিত হল এবং এর পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৭ মে ১৮৩১ সালে 'এনকোয়ার' পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে। এক মাসের মধ্যে ঝড়ো মেঘের মতো তিন খানা পত্রিকার প্রকাশ লাভ ঘটায় কলকাতার রক্ষণশীলদের ভিত কাঁপতে শুরু করে দেয়। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) হিন্দু কলেজে পড়তে এসেছিলেন ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে যোগদান করার আগেই। ১৮২৯ সালে ১ নভেম্বর হিন্দু কলেজ থেকে ত্যাগ করে ডিরোজিও হেয়ারের তত্ত্বাবধানে চালিত পটলডাঙা স্কুলে শিক্ষকতা করতে যান। অত্যন্ত চার বছর কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওকে শিক্ষক হিসাবে দেখেছেন। 'ইয়ং বেঙ্গল'কে কেউ কেউ আবার 'নিউ বেঙ্গল' বলতো। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ি, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা ছাত্ররা ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য।

মধ্য কলকাতার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলার নবজাগরণ কালে সাড়া ফেলে দিয়েছিল- মেডিকেল কলেজ, হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ। ১৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্লাস শুরু হয়েছিল ১ জুন, ১৮৩৫ সালে। ডাক্তার মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম সুপারিন্টেন্ডেট। ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬ সালে মেডিকেল কলেজের শিক্ষক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে বাংলা তথা ভারতের কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজকে প্রগতির পথের (ক্রমশ)

অ্যাকাদেমি অব ডাইরেক্ট ট্যাক্স অফিসে স্বামী বিবেকানন্দ

বুদ্ধদেব মিশ্র

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপন ও ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন হল আঞ্চলিক ক্যাম্পাসে কলকাতা। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস -এর আঞ্চলিক ক্যাম্পাস, কলকাতায় গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপন ও একটি ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সকাল ১০টা থেকে।

অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মধ্যে নিহিত পরিপূর্ণতার প্রকাশ। -এই ভাবনাকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান কর্তৃপক্ষ।

অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী দিব্যা নন্দজি মহারাজ (বেলুড় মঠ) স্বামীজীর সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একেবারে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী একটি ব্যক্তি। তবে তিনি কোনও দিন নিজেকে ধর্মগুরু বলে আখ্যায়িত করেননি বা করার

কলকাতা আঞ্চলিক ক্যাম্পাস দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, যা পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ওড়িশা অঞ্চলের আয়কর দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই ক্যাম্পাসেই প্রথমবারের মতো স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপিত হতে চলেছে, যা সমগ্র দেশের আঞ্চলিক ক্যাম্পাসগুলির মধ্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপন তাঁর চিরন্তন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণরত আধিকারিক ও কর্মীদের কাছে অনুপ্রেরণার এক নিরবচ্ছিন্ন উৎস হয়ে উঠবে বলে জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী দিব্যা নন্দজি মহারাজ (বেলুড় মঠ)। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন শ্রীমতী সুরভি ভার্মা গার্গ, আইআরএস, প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম, শ্রী বি. সত্যনারায়ণ রাজু, আইআরএস, এডিজি, আঞ্চলিক ক্যাম্পাস কলকাতা, সহ আয়কর দপ্তরের একাধিক উর্ধ্বতন আধিকারিক।

স্বামীজির বাণী- শিক্ষা হল মানুষের চেষ্টা করেননি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কোথাও কোনও কালে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা দেননি। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন মায়ের সেবক। মায়ের সেবা করতে তিনি এই ধরনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণদেব বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিবেকানন্দ ভালো সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারতেন। তিনি শাস্ত্রীয় ভক্তি সঙ্গীত বা ভজন গাইতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবার স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি আবার মা কালীর ভক্ত ছিলেন। তবে বিবেকানন্দ মা কালীর ভক্ত থাকলেও তিনি তাঁর শিষ্যদের কোনও দিন মা কালীর পুজো করতে আদেশ করতেন না। তিনি বলতেন, জীবের সেবা কর। তাহলে ঈশ্বরের সন্ধান তুমি করতে পারবে। ঈশ্বর দর্শন তোমার হবে। গরিব পরিবারের মধ্যেই ঈশ্বর লুকিয়ে রয়েছে। তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। ভারতের দারিদ্রতাকে দূর করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে হাতে হাত মিলিয়ে শত্রুর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। ভারতের উন্নতি করতে সব ধরনের কাজ করতে হবে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

মা সারদা দেবী মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করতেন

স্বামী চিদানন্দ মহারাজ

পুণ্য-পাপের উর্ধ্বে মানবতার সত্য সারদা মায়ের জীবন ও দর্শনের আলোকপথ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এমন কিছু চরিত্র আছেন, যাঁরা কোনও তত্ত্বের জোরে নয়, নিজেদের জীবনের নিঃশব্দ সাধনার মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তরে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। সারদা মা তেমনই এক অনন্য নাম। তাঁকে বোঝার জন্য আলাদা করে দর্শনের বই খুলতে হয় না, তাঁর জীবনটাই ছিল এক জীবন্ত দর্শন। যে দর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানুষ, আর সেই মানুষকে দেখার চোখ ছিল পুণ্য-পাপের সংকীর্ণ হিসাবের উর্ধ্বে উঠে মানবতার বৃহত্তর সত্যে নিবদ্ধ।

সারদা মায়ের জীবন শুরু হয় একেবারেই সাধারণ গ্রামবাংলার পরিবেশে। দারিদ্র্য, সীমাবদ্ধতা, সামাজিক রীতিনীতির কড়াকড়ি; সবকিছুর মধ্যেই তাঁর শৈশব কেটেছে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তিনি শিখেছিলেন এক গভীর সত্য;মানুষের আসল পরিচয় তার বাহ্যিক অবস্থায় নয়, তার অন্তরের মানবিকতায়। পরবর্তী জীবনে সেই উপলব্ধিই হয়ে উঠেছিল তাঁর বাণীর মূল সুর।

সাধারণ মানুষ সারদা মাকে প্রথমে দেখেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহধর্মিণী হিসেবে। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন এক আলোকস্তম্ভ। তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে কেউ নিজেকে পাপী ভাবতেন না, কেউ নিজেকে অযোগ্য ভাবতেন না। কারণ সারদা মা কখনও মানুষকে বিচার করেননি। তিনি দেখতেন না কে কতটা ধর্মাচার মানে, কে কতটা নিয়ম ভেঙেছে। তিনি দেখতেন শুধু একটি বিষয়;মানুষটির অন্তরে সত্যিকার আকুলতা আছে কি না।

পুণ্য আর পাপ;এই দুটি ধারণা সমাজে বহুদিন ধরেই নৈতিক শাসনের হাতিয়ার। কিন্তু সারদা মায়ের দৃষ্টিতে এই বিভাজন ছিল আপেক্ষিক। তাঁর কাছে মানুষের দুর্বলতা মানেই অপরাধ নয়, বরং তা ছিল মানবজীবনের স্বাভাবিক অংশ। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ ভুল করবেই, কিন্তু সেই ভুলের মধ্য দিয়েই সে শিখবে, বড় হবে। তাই তিনি কখনও কাউকে তিরস্কার করেননি, বরং স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই স্নেহ ছিল নিছক আবেগ নয়, ছিল এক গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে উৎসারিত। সারদা মা জানতেন, ভয় দেখিয়ে বা অপরাধবোধ চাপিয়ে দিয়ে কাউকে সত্যের পথে আনা যায় না। সত্যের পথে আসতে হলে প্রয়োজন বিশ্বাস, গ্রহণযোগ্যতা আর ভাল বাসা। তাই তাঁর আশ্রমে, তাঁর সান্নিধ্যে মানুষ অনুভব করত এক ধরনের নিরাপত্তা;যেখানে নিজের সব ত্রুটি নিয়েও দাঁড়ানো যায়, লুকোতে হয় না।

মানবতার এই দর্শনই সারদা মাকে সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে রেখেছিল। সেই যুগে যখন নারীর ভূমিকা ছিল সীমাবদ্ধ, যখন আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রায় পুরোপুরি পুরুষদের হাতে, তখন সারদা মা কোনও উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা ছাড়াই নিজের উপস্থিতি দিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন সেই ধারণা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব মানে শাসন নয়, বরং আশ্রয় দেওয়া। তাঁর মাতৃত্ব ছিল জৈবিক অর্থে নয়, ছিল সর্বজনীন অর্থে।

সারদা মায়ের কাছে মানবতা কোনও বিমূর্ত আদর্শ ছিল না। তা ছিল দৈনন্দিন আচরণের অংশ। ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, অসুস্থের পাশে বসে থাকা, অপরাধবোধে জর্জরিত কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া; এই সব ছোট ছোট কাজের মধ্যেই তিনি তাঁর দর্শনকে বাস্তব রূপ দেন। তাঁর জীবনে আলাদা করে উপদেশ আর আচরণের ফারাক ছিল না। যা বলতেন, তাই করতেন; আর যা করতেন, তাই হয়ে উঠত শিক্ষা।

আজকের দুনিয়ায়, যেখানে নৈতিকতা প্রায়ই কঠোর নিয়মের আকার নেয়, সারদা মায়ের এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা খুব সহজেই মানুষকে ভাগ করে ফেলি;ভালো-মন্দ, ধার্মিক-অধার্মিক, পুণ্যবান-পাপী। এই বিভাজন আমাদের আত্মতৃপ্তি দেয়, কিন্তু সমাজকে আরও কঠোর করে তোলে। সারদা মা যেন আমাদের মনে করিয়ে দেন, এই বিভাজনের বাইরেও এক বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, যেখানে মানুষ শুধু মানুষ হিসেবেই মূল্যবান।

সারদা মায়ের শিক্ষা কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। তিনি হিন্দু সমাজের মধ্যেই বড় হয়েছেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সার্বজনীন। তাঁর কাছে ভক্তির ভাষা ছিল হৃদয়ের ভাষা। যে কোনও পথেই মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারে;এই বিশ্বাস তিনি শুধু বলতেন না, নিজের জীবনে পালন করতেন। তাই তাঁর কাছে এসে মুসলমান, খ্রিস্টান বা অন্য কোনও বিশ্বাসের মানুষও সমান স্নেহ পেয়েছেন।

এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি আজকের বিভক্ত পৃথিবীতে আরও বেশি প্রয়োজনীয়। ধর্ম যখন পরিচয়ের রাজনীতিতে পরিণত হয়, তখন সারদা মায়ের জীবন আমাদের শেখায়, ধর্মের আসল কাজ মানুষকে কাছাকাছি আনা, দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়। পুণ্য-পাপের হিসাব যদি মানুষকে ভেঙে দেয়, তবে সেই হিসাবের কোনও আধ্যাত্মিক মূল্য নেই;এই বার্তাই যেন তাঁর জীবন দিয়ে তিনি রেখে গেছেন।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাতায় সারদা মায়ের কথা তোলা মানে নিছক অতীতচর্চা নয়। এটি বর্তমানকে বোঝার এক উপায়। আজ যখন সমাজে সহানুভূতির ঘাটতি, সহিষ্ণুতার অভাব স্পষ্ট, তখন সারদা মায়ের মানবিক দর্শন আমাদের সামনে এক বিকল্প পথ খুলে দেয়। সেই পথ কঠোর নৈতিকতার নয়, বরং করুণার।

সারদা মা কখনও নিজেকে গুরু বলে জাহির করেননি। কিন্তু মানুষ তাঁকে গুরু মেনেছে, কারণ তাঁর জীবনে ছিল এক ধরনের স্বচ্ছতা। তিনি ক্ষমতার ভাষায় কথা বলেননি, বলেছিলেন মায়ের ভাষায়। সেই ভাষা কোনও তত্ত্বে ভারী নয়, কিন্তু অনুভবে গভীর। তিনি জানতেন, মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিচার নয়, বোঝাপড়া।

এই বোঝাপড়াই পুণ্য-পাপের উর্ধ্বে ওঠার প্রথম ধাপ। যখন আমরা কাউকে বোঝার চেষ্টা করি, তখন তার ভুলও আমাদের কাছে মানবিক হয়ে ওঠে। সারদা মা সেই মানবিকতার দিকেই আমাদের তাকাতে শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে পাপ মানে ছিল অন্ধকার নয়।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের দর্শন চিন্তা আজও গবেষণার বিষয়

শঙ্করলাল কর্মকার

ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অনন্য সেনানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র শুধু আদর্শ নেতা ছিলেন তা নয়, ছিলেন শক্তিশালী চিন্তানায়ক, দর্শনের কৃতি ছাত্র। ভারতীয় দর্শন ও তৎকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

বিবেকানন্দের বেদান্ত ভাবনায় অদ্বৈততত্ত্বকে সমস্ত নীতিতত্ত্বের মূল ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হয়েছে। যা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তার যথার্থ আত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে। এরই মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পান। তাঁর আদর্শ ছিল- আত্মনঃ মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায়- অর্থাৎ আত্মার বন্ধনমুক্তি এবং জগতের কল্যাণ সাধনই জীবনের চরম আদর্শ। জগৎ-হিত বলতে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন মানবজাতির সেবা, স্বদেশ সেবা এবং নর নারায়ণ-সেবা। তাঁর এই বেদান্তভিত্তিক সামাজিক দর্শন সুভাষচন্দ্র মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ছিলেন।

অবশ্য শঙ্করের মায়াবাদী দর্শনের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। মায়া বাদের পরিবর্তে তিনি জাগতিক অস্তিত্বের প্রত্যয় গ্রহণ করেন। বিবর্তনবাদী প্রগতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। ডারউইন, স্পেনসার, বের্গসঁ-র সৃজনমূলক বিবর্তনতত্ত্বে সুভাষচন্দ্র উৎসাহ প্রকাশ করলেও হেগেলের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন তাঁকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল।

হেগেলের মতে, ব্যষ্টি নয়, সমষ্টিবাদ হল সামাজিক কল্যাণের চাবিকাঠি। তাঁর এই দর্শনচেতনার সূত্র ধরে যে দুটি রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ আবির্ভূত হয়েছিল-১. সাম্যবাদ এবং ২. ফ্যাসিবাদ। মানুষ চায় আত্মপ্রকাশ; যা মানুষ চিরকাল চেয়েছে। এই চাওয়ারই নাম সাম্য এবং এই সাম্যবাদ মানুষের জন্মগত অধিকার। রুশোর মতই সুভাষচন্দ্রও বলেন, মানুষ জন্মেছে সমান হয়ে, কিন্ত দেশে দেশে সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ভেদলাঞ্ছিত। তাঁর সাম্যবাদের মূল প্রেরণা মানবপ্রেম। সে মানবপ্রেম অদ্বৈতভিত্তিক- সর্বভূতে একই সত্তার বিকাশ, এই বোধ থেকেই তা এসেছিল। সেইসঙ্গে ছিল বৈষ্ণবের ব্যাকুল প্রেমের আবেগ। বিবেকানন্দ ও চিত্তরঞ্জনের বাণী এবং কর্মই ছিল তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার উৎস। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাম্যবাদ একান্তভাবে পশ্চিমী কোন ব্যবস্থারা নয়। ভারতীয় প্রাচীন লোকসমাজে তিনি সাম্যের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন।

অপরদিকে ফ্যাসিবাদ কি?-এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্যাসিবাদের মূল তত্ত্ব দুটি পাওয়া যায়-১. তীব্র জাতীয়তাবাদ এবং ২. পুঁজিবাদের সংরক্ষণ। এই দুই তত্ত্ব সম্বন্ধেই সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ বিরোধ রয়েছে। তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ হ'ল স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যবাদ, এতে পররাজ্য-গ্রাসী আত্মসর্বস্ব আক্রমণ বৃত্তি নেই। তাঁর জাতীয়তা সাম্রাজ্য-বিরোধী। ১৯৩৮ সনে হরিপুরা কংগ্রেসের অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মুক্তির জন্য লড়ছে। সাম্রাজ্য- বাদের জাল ছিঁড়ে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। অর্থ- নৈতিক ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র ছিলেন সমাজতন্ত্রী। এখানে তাঁর সঙ্গে ফ্যাসিবাদের বিরোধ স্থায়ী। সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপই হল পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। সুতরাং বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রী সুভাষচন্দ্রের অর্থনীতি ফ্যাসিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরোধ। পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দর্শন ও তত্ত্ব -আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ।

ঝাড়খণ্ডে নিহত ১৫ মাওবাদীর তালিকায় বাঁকুড়ার সমীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ জানুয়ারিঃ ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আত্মসমর্পণ করে মাওবাদীদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরার বার্তা দিয়েছেন। একইসঙ্গে সমাজের মূল স্রোতে না ফেরা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডে তেমনই একটি অভিযানে ১৫ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন বাঁকুড়ার একজন। নিহত ওই মাওবাদীর নাম সুরেন্দ্রনাথ সোরেন ওরফে সমীর। ওই মাওবাদীর মৃত্যুতে কী বলছে তাঁর পরিবার? গতকাল ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গলে কোবরা ও ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হন ১৫ জন মাওবাদী। নিহত ওই ১৫ জনের মধ্যে রয়েছেন বাঁকুড়ার বারিকুল থানার ইঁদকুড়ি গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ সোরেন ওরফে সমীর। সুরেন্দ্রনাথ সিপিআই

মাওবাদীদের সারান্ডা জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের এককালের মাওবাদী প্রভাবিত বারিকুল থানার প্রত্যন্ত গ্রাম ইঁদকুড়ি। এই গ্রামেই জন্ম সুরেন্দ্রনাথ সোরেনের। অল্প বয়সেই বাবা মারা যান। মায়ের কাছেই বড় হয়ে ওঠেন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাই হলধর সোরেন। স্থানীয় শুশুনিয়া হাইস্কুলের পড়ার সময় ২০০৬-০৭ সালে নবম শ্রেণিতে অকৃতকার্য হয়ে লেখাপড়ায় ইতি টানেন সুরেন্দ্রনাথ। এরপরই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর ২০০৯ সাল নাগাদ একবার সাময়িক সময়ের জন্য বাড়িতে ফিরেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তারপর আবার চলে যান। পরিবারের দাবি দীর্ঘ যোগাযোগের অভাবে সুরেন্দ্রনাথ কোথায় থাকতেন, কী করতেন, তা কিছুই জানত না পরিবার। গতকাল সারান্ডার জঙ্গলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের এনকাউন্টার এবং সেই এনকাউন্টারে সুরেন্দ্রনাথ সোরেনের মৃত্যুর খবর জানেন না পরিবারের লোকজন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাতেও নারাজ পরিবারের লোকজন। সুরেন্দ্রনাথ সোরেনের ভাই হলধর সোরেন বলেন, ''আমার দাদার নাম সুরেন্দ্রনাথ সোরেন। তিনি অনেকদিন আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তিনি কী করেন, আমরা জানি না। আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। মৃত মাওবাদী তাঁর দাদা কি না, তাও তিনি জানেন না বলে জানান।

অনশন তুলে নেতাজির মূর্তিতে মালা দিয়ে তৃণমূলকে নিশানা শঙ্করের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ জানুয়ারিঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আর একশো দিনও বাকি নেই। তবে প্রচারে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এই আবহে তাঁর বিধায়ক তহবিলের অর্থ খরচে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে অনশনে বসেছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শুক্রবার সকালে ২৪ ঘণ্টা সেই অনশন তুলে নিলেন তিনি। অনশন তুলে নিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা দেন। তারপরই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে নিশানা করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। গতকাল সকালে শিলিগুড়ির হাতিমোড়ে ২৪ ঘণ্টার অনশনে বসেন তিনি। গতকাল তিনি জানিয়েছিলেন, বিধায়কদের পাঁচ বছরে তিন কোটি টাকা করে তহবিল পান বিধায়করা। শঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, এই বিধায়ক তহবিলের টাকা ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। কোথাও আবার প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। অন্তত নয়টি প্রকল্প, যেগুলি ছাড়পত্র পেয়েছিল কিন্তু কাজ শুরু হয়নি। তিনি বারবার ডেপুটেশন জমা দিলেও কোনও লাভ হয়নি। রাজ্য প্রশাসন ও স্থানীয় শিলিগুড়ি পৌরনিগম বাধা দিচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাই অনশনে বসেন তিনি। এদিন সকালে অনশন তুলে নিয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''আজ নেতাজির জন্মদিন। নেতাজি যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেভাবে আপসহীনভাবে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। ঠিক আজকের পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি এই অনশন কর্মসূচির মাধ্যমে পেয়েছি। পথচলতি মানুষ বলেছেন, দাদা পারতেই হবে। এদের সরাতে হবে। এটা আমার কাছে আশীর্বাদ।'' একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ''আজ আমি বিরোধী। কাল আমরা সরকারে বসব। বিরোধীদের যেন এই দশা না হয়। আজ নেতাজির জন্মদিনে এই উপলব্ধি নিয়েই অনশন ভাঙলাম।'' শঙ্কর ঘোষের অনশন নিয়ে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, ''তাঁর সিপিএম থেকে বিজেপিতে আসার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা জানতে চাই। আর এতই যদি জনপ্রিয় বিধায়ক, তাহলে পৌরনিগম নির্বাচনে নিজের ওয়ার্ডে তৃতীয় হলেন কেন? সেটা বলুন। উনি তো শিলিগুড়ি পৌরনিগমের কাউন্সিলরও ছিলেন।'' গতকাল গৌতম দেবের আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপি বিধায়ক। এদিন শঙ্কর ঘোষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র বলেন, ''উনি যে সমস্ত কথা বলছেন, তাতে আমাদের তরফে যে কেউ আইনি নোটিস পাঠাতে পারেন।''

সমাজ গঠনের নিরন্তন প্রয়াস মা চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাসনাবাদ, ২৩ জানুয়ারিঃ উত্তর ২৪ পরগনার বুকে অবস্থিত রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়ির মা চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন এক অন্যতম জনপ্রিয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিদ্যা দেবী সরস্বতীর আরাধনার পবিত্র দিনে এবং মহান দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে, ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সমাজের প্রান্তিক শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই বিশেষ দিনে বিভিন্ন আইসিডিএস সেন্টারে অধ্যয়নরত বহু শিশু শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়, যা তাদের শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করবে। পাশাপাশি, একাধিক আইসিডিএস সেন্টারে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে, যা শিশুদের জন্য একটি উন্নত ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। সরস্বতী পূজা যেমন জ্ঞানের আরাধনার প্রতীক, তেমনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়- শিক্ষাই জাতি গঠনের মূল হাতিয়ার। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমোঘ বাণী আজও সমান প্রাসঙ্গিক-'প্রকৃত শিক্ষা সেই শিক্ষা, যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করে।' এই আদর্শকে সামনে রেখে রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়ির মা চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে শিক্ষা, পরিকাঠামো ও মানবিক সহায়তার কাজে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। পাশে পেয়েছে অনিন্দ্য শীল, সুপর্ণ সাহা, সোমা এবং আরও অনেকে। সমাজ গঠনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।।

পথকুকুরদের জন্য আশ্রয়, উদ্যোগ নিয়েছে আলিপুরদুয়ার পুর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৩ জানুয়ারিঃ পথকুকুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের আঁচ এসে পড়েছে জেলা শহর আলিপুরদুয়ারেও। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পর্যবেক্ষণে এই তথ্য উঠে এসেছে যে, ফি বছর প্রচুর মানুষকে পথকুকুরের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। হালে সুপ্রিম কোর্টের পথকুকুর নিয়ে রায় প্রকাশ্যে আসার পরেই নড়েচড়ে বসেছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা ও মহকুমা প্রশাসন। জেলা শহর ও আশপাশের এলাকাগুলিতে পথকুকুরদের দৌরাত্ম রুখতে একটি 'স্ট্রিট ডগ শেল্টার' গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে আলিপুরদুয়ার পুর প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ওই শেল্টার তৈরি করার জন্য নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে। পথকুকুরদের ওই শেল্টারে ঠাঁই দিয়ে নির্বীজকরণ, চিকিৎসা, ভ্যাক্সিনেশন, তাদের খাদ্য ও দেখভালের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে সহায়তা নেওয়া হবে পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির। সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাস টার্মিনাস, রেল স্টেশন এলাকা থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করে। তারপরেই ময়দানে নামে আলিপুরদুয়ার মহকুমা ও পুর প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই 'স্ট্রিট ডগ শেল্টার' তৈরি করার জন্য জমি চিহ্নিত করেছি। অনুদান মেলা মাত্রই পরিকাঠামো গড়ার কাজ শুরু করা হবে।'' আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, ''পুরসভা বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে।''

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৭৩৩, তারিখ ২২.০১.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫২৭। কাজের নাম ঃ** ''ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (পিআই)-২০ সংখ্যক'' সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৫,২৫,৮৩৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ২,৩৭,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৭। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার ব্যবহার করে লেভেল ক্রসিং গেট নং ১৭/এ/টি-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ'' সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **ক্রঃ নং ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৪৬। কাজের নাম ঃ** ''বর্দ্ধমান স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের সম্প্রসারণ'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৪,০০,৬৭৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৬৮,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। কোনো কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরই পিএস-এর ওয়েবসাইটের আবেদন টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো অফার জমা হতে অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো সুবিধাজনক দিনে হবে। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাচ্ছে। ডাকদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের অফার ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দিতে। (HWH-561/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৪_২০২৬/কে/১৪৩২; তারিখ: ১৯-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ০৪_২০২৬। কাজের নাম ঃ** নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের ফলে কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে লোড বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার এবং বিভিন্ন স্টেশনে ব্যাকআপ পাওয়ারের ব্যবস্থা করা। (পার্ট-II)। **টেন্ডার মূল্য:** ৭,৯৩,০৩,৮২৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৪৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১০-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলার সময়** ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাধারন আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) সেন্টু সেখ, পিতা- জহাল সেখ, ২) নাজিমা বিবি, স্বামী- সেন্টু সেখ, উভয়ের সাং-নওদা, পোঃ-গনকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ মৌজা রামচন্দ্রবাটি, জে.এল নং-১৩৫, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির আরএস ও এলআর, দাগ নং ১৮৩, এল.আর খতিয়ান নং- ১৩১২, মোট পরিমান শতকের মধ্যে ৩ শতক বিক্রয় মাত্র, রকম আউশ, শ্রেনীভুক্ত সম্পত্তি মুর্তুজা রেজা, পিতা- মৃত আব্দুল জাব্বার মন্ডল, এর পক্ষে প্রাপ্ত হইয়া গত ইং- ০৭.০৩.২০২৪ তারিখে জঙ্গীপুর এ.ডিএস.আর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত Book-I-4083 নং সাধারণ আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার কাশেদ সেখ, পিতা-মৃত এরফান সেখ উক্ত সম্পত্তির রেকর্ড হওয়ার আগে কোন প্রকার Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L&L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করিবেন।

Office of The Prodhan BAHUTALI GRAM PANCHAYAT

P.O-Bahutali, Block-Suti-I, Dist. Murshidabad, West Bengal

CORRIGENDUM NOTICE

E-N.I.T.NO: (i) 10/BGP/2025-2026. Memo No: 177/BGP, (ii) 11/BGP/2025-2026. Memo No: 178/BGP DATE-21/01/2026, 1. Last date of submission of Bid(Online): **27.01.2026 at 18:00 hrs.** 2. Opening date of Technical Bid: **29.01.2026 at 18:00 hrs.** 3. Opening date of Financial Bid(online): **31.01.2026 at 18:00 hrs.**

Sd/- **Prodhan**
Bahutali Gram Panchayat

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

সিআইএন নংঃ এল১৭২৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪৩৭২
রেজি. অফিস- ১৯ডি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭
ইমেলঃ skjpl1981@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.skjpl.in, ফোন নং.- ৯০৭৩৯৬৫৫০৩

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত-আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

পার্ট-১ (লক্ষে)

	বিবরণ (নীচে নোটগুলি দেখুন)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩১.১২.২০২৫) (অনিরীক্ষিত)	এ বছর এখনও পর্যন্ত সংখ্যা (৩১.১২.২০২৫) (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস (৩১.১২.২০২৪) (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্তি (৩১.০৩.২০২৫) (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	১৪.২৬	১৪.৭১	৩৮৮.৯০	১৪৫৭.৩১
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম*)	-০.৬০	-২৫.৭৭	২০.০১	১০১.৯৮
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে*)	-০.৬০	-২৫.৭৭	২০.০১	১০১.৮৮
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে)	-০.৬০	-২৫.৭৭	১৭.৬৬	৭৬.৫১
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	-০.৬০	-২৫.৭৭	১৭.৬৬	৭৬.৫১
৬	ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)।	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)				
	১. মৌলিক	-০.২৪	-১০.৪১	৭.১৩	৩০.৯১
	২. মিশ্র	-০.২৪	-১০.৪১	৭.১৩	৩০.৯১

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি 'সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন' পরিচালনা করেছেন।
২. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. IND AS ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট অনুসারে কোম্পানির শুধুমাত্র একটি 'অপারেটিং সেগমেন্ট' রয়েছে।
৪. পরিশোধিত মূলধনে ২,৪৭,৫০০ শেয়ার রয়েছে যার প্রতিটি ১০ টাকা=২৪,৭৫,০০০ টাকা।
৫. পূর্ববর্তী সময়কাল এবং বছরের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠন/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬. শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সিএসই এবং এমএসইআই।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- সুরজ কুমার ঝাঁ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০১৯৭৮৫৪

তারিখঃ ২২.০১.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Civi), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.-KMC/DG(C)/XIV/127/197/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: **Dev. of Bituminous Road at housing near pre. no. 4/3K/51, 4/3K/20 part no. 234 in ward no.127;** Work Value: **Rs. 2,66,313.04;** Earnest Money: **Rs. 5,400.00;** Period of Completion: **7 Days;** Last date of Submission of Bid: **31.01.2026 up to 11 A.M.;** Tender will be opened on: **02.02.2026 - 11A.M.;** The bid forms and other details are available on and from: **24.01.2026 from 5 P.M.;**

2) NIT No.- XI/112/071/2025-26/R/UTTARAN Name of the Work: **Improvement of C.P. at Seikh Para from H/O Sutudut Ali Sardar to Sanwar Ali Seket Uttaran area in ward No-112, BR-XI;** Estimated Value (including GST and CESS) : **Rs 2,45,869.51;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Time of Completion : **45 Days**

3) NIT No. - APAS/112/152/231/02/007/25-26 Name of the Work: **Repair of cement concrete road with Under ground allied works at P-8/2, P-10, P-6, P-8, 11/2 etc. Roynagar in ward no. 112, BR-XI;** Estimated Value (including GST and CESS) : **Rs 3,96,643. 30;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Time of Completion : **45 Days**;

4) NIT No.- XI/112/069/25-26/R/UTTARAN Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road at H.L Sarkar Road from H/O Laltu Dey and Maa Manasa Enterprise to Ashirbad Natto Gosti Uttaran area in ward No -112, BR-XI;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 3,91,899.54;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Time of Completion: **45 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **31.01.2026 up to 12 Noon** (for Sl. No. 2 to 4); Date and Time of Opening of Bid : **02.02.2026 at 12 Noon**(for Sl. No. 2 to 4); The Bid forms and other details are available on and from : **23.01.2026from 5 PM** (for Sl. No. 2 to 4);

5) NIT No.- APAS/112/152/244/02/005/25-26 Name of the Work: **Improvement of C.C. Road and others Allied work in ward no - 112, BR -XI;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,93,902.30;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **45 Days;**

6) NIT No.- APAS/112/152/219/06/038/25-26 Name of the Work : **Renovation of C.C Road at Janata Colony & other alied work in ward no. 112,BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,675.06;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **35 Days**

7) NIT No.- APAS/112/152/231/03/026/25-26 Name of the Work: **Cleaning of under ground sewer line with allied at 52/4 and opposite Das Medical Roy Nagar in ward no -112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,98,616.75;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **35 Days;**

8) NIT No.- XI/112/071/2025-26/R/UTTARAN Name of the Work: **Improvement of C.P. at Seikh Para from H/O Sutudut Ali Sardar to Sanwar Ali Seket Uttaran area in ward No-112, BR-XI;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs 2,45,869.51;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Time of Completion : **45 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.01.2026 up to 12 Noon** (for Sl. No. 5 to 8); Date and Time of Opening of Bid: **02.02.2026 at 12 Noon**(for Sl. No. 5 to 8); The Bid forms and other details are available on and from : **23.01.2026 from 5 PM** (for Sl. No. 5 to 8); The Website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).

The Executive Engineer(Civil), Br-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1) NIT No.- APAS/112/152/227/06/042/25-26 Name of the Work: **Renovation of Asphaltum Road at Shib Mandir and others allied work in ward no. 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,21,054.01;** Earnest Money : **Rs. 6,500.00;** Period of Completion : **45 Days;**

2) NIT No.- XI/110/015/2025-26/R Name of the Work: **Maint. of UPHC Building at Sreerampur (North) in ward no 110, BBR-XI;** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,736.03;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **27.01.2026 - 12 Noon** (for Sl. No. 1 & 2); The Tender will opened on : **29.01.2026 - 12 Noon** (for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from: **20.01.2026 -5 PM** (for Sl. No. 1 & 2).

3) NIT No.-APAS/110/150/341/05/35/25-26 (3rd CALL) Name of the Work: **Maint. of drainage system by providing desilting at Briji Purba Para in ward no. 110;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 1,99,656.63;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Time of Completion : **30 Days;**

4) NIT No.- XI/112/067/2025-26/R/UTTARAN Name of the Work : **Desilting of drainage system viz Janata Colony, Saradamoni Park etc. Uttaran area in ward no 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,47,735.65;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **60 Days**

5) NIT No. - XI/110/052/2025-26/R/UTTARAN Name of the Work : **Maint. of RD by laying hot mix at Briji East & West (Uttaran area) in ward no 110, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,96,828.79;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **45 Days**

6) NIT No.- APAS/112/152/216/05/029/25-26 (2nd CALL) Name of the Work : **Improvement of drainage and C.C Road at 43/7A Naskar Para in ward no 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,45,839.91;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **35 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **31.01.2026 upto 12 Noon** (for Sl. No. 3) & **31.01.2026 - 12 Noon** (for Sl. No. 4 to 6); The Tender will opened on : **02.02.2026 at 12 Noon** (for Sl. No. 3) & **02.02.2026 - 12 Noon** (for Sl. No. 4 to 6); The bid forms and other details are available on and from : **23.01.2026 from 5 PM** (for Sl. No. 3) & **23.01.2026 -5 PM** (for Sl. No. 4 to 6).

7) NIT No. - APAS/104/150/67/02/041/25-26 (2nd Call) Name of the Work: **Renovation of Road with under ground Facility and allied works at Kalikapur Road, Vivekananda Sarani, in WD. no. 104;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 3,93,209.45;** Earnest Money : **Rs. 7,900.00;** Time of Completion : **60 Days;**

8) NIT No. - APAS/104/150/76/05/005/25-26 (2nd Call) Name of the Work: **Improvement of U.G. Drain to avoid water Logging near 9B to 16 Pratap Garh AND surrounding area, in WD. no. 104;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 2,98,844.92;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Time of Completion : **60 Days;**

9) NIT No. - APAS/103/150/172/05/037/25-26 Name of the Work: **Const. Under ground sewer line at 16A South Avenue, in WD. No. 103;** Estimated Value (including GST and CESS: **Rs 2,36,714.58;** Earnest Money: **Rs. 4,800.00;** Time of Completion: **60 Days;**

10) NIT No.- APAS/104/150/79/06/034/25-26 (2nd Call) Name of the Work: **Renovation of U.G. drain near 91/1 Garfa Main Road, in ward no. 104, BR-XI;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs 1,47,673.46;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Time of Completion : **60 Days**

11) NIT No. - APAS/104/150/93/02/017/25-26 (2nd Call) Name of the Work: **Renovation of road with under ground Facility and other allied works at Bagan Bari Road, Anath Bose Road, Middle Road., in WD. no. 104;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 4,81,310.71;** Earnest Money: **Rs. 9,700.00;** Time of Completion: **60 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **31.01.2026 up to 5 PM** (for Sl. No. 7 to 11); Date and Time of Opening of Bid: **02.02.2026 at 5 PM** (for Sl. No. 7 to 11); The Bid forms and other details are available on and from : **24.01.2026 from 5 PM** (for Sl. No. 7 to 11).

12) NIT No.- APAS/110/150/341/02/34/25-26 Name of the Work: **Repair of Asphaltum Road at Briji Purba Para in ward no. 110;** Estimated Value (including GST and CESS):: **Rs. 1,14,038.30;** Earnest Money: **Rs. 2,300.00;** Time of Completion : **60 Days;**

13) NIT No. - XI/110/035/2025-26/R/UTTARAN (2nd Call) Name of the Work: **Repair of collapsed sewerage system at Different places viz Naskar Para, Sapui Para, Birji Kishore Sangha (Uttaran area) and other area in ward no. 110, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,49,332.85;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days**

14) NIT NO.- APAS/110/150/330/03/15/25-26 (2nd CALL) Name of the Work: **Protection of Jheel Bank with bullah Piling from Q-2 to Q-25 and allied works in ward no 110;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,96,238.87;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

15) NIT No.- APAS/110/150/334/02/46/25-26 Name of the Work: **Renovation of footpath with underground facilities and other allied works at Kanango Park in Ward no-110;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,657.80;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **45 Days**

16) NIT No.- APAS/112/152/216/06/031/25-26 (2nd CALL) Name of the Work : **Improvement of sewer line with Road Restoration 33/7B Naskar Para in ward no 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,41,429.33;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days**

17) NIT No.- APAS/112/152/216/05/029/25-26 (2nd CALL) Name of the Work: **Improvement of drainage and C.C Road at 43/7A Naskar Para in ward no 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,45,839.91;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **35 Days**

18) NIT No.- APAS/112/152/215/05/036/25-26 Name of the Work : **Renovation of Asphaltum Road at 21 Bansdroni Garden and others under ground allied in Ward no 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,03,574.90;** Earnest Money: **Rs. 4,300.00;** Period of Completion : **35 Days;**

19) NIT No. -XI/110/058/2025-26/R Name of the Work : **Renovation of drainage system by Providing replacement of broken pipe at P-21 to P 143 Valley Park in ward no 110, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,45,858.31;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days**

20) NIT NO.- XI/110/035/2025-26/R/UTTARAN (2nd Call) Name of the Work: **Repair of collapsed sewerage system at Different places viz Naskar Para, Sapui Para, Birji Kishore Sangha (Uttaran area) and other area in ward no 110, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,49,332.85;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

21) NIT No.- APAS/112/152/215/05/036/25-26 Name of the Work: **Renovation of Asphaltum Road at 21 Bansdroni Garden and others under ground allied in Ward no 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,03,574.90;** Earnest Money : **Rs. 4,300.00;** Period of Completion : **35 Days**

22) NIT No. - APAS/112/152/227/06/042/25-26 Name of the Work : **Renovation of Asphaltum Road at Shib Mandir and others allied work in ward no 112, BR-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 3,21,054.01;** Earnest Money: **Rs. 6,500.00;** Period of Completion : **45 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : : **31.01.2026 upto 12 Noon** (for Sl. No. 12) & **31.01.2026-12 Noon** (for Sl. No. 13 to 22); The Tender will opened on : **02.02.2026 at 12 Noon** (for Sl. No. 12) & **02.02.2026 - 12 Noon** (for Sl. No. 13 to 22); The bid forms and other details are available on and from : **22.01.2026 from 5 PM** (for Sl. No. 12) & **22.01.2026 -5 PM** (for Sl. No. 13 to 22); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 22).

The Executive Engineer (Civil) / BR.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.- XIV/128/159/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work: **Desilting of under ground sewer near 20/5 Biren Roy Road (west), 24/3,24/2,30/10 Parui Pucca Road and surrounding area etc. under part no 201 of 154 - Behala Paschim A.C. In ward no 128;** Work Value: **Rs. 1,02,195.65;** Earnest Money: **Rs. 2,100.00;** Period of Completion: **15 Days**

2) NIT No.: XIV/128/159/25-26/APAS (1st CALL) Name of Work: **Dev. of Bituminous Road at H2 Housing Near Pre. no. 4/2K/75, 4/2K/88 part no 235 in ward no. 127;** Work Value: **Rs. 2,69,607.72;** Earnest Money: **Rs. 5,400.00;** Period of Completion: **7 Days;** Last date of Submission of Bid: **31.01.2026 UP TO 11 A.M.** (for Sl. No. 1 & 2); Tender will be opened on: **02.02.2026 - 11 A.M.**(for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from: **24.12.2025 from 5 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2); The Website : **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 & 2).

3) NIT No.- XIV/127/196/25-26/APAS (1st CALL) Name of Work: **Dev. of Bituminous Road at Sonamukhi Road near pre. No.1/6, 11 Santi Pally part no 244 in ward no, 127;** Work Value: **Rs. 3,06,276.88;** Earnest Money: **Rs. 6,200.00;** Period of Completion: **7 Days**

4) NIT No.- XIV/128/158/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work : **Development of cement concrete road near house no 223, 30/11A, 30/10 Parui Pucca Road, part no 201 of 154-Behala Paschim A.C. In ward no 128;** Work Value : **Rs. 1,68,331.29;** Earnest Money: **Rs. 3,700.00;** Period of Completion : **7 Days**

5) NIT No.- KMC/XIV/127/192/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work : **Mnt. of surface drain at Southern Park Gaji Saheb Tala Road near pre. No.2, 6 part no. 239 in ward No.- 127;** Work Value: **Rs. 3,12,426.28;** Earnest Money: **Rs. 6,500.00;** Period of Completion : **14 Days**

6) NIT No.: KMC/XIV/127/199/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work : **Dev. of surface drain at Jublee Park near prer. No. 342, 357 part no. 241 in ward no. -127; Work Value: Rs. 4,76,857.79;** Earnest Money: **Rs. 9,600.00;** Period of Completion: **14 Days**

7) NIT No.- KMC/XIV/127/200/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work : **Mnt. of bituminous road at Kasta Danga Road near pre. No. 46 Sukanta Park Part no. 253 in Ward no. 127;** Work Value: **Rs. 2,89,946.54;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **07 Days**

8) KMC/XIV/127/193/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work : **Mnt. of surface drain at Bombai Bagan Road near pre. No. 84, 67 part no. 258 in ward no.-127;** Work Value: **Rs. 3,49,605.16;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **07 Days**

9) NIT No.- KMC/XIV/128/157/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work: **Improvement of cement concrete road near house no 26, 26/3, 24/2, 28/2, 30/4A parui pucca road under part no 201 of 154 - Behala Paschim A.C. in ward no 128;** Work Value : **Rs. 4,41,206.31;** Earnest Money: **Rs. 9,000.00;** Period of Completion : **07 days**

10) NIT No.- KMC/XIV/127/201/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work: **mnt. Of bituminous road at 320 K.D Road part no. 251 in ward no. 127;** Work Value: **Rs. 2,78,235.11;** Earnest Money: **Rs. 5,600.00;** Period of Completion : **07 days;**

11) NIT No.- KMC/XIV/128/097/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work: **Improvement of cement concrete Road near house no 73/1, 73/A, 73/B Parui Main Road etc. under part no 200 of 154 - Behala Paschim A.C. in ward no 128;** Work Value: **Rs. 3,43.957.58;** Earnest Money: **Rs. 6,900.00;** Period of Completion : **14 days**

12) NIT No.- KMC/XIV/128/146/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work : **Construction of boundary wall Bankim Pally Play Ground, under part no 207 of 154 - Behala Paschim A.C. In ward no 128;** Work Value: **Rs. 3,75,599.20;** Earnest Money: **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **30 days;**

13) NIT No.- KMC/XIV/127/201/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work : **Mnt. of Bituminous Road at 320 K.D Road part no. 251 in ward no. 127;** Work Value: **Rs. 2,78,235.11;** Earnest Money: **Rs. 5,600.00;** Period of Completion : **07 days;**

14) NIT No.- KMC/XIV/131/11/25-26/APAS (2nd CALL) Name of the Work: **Maintenance of cement concrete passage near Rr. no. 18, 16/4, 18, Kazipara Road in ward no. 131;** Work Value: **Rs. 2,92,191.82;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 days**

15) NIT No.- KMC/XIV/131/10/25-26/APAS (2nd CALL) Name of the Work : **Maintenance of concrete passage near PR. No. 40/39, U. B. Road in ward no. 131. (part no. 12);** Work Value : **Rs. 3,40,991.54;** Earnest Money : **RS. 7,000.00;** Period of Completion: **30 Days**

16) NIT No.- KMC/XIV/132/004/25-26/APAS (2nd CALL) Name of the Work : **Repairing of community toilets at B. L. T. Road Bye Lane near PR. No-47, etc. in ward no-132;** Work Value: **Rs. 2,55,987.10;** Earnest Money: **Rs. 5,500.00;** Period of Completion : **25 days**

17) NIT No.- KMC/XIV/132/005/25-26/APAS (2nd CALL) Name of the Work : **Desilting, chockage removal and rising of manhole Cover of U/G sewer line at B.L.T. Road near PR. No-45, etc. in ward no-132;** Work Value : **Rs. 2,70,999.40;** Earnest Money: **Rs. 5,500.00;** Period of Completion :**30 days;**

18) NIT No.- KMC/XIV/132/013/25-26/APAS (2nd CALL) Name of the Work : **Construction of community latrines at 1 no Sagar Manna Road Bye Lane (slum area) etc. In ward no-132;** Work Value: **Rs. 2,12,526.65;** Earnest Money: **Rs. 4,500.00;** Period of Completion : **30 days**

19) KMC/XIV/132/029/25-26/APAS (2nd CALL) Name of the Work : **Repairing of community toilets at different places of D.H. Road (slum area) under booth no-46 in ward no132;** Work Value: **Rs. 4,81,272.11;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **25 days;**

20) NIT No.- KMC/XIV/127/198/25-26/APAS (1st CALL) Name of the Work: **Dev. of bituminous road at H2 housing near pre. no. 4/2K/75, 4/2K/88 part no 235 in ward no. 127;** Work Value: **Rs. 2,69,607.72;** Earnest Money: **Rs. 5,400.00;** Period of Completion: **7 Days;** Last date of Submission of Bid: **31.01.2026 up to 5 P.M.** (for Sl. No. 3 to 20); Tender will be opened on: **02.02.2026 -5 P.M.** (for Sl. No. 3 to 20); The bid forms and other details are available on and from: **24.01.2026 from 5 P.M.** (for Sl. No. 3 to 20). The Website : **https://tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 3 to 20).

21) NIT No.-KMC/XIV/121/038/25-26/BS (1st CALL) Name of the Work: **Repairing of Bustee concrete passages in the simapally, 37 & 47 B. C. Roy Road & Ananda Pally Slum area etc. in ward no. 121;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,24,509.12;** Earnest money: **Rs. 8,500.00;** Period of Completion: **15 Days**

22) NIT No.- KMC/XIV/121/035/25-26/BS (1st CALL) Name of the Work: **Construction of Bustee Sanitary Latrines at Simapally, Anandapally, Nabapally & Peyarabagan Slum Area etc. in ward no. 121;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,13,658.88;** Earnest Money: **Rs. 8,300.00;** Period of Completion: **25 Days**

23) NIT No.- KMC/XIV/121/037/25-26/BS (1st CALL) Name of the Work: **Maintenance of Bustee U/G sewer including replacement of PIT-COVERS etc. at different Slum Areas in the bye lane of P. B. Road & R. R. M. Roy Road etc. in ward no. 121;** Estimated cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,23,681.98;** Earnest money: **Rs. 8,500.00;** Period of completion: **15 Days**

24) NIT No.-KMC/XIV/121/034/25-26/BS (1st CALL) Name of the Work: **Construction of Bustee sanitary latrines at 37 & 47, B. C. Roy Road Slum Area ETC. in ward no. 121;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,99,698.54;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **25 Days;** Last date of submission of Bid: **03.02.2026 Upto 5 PM** (for Sl. No. 21 to 24); Tender will be opened on: **05.02.2026 - 5 PM** (for Sl. No. 21 to 24); The bid forms and other details are available on and from : **27.01.2026 from 5 PM** (for Sl. No. 21 to 24). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 21 to 24).

2043/25-26

ফুলে ফুঁটে উঠেছে স্বপ্ন, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাত ধরে আলিপুরদুয়ারের ডাঙাপাড়া এখন 'ফুলগ্রাম'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ এক সময় যে গ্রাম পরিচিত ছিল ''ফুলগ্রাম গ্রাম' হিসেবে, আজ সেই গ্রামই হয়ে উঠেছে স্বনির্ভরতার উজ্জ্বল উদাহরণ। আলিপুরদুয়ার ব্লকের ১ নম্বর উত্তর জিৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঙাপাড়া আজ ফুলচাষের জন্য পরিচিত শুধু জেলাতেই নয়, রাজ্যের বাইরেও। গাঁদা, জবা, বগান ভেলিয়া-সহ নানা রঙের ফুলে ছেয়ে গেছে এই গ্রামের মাঠঘাট। রাজ্য সরকারের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া ঋণই বদলে দিয়েছে ডাঙাপাড়ার আর্থ-সামাজিক চিত্র। বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গল লাগোয়া প্রত্যন্ত এই গ্রামটি একসময় ছিল উন্নয়ন থেকে বহু দূরে। কাজের অভাব, অনিশ্চিত রোজগার আর দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ল।াই ছিল গ্রামবাসীদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সময় বদলেছে। বদলেছে গ্রামের পরিচয়ও। আজ ডাঙাপা।াকে অনেকেই চেনেন 'নার্সারি পাড়া' বা ''ফুলগ্রাম' নামে।

মহিলাদের হাত ধরেই বদলের শুরু- এই পরিবর্তনের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন গ্রামের মহিলারাই। রাজ্য সরকারের সহায়তায় গা।ড়ে ওঠা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ব্যাঙ্ক ঋণ পেয়ে ফুলচাষকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। কেউ কেউ তিন লক্ষ, কেউ চার লক্ষ, আবার কোনও কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠী পেয়েছে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ। সেই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে ফুলের চারা তৈরি, জমি প্রস্তুত, সেচ ব্যবস্থা এবং বিপণনের কাজে।

স্থানীয় বাসিন্দা নৃপেন্দ্র দাস বলেন, একসময় আমাদের গ্রামকে সবাই অভাবের গ্রাম বলে চিনত। আজ

পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। আমাদের বাড়ির মহিলারাই এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালাচ্ছেন। ঋণ নিয়ে ফুল চাষ শুরু করেছেন। এখন গ্রামের প্রায় সব পরিবারই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। ছোট বড় মিলিয়ে সবারই আয় হচ্ছে।

ক্ষেতে ক্ষেতে ফুল, বদলে গেছে জীবিকা- ডাঙাপাড়ার মাঠে এখন আর ধান বা অন্যান্য প্রচলিত ফসলের আধিপত্য নেই। তার জায়গা নিয়েছে গাঁদা, জবা, বগান ভেলিয়া, চন্দ্রমল্লিকা-সহ নানা জাতের ফুল। ফুলের পাশাপাশি চারা উপাদনও হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এখানকার নার্সারিতে উপাদিত ফুল ও চারা চলে যাচ্ছে অসম, বেঙ্গালুরু-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনকি রাজ্যের কোচবিহার, শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বাজারেও ডাঙাপা।ার ফুলের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে।

গ্রামের আর এক বাসিন্দা রঞ্জয় দাস বলেন, আমরা এখন ফুল চাষকেই পুরোপুরি পেশা হিসেবে নিয়েছি। আমাদের গ্রাম থেকে ফুল যাচ্ছে রাজ্যের বাইরে। আগে কাজের জন্য মানুষকে বাইরে যেতে হতো, এখন বাইরের লোকই আমাদের গ্রামে আসছে কাজ শিখতে। গোটা গ্রামটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

পর্যটকদের নজরেও ফুলের গ্রাম- বক্সা জঙ্গলের কাছাকাছি হওয়ায় পর্যটকদের যাতায়াত এমনিতেই ছিল। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফুলের আকর্ষণ। রঙিন ফুলে সাজানো গ্রাম দেখতে ভিড় করছেন পর্যটকরাও। অনেকেই ছবি তুলছেন, কেউ কেউ নার্সারি থেকে চারা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে গ্রামে তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত আয় এবং নতুন সম্ভাবনার দরজা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বীকৃতি- এই এলাকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা তৃণমূল কংগ্রেসের রূপালি দাস শীল। আলিপুরদুয়ার বিধানসভার ১৩০ নম্বর পার্টের অন্তর্গত এই গ্রাম। তিনি বলেন,রাজ্য সরকারের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া ঋণের ফলেই আজ আমাদের গ্রাম স্বনির্ভর। এখন আর অভাব নেই। নানান জাতের ফুলের চাষ হচ্ছে। চারা ও ফুল বিক্রি করেই গ্রামের মানুষ নিজেদের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন। সামনে আরও এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বনির্ভরতার পথে নতুন দিশা- ডাঙাপাড়ার সাফল্য আজ গোটা অঞ্চলের জন্যই এক দৃষ্টান্ত। এখানে শুধু আয় বাড়েনি, বদলেছে মানসিকতাও। গ্রামবাসীরা এখন নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্য গড়ে নিচ্ছেন। বিশেষ করে মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা সমাজে নতুন ভারসাম্য তৈরি করেছে। সংসারের পাশাপাশি তারা এখন উপাদন ও ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

একসময় যে ডাঙাপা।া ছিল মানচিত্রের এক কোণায় হারিয়ে যাওয়া গ্রাম, আজ সেই গ্রামই ফুলের সৌরভে ছা।য়ে দিচ্ছে স্বাবলম্বীতার বার্তা। অভাব থেকে সম্ভাবনার এই যাত্রা নিঃসন্দেহে এক অনুকরণীয় সাফল্যের গল্প।

ঘরেই লুকিয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি! ফেংশুই মতে এই জিনিসগুলি রাখলেই বাড়বে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি

একটি বাড়ি শুধু ইট-বালি-সিমেন্টের গাঁথুনি নয়। একজন মানুষের সারাজীবনের পরিশ্রম, স্বপ্ন আর আবেগ জড়িয়ে থাকে তার গৃহকোণে। সেই ঘরেই গড়ে ওঠে স্মৃতি, সম্পর্ক আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। ফেংশুই মতে, এই বাড়ি শুধু স্মৃতির আধার নয়, বরং মানুষের ভাগ্য ও জীবনের ওঠাপড়ার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ঘরের মধ্যে কী রাখা হচ্ছে, কোথায় রাখা হচ্ছে-এই সবকিছুরই প্রভাব পড়ে জীবনের সুখ, শান্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধির উপর। তাই যদি চান জীবন হোক আরও ইতিবাচক ও সুখসমৃদ্ধ, তবে জেনে নিন ফেংশুই মতে বাড়িতে কোন কোন জিনিস রাখা বিশেষ শুভ।ফেংশুই শাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয়, সঠিক বস্তু ও সঠিক দিকনির্দেশ মেনে ঘর সাজালে নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাড়ে। এর ফলে মানসিক শান্তি, পারিবারিক সুস্থতা এবং আর্থিক উন্নতি- সবকিছুতেই আসে শুভ পরিবর্তন। ফেংশুইয়ের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত প্রতীক হল লাফিং বুদ্ধা। চিনা লোককথা থেকে আগত বুদাই বা হোতেই নামে পরিচিত এই হাসিখুশি সন্ন্যাসী বড় পেট, প্রশান্ত হাসি এবং হাতে একটি কাপড়ের থলি নিয়ে চেনা রূপে দেখা দেন। ফেংশুই মতে, লাফিং বুদ্ধা ঘরে রাখলে দুঃখ, দারিদ্র্য ও নেতিবাচক শক্তি দূরে থাকে। তাঁর হাসি নাকি ঘরে আনন্দ ও সমৃদ্ধি টেনে আনে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ির পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে

লাফিং বুদ্ধার মূর্তি রাখলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রতিদিন তাঁর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত হাসলেই মনও হালকা হয়ে ওঠে- এমনটাই বিশ্বাস। বর্তমান সময়ে ঘরের অঃদরসজ্জায় যে গাছটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, তা হল লাকি বাম্বু। শুধু সৌঃদর্য নয়, এই গাছের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাফল্য ও সৌভাগ্যের বার্তা। ফেংশুই মতে, লাকি বাম্বু জীবনের বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়। তবে কোথায় এই গাছ রাখা হচ্ছে, তার উপরেই নির্ভর করে সুফল। বাড়ির পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিক লাকি বাম্বু রাখার জন্য আদর্শ। এছাড়াও, বাড়ির প্রবেশদ্বারে রাখলে ইতিবাচক শক্তি ঘরে প্রবেশ করে বলে মনে করা হয়। বসার ঘর কিংবা শোওয়ার ঘরেও লাকি বাম্বু রাখা যেতে পারে, যা মানসিক প্রশান্তি বাড়াতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক উন্নতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য ফেংশুইতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় জেড প্ল্যান্ট-কে। এই গাছকে বলা হয় ' প্ল্যান্ট'-এর থেকেও শক্তিশালী প্রতীক। ফেংশুই মতে, জেড প্ল্যান্ট ঘরে রাখলে অর্থকষ্ট দূর হয় এবং সঞ্চয়ের পথ খুলে যায়। বাড়ির পূর্ব দিক বা উত্তর-পূর্ব কোণে এই গাছ রাখা অত্যন্ত শুভ। অনেকেই বাড়ির প্রবেশদ্বারের কাছে জেড প্ল্যান্ট রাখেন, কারণ বিশ্বাস করা হয়-এতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং অর্থপ্রবাহ বজায় থাকে। ফেংশুইয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হল তিন পা যুক্ত ব্যাং বা মানি ফ্রগ। এই ব্যাং সমৃদ্ধি ও আর্থিক লাভের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। ফেংশুই মতে, এই মূর্তি কখনও মাটিতে রাখা উচিত নয়। কিছুটা উঁচু জায়গায়, যেমন টেবিলের উপর বা ক্যাবিনেটের পাশে রাখা ভালো। খেয়াল রাখতে হবে, মূর্তিটি যেন পরিষ্কার থাকে এবং নোংরা না হয়। অনেকের বিশ্বাস, মানি ফ্রগ ঘরে থাকলে অপ্রত্যাশিত আর্থিক সুযোগ আসতে পারে। ঘরের পরিবেশকে আরও শান্ত ও স্নিগ্ধ করতে ফেংশুইতে ঝরনা বা ওয়াটার ফিচার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। প্রবাহমান জল ইতিবাচক শক্তির প্রতীক। ফেংশুই মতে, বাড়ির উত্তর-পূর্ব, পূর্ব বা উত্তর দিকে ঝরনা রাখলে দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি পায়। তবে শোওয়ার ঘরে ঝরনা না রাখাই ভালো-এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। সব মিলিয়ে বলা যায়, ফেংশুই কোনও জাদুবিদ্যা নয়, বরং ঘরের পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ ও ইতিবাচক করে তোলার এক প্রাচীন দর্শন। অল্প কিছু নিয়ম মেনে, সঠিক জিনিস সঠিক জায়গায় রাখলেই জীবনে আসতে পারে বড় পরিবর্তন। তাই ঘর সাজানোর সময় শুধু সৌঃদর্যের দিকেই নয়, নজর দিন শুভ শক্তির দিকেও। আপনার গৃহকোণ ভরে উঠুক সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধিতে-এই কামনাই।

কাবুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে রক্তাক্ত, বিদেশিদের আস্তানায় ফিদায়েঁ হামলা ঃ বহু মৃত্যুর আশঙ্কা

কাবুল, ২১ জানুয়ারি ঃ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে সোমবার একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণে শহর কেঁপে ওঠে। শাহর-ই-নাও নামক অভিজাত এলাকায় এই বিস্ফোরণ ঘটে, যেখানে সাধারণত বিদেশি কূটনীতিক, ধনী ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা বাস করেন। এটি এমন একটি এলাকা, যেখানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, এবং যেখানে বিদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপকভাবে বাহিনী মোতায়েন থাকে। তবে, এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে হঠাৎ করেই ঘটে গেল এই ভয়াবহ হামলা, যা কাবুলের সাধারণ জনগণের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই বিস্ফোরণটি ঘটেছে একটি চিনা রেস্তোরাঁর কাছাকাছি এলাকায়, যেখানে হামলাকারীরা একটি গা।রি উপর হামলা চালায়। ধারণা করা হচ্ছে, এই গাড়িটি চিনের কর্মকর্তাদের বহনকারী ছিল। এক [illegible] এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হামলাকারী একটি গলি রাস্তা ধরে আসা গাড়ির সামনে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গাড়িটি পুরোপুরি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং আশেপাশে থাকা বহু মানুষ গুরুতরভাবে আহত হন। এই হামলার পর স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেছে এবং ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি, যদিও এটি আইএসআইএস-খোরাসান এর কাজ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইএসআইএস-কে এখনও পর্যন্ত এই হামলার দায় নেয়নি, কিন্তু এই সংগঠনটি আফগানিস্তানে বেশ কিছুবার অতীতেও হামলা চালিয়েছে। শাহর-ই-নাও এলাকা, যেখানে এই হামলা ঘটেছে, আফগানিস্তানের একটি অত্যন্ত নিরাপদ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এখানে কূটনীতিকরা এবং বিদেশি ব্যবসায়ীরা থাকেন, এবং এই এলাকায় নিরাপত্তার জন্য বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি থাকে। তবে, এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেই কিভাবে এত ভয়াবহ হামলা সংগঠিত হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল মতিন কানি জানিয়েছেন, এই বিস্ফোরণটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং আমরা অনেক মৃত্যুর আশঙ্কা করছি। তবে, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে এই হামলায় কতজন প্রাণ হারিয়েছে সে ব্যাপারে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। আফগান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে এবং ফোরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, এবং এই বিস্ফোরণের পিছনে কারা রয়েছে তা জানার জন্য নানা দিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে, এই হামলার ঘটনা কাবুলের জনগণের মধ্যে আতঙ্ক এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। বিশেষত, কাবুলের এই অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও হামলা কীভাবে ঘটল তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছে অনেকেই। আফগানিস্তানে গত কয়েক বছর ধরে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিদেশি কূটনীতিকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল, এবং এমন পরিস্থিতিতে এই ধরনের হামলা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তালিবান সরকার হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং তারা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে দ্রুত তদন্ত শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। তালিবান সরকারের তরফ থেকে এটিও জানানো হয়েছে যে, হামলার পেছনে কে বা কী ছিল, তা উদঘাটন করার জন্য তারা সবরকম পদক্ষেপ নেবে। তবে, তারা এখনো এই হামলায় যারা দায়ী তাদের নাম জানায়নি। এছাড়া, এই হামলা কাবুলের সাধারণ জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। বহু সাধারণ নাগরিক মনে করছেন যে, যদিও তালিবান সরকার বিদেশি নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের কিছু বাহিনী মোতায়েন করেছে, তারপরও এই ধরনের হামলা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে অনেকেই সংঃদেহ প্রকাশ করেছেন। বেশ কয়েকটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে, এই হামলা ইসলামিক স্টেট-খোরাসান এর কাজ হতে পারে। আফগানিস্তানের মধ্যে এই জঙ্গি সংগঠনটির কার্যক্রম অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে, এবং তারা একাধিক হামলা চালানোর জন্য পরিচিত। যদিও আইএসআইএস-কে এই হামলার দায় নেয়নি, তবে তাদের পূর্বের কার্যকলাপ এবং কাবুলে হামলা চালানোর পটভূমি দেখে অনেকেই এই হামলাকে তাদের কাজ হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন। আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আইএসআইএস-খোরাসান এর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হামলা প্রতিটি স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং তালিবান সরকারের ক্ষমতার প্রতি নতুন সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। এই বিস্ফোরণটি কেবল কাবুলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে না, বরং আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বিদেশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রশ্নে তালিবান সরকারের চ্যালেঞ্জ আরও বা।িয়েছে। একই সঙ্গে, সাধারণ জনগণের মধ্যে ভয় এবং অনিশ্চয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনা আফগানিস্তানে জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেয়, এবং কাবুলের মতো নিরাপত্তা-প্রবণ এলাকাতেও হামলা ঘটানো সম্ভব-এটি পৃথিবীজুড়ে নতুন উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে।

দেশে না ফিরেই অবসরের পথে শেখ হাসিনা- বিস্ফোরক ইঙ্গিত পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের

২৩ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি সত্যিই এক যুগের অবসান ঘটতে চলেছে? দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে যিনি দেশের ক্ষমতার কেঃদ্রে থেকেছেন, যাঁর নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জ।ড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাস- সেই শেখ হাসিনা কি তবে রাজনীতির সক্রিয় অধ্যায় শেষ করতে চলেছেন? এই প্রশ্নই এখন তোলপাড় ফেলেছে দুই বাংলার রাজনৈতিক মহলে। আর সেই জল্পনায় ঘি ঢেলেছেন খোদ হাসিনাপুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। ২০২৪ সালের আগস্টে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশ ছা।তে বাধ্য হন তকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপর থেকে তিনি ভারতের

মাটিতেই রয়েছেন। সেই ঘটনার পর থেকেই তাঁর প্রত্যাবর্তন, রাজনৈতিক ভবিষ্য এবং আওয়ামি লিগের আগামী পথচলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এবার সেই সব প্রশ্নে কার্যত সিলমোহর বসালেন তাঁর পুত্র জয়-আমেরিকায় বসে দেওয়া এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাকারে। এটাই ছিল শেষ টার্ম- জয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত- সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ জয় কার্যত প্রকাশ্যেই বলেন, শেখ হাসিনা আর সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন না। তাঁর কথায়, আমার মায়ের বয়স হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটাই তাঁর শেষ টার্ম ছিল। তিনি আগেই অবসর নিতে চেয়েছিলেন। সঞ্চালক যখন সরাসরি প্রশ্ন করেন-এটাকে কি ' যুগের সমাপ্তি' বলা যায়? তখন আর কোনও রাখঢাক না করে জয় উত্তর দেন, সম্ভবত তাই।এই একটি শব্দই যথেষ্ট ছিল। মুহূর্তে তা ছা।য়ে পা। রাজনৈতিক মহলে। কারণ শেখ হাসিনা নিজে বরাবরই বলে এসেছেন, পরিস্থিতি অনুকূল হলে তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন। অথচ পুত্রের বক্তব্যে ধরা প।ছে একেবারে উল্টো ছবি-অন্তরালেই অবসর, রাজনীতির মূল মঞ্চে আর ফেরা নয়। হাসিনার বক্তব্য বনাম জয়ের সুর-এই বক্তব্য আরও তাপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ দিন কয়েক আগেই শেখ হাসিনা নিজে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাকারে বলেছিলেন, আমি ভয় পেয়ে দেশ ছাড়িনি। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, সেই কারণেই আমাকে বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুরোপুরি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে, আওয়ামি লিগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠলে এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হলে তিনি দেশে ফিরতে চান। তাঁর কথায়,জীবনের সবটুকু বাংলাদেশকে দিয়েছি। বৈধ সরকার ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ফিরলে আমি অবশ্যই ফিরতে চাই। কিন্তু পুত্র জয়ের বক্তব্যে যেন সেই প্রত্যাবর্তনের আশা কার্যত ম্লান। আমেরিকায় বসে তিনি একপ্রকার বুঝিয়েই দিলেন-মা হয়তো আর সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন না, এমনকি বাংলাদেশেও নাও ফিরতে পারেন। হাসিনাহীন আওয়ামি লিগ-সম্ভব কি? তবে এখানেই শেষ নয়। জয়ের বক্তব্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে-হাসিনা না থাকলেও আওয়ামি লিগ থাকবে। তাঁর কথায়,আওয়ামি লিগ কোথাও যাচ্ছে না। আমাদের ৪০-৫০ শতাংশ ভোট আছে। ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৬-৭ কোটি মানুষ আমাদের সমর্থক। তারা কি হঠাৎ সমর্থন দেওয়া বন্ধ করে দেবে? এই বক্তব্যেই স্পষ্ট- হাসিনার ব্যক্তিগত অবসর মানেই দল ভেঙে যাওয়া নয়। জয় মনে করিয়ে দেন, আওয়ামি লিগ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দলগুলির একটি। প্রায় ৭০ বছরের ইতিহাস রয়েছে এই দলের। মাকে নিয়ে হোক বা মাকে ছাড়া-দল চলবে। কেউ চিরকাল থাকে না, বলেন জয়। এই মন্তব্যে রাজনৈতিক বাস্তববাদ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে এক যুগান্তকারী ইঙ্গিত-বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের পরিবর্তনের প্রস্তুতি। পরবর্তী নেতা কে? জয়ের ভূমিকাই কি বাড়ছে? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে-হাসিনাহীন আওয়ামি লিগের মুখ কে হবেন? বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১৭ বছরের প্রবাসজীবন কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন এবং দলের নেতৃত্বে সক্রিয় হয়েছেন। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাও ড।ড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে অনেকের মনেই প্রশ্ন-সজীব ওয়াজেদ জয় কি ভবিষ্যতে আওয়ামি লিগের হাল ধরবেন? তিনি কি তারেক রহমানের মতো প্রবাস থেকে ফিরে নেতৃত্ব দেবেন? জয় যদিও সরাসরি সে প্রশ্নের উত্তর দেননি, তবু তাঁর কথাবার্তায় স্পষ্ট-দলকে তিনি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে দেখছেন, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়। অন্তরালে থেকেই শেষ অধ্যায়? সব মিলিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শেখ হাসিনার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের ইতি ঘটতে চলেছে ধীরে, নিঃশব্দে-কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই। হয়তো তিনি আর নির্বাচনী রাজনীতিতে ফিরবেন না। হয়তো দলীয় সিদ্ধান্তে নেপথ্য ভূমিকা থাকলেও প্রকাশ্যে দেখা যাবে না তাঁকে। এক সময় যিনি ছিলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক মুখ, আজ তাঁর অবসর নিয়েই আলোচনা। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বুঝি শেষের পথে। এখন শুধু সময়ই বলবে-এটা সত্যিই ' যুগের সমাপ্তি', না কি রাজনীতির অপ্রত্যাশিত কোনও নতুন মোড়।

ইরানের দিকে যুদ্ধতরী ও যুদ্ধবিমান পাঠাল আমেরিকা, আকস্মিক সংঘাতের প্রস্তুতিতে ইজরায়েল

২৩ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে ফের ঘনীভূত হচ্ছে যুদ্ধের কালো মেঘ। এমন এক সময়ে, যখন মনে করা হচ্ছিল উত্তেজনা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়েছে, ঠিক তখনই পরিস্থিতি নতুন করে বিপজ্জনক মো। নিচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে ইরানে সামরিক হামলা চালাতে পারে আমেরিকা-এমন আশঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহলে। কারণ হিসেবে

উঠে আসছে ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক সামরিক তৎপরতা এবং ইজরায়েলের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর।বিশ্বস্ত সূত্র ও একাধিক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে আমেরিকা। একটি বিমানবাহী রণতরী, অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে মোতায়েন করা হয়েছে ইরানের কাছাকাছি অঞ্চলে। একই সঙ্গে ইজরায়েলও একটি আকস্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে খবর। সব মিলিয়ে, পুরো অঞ্চলটাই যে একটি বৃহত্তর সামরিক সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

সেন্টকম শক্তিশালী করছে ওয়াশিংটন- জানা গিয়েছে, আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড বা ' ক্ষমতা ও পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। এই কমান্ডই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক অভিযানের দেখভাল করে। তারই অংশ হিসেবে যুদ্ধবিমান এফ-১৫ই এবং বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনকে ইরানের আশপাশের জলসীমায় নিয়ে আসা হয়েছে। পাশাপাশি, আকাশপথে হামলা প্রতিরোধের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও আরও জোরদার করা হয়েছে। এই সামরিক মোতায়েন নিছক রুটিন মহড়া নয় বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা। তাঁদের মতে, এ ধরনের প্রস্তুতি সাধারণত তখনই নেওয়া হয়, যখন সংঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের বাতাসে এখন অনেকেই 'যুদ্ধের গন্ধ' পাচ্ছেন।

ইজরায়েলের আকস্মিক যুদ্ধ প্রস্তুতি- শুধু আমেরিকাই নয়, ইজরায়েলও নীরবে কিন্তু দ্রুত যুদ্ধপ্রস্তুতি সারছে। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, ইরান ঘিরে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইজরায়েল তাদের সামরিক বাহিনীকে উচ্চ সতর্কতায় রেখেছে। আকস্মিক হামলার সম্ভাবনা মাথায় রেখে বিমানঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্র ইউনিট এবং সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারি শুরু হয়েছে। ইরান-ইজরায়েল শত্রুতা নতুন কিছু নয়। তবে আমেরিকার সরাসরি জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা এই উত্তেজনাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ইরানে যদি আঘাত আসে, তবে তার প্রত্যাঘাত শুধু ইজরায়েলের দিকেই নয়-পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ইরানের কড়া হুঁশিয়ারি-এই আবহেই তেহরান স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-কোনও ধরনের হামলার পরিণতি হবে ভয়াবহ। ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত এলে তারা চুপ করে বসে থাকবে না। পাল্টা আঘাতে গোটা অঞ্চলকে যুদ্ধের আগুনে জড়িয়ে ফেলা হবে। ইরানের বক্তব্য, আমেরিকা বা তার মিত্ররা যদি সামান্যতম ভুল হিসেব করে, তবে তার জবাব এমন হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। এই হুঁশিয়ারির পর আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। ট্রাম্পের নীরবতা, জল্পনা তুঙ্গে- সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল-এই গোটা পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর এই নীরবতাই জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ অতীতে ট্রাম্প একাধিকবার ইরানের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিছুদিন আগেই পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আটশোর বেশি বিদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেও তা সাময়িকভাবে রদ করেছিল তেহরান। সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। এমনকি সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে বক্তৃতা করার সময়ও তিনি বলেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত স্থায়ী হলে হয়তো ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন পড়বে না।

কিন্তু ফের বদলাচ্ছে ছবিটা-সেই আশাবাদ খুব বেশি দিন টেকেনি। ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, খামেনেই-বিরোধী বিক্ষোভ দমন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্প আগেই বলেছিলেন, পরিস্থিতি যদি আরও খারাপের দিকে যায়, তবে আমেরিকাকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। এক সময় মনে হচ্ছিল, মৃত্যুদণ্ডের উপর স্থগিতাদেশ সেই সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা খুলে দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সামরিক তৎপরতা বলছে, সেই ধারণা ভুল ছিল। বরং এখন অনেকেই বলছেন-এগুলো যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৃহত্তর যুদ্ধের আশঙ্কা -যদি সত্যিই আমেরিকা ইরানে হামলা চালায়, তবে তা শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক সংঘাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে একাধিক গোষ্ঠী ও দেশের। লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন থেকে শুরু করে পারস্য উপসাগর- সবখানেই এর প্রভাব পড়তে পারে। তেলের বাজার থেকে শুরু করে বিশ্ব অর্থনীতি-সবই অস্থির হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই কূটনৈতিক মহল একে 'সিঁদুরে মেঘ' হিসেবে দেখছে। এখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি, কিন্তু লক্ষণগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। শেষ কথা-সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্য এখন এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে। আমেরিকার সামরিক মোতায়েন, ইজরায়েলের প্রস্তুতি এবং ইরানের হুঁশিয়ারি-তিনয়ে মিলে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে সামান্য ভুল পদক্ষেপই বড় যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। এখন প্রশ্ন একটাই-এই উত্তেজনা কি শেষ পর্যন্ত কূটনীতিতে থামবে, না কি মধ্যপ্রাচ্য ফের ঢুকে পড়বে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অন্ধকারে? উত্তর দেবে সময়ই।

ডিমাপুর-কোহিমা রেল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অব্যাহত

মালিগাঁও, ২৩ জানুয়ারিঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূণ´ডিমাপুর (ধনসিরি)-কোহিমা (জুবজা) নতুন রেললাইন প্রকল্পে ধারা বাহিক ভাবে অগ্রগতি সাধন করছে, যা প্রথমবারের মতো নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমার সাথে ন্যাশনাল রেলনেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করবে। এই প্রকল্পটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল যোগাযোগ জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ৭৮.৪২ কিলোমিটার, যা আসামের কার্বিআংলং জেলা এবং নাগাল্যান্ডের চুমুকেদিমাও কোহিমা জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এতে আটটি স্টেশন রয়েছে-ধনসিরি, ধনসিরিপার, শোখুভি, মলভোম, ফেরিমা, পিপেমা, মেঙ্গুজুমা এবং জুবুজা, যার মধ্যে ধনসিরি, শোখুভি এবং মলভোমের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এই রেলপথে জটিল প্রকৌশলগত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মোট ৩১,১৬৯মিটার দৈর্ঘ্যের ২০টি টানেল এবং ১৪৯টি মাইনর ব্রিজের পাশাপাশি ২৭টি মেজরব্রিজ, এবং এই পরিকাঠামোগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

অশান্তি এড়ানো গেল না দিনহাটা কলেজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ২৩ জানুয়ারি ঃ সরস্বতী পূজার দিনেও অশান্তি এড়ানো গেল না দিনহাটা কলেজে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলার জেরে কার্যত দিনহাটা কলেজে আশা বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ কে লাঠি উঁচিয়ে. তাড়া করল পুলিশ। শুক্রবার ছিল সরস্বতী পুজো। মহা ধুমধাম এর সাথে দিনহাটা কলেজ চত্বরেও হচ্ছিল সরস্বতী পুজো। সকাল থেকে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান চললেও বেলা গড়াতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলেজ চত্বর। যেখানে বহু মানুষ কলেজ মাঠে উপস্থিত হয়ে সরস্বতী পুজোর প্রাক ভ্যালেন্টাইনস উপভোগ করছিলেন ঠিক তখনই দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরে বাধ্য হয়ে পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে মাঠে থাকা বহু মানুষ পালিয়ে যায় দৌড়ে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইউআরপি এসপি-২৫-২৭, তারিখ ২১.০১.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়ায় ০২ (দুই) বছরের সময়সীমার জন্য বহিরাগত এজেন্সি দ্বারা কাজের চুক্তির মাধ্যমে (ক) ১১৫৬টি কনভেনশনাল, এলএইচবি এবং ডিইএমইউ ডিপিসি ও ট্রেলার কোচের পিওএইচ কালীন পেন্ট বুথের আগে বাইরের পৃষ্ঠ প্রস্তুত করা এবং (খ) ১১৫৬টি কনভেনশনাল, এলএইচবি এবং ডিইএমইউ ডিপিসি ও ট্রেলার কোচের শেষের দেওয়াল ও পাশের দেওয়ালের উভয় দিকের বহির্ভাগের মার্কিংয়ের স্ক্রিন প্রিন্টিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৯,৩৪,৬৭১.১৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি জমা ঃ** ২,০৯,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** শূন্য। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে ২১.০১.২০২৬ থেকে ১২.০২.২০২৬ তারিখের দুপুর ২টা পর্যন্ত টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০২ (দুই) বছর। **বিজ্ঞাপনের মেয়াদ ঃ** ২১.০১.২০২৬ থেকে ১২.০২.২০২৬ তারিখের দুপুর ২টা পর্যন্ত। **অফার জমার সময়সীমা ঃ** ১২.০২.২০২৬ তারিখের দুপুর ২টার ১৫ (পনেরো) দিন আগে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা বা তার পরে টেন্ডার খোলা হবে। (MISC-367/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

CHANGE OF NAME

I, Md Sanaul Hoque , my father's (Old Name)Md Siddique Hossain-resident ofDuisataBighi, Ps-Kaliachak,Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my father's name-fromMdSiddiqueHossain to Siddik-Miyaand henceforthmy father's name shall be known asSiddikMiya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary publicBerhamporecourt on22/01/2026.My father's nameSiddikMiya&MdSiddiqueHossainboth are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Jahangir Sekh, my father's(Old Name)Momin Sekh resident ofDuisataBighi, Ps-Kaliachak,Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my father's namefromMominSekh to JominSekhand henceforthmy father's name shall be known asJominSekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary publicBerhamporecourt on22/01/2026.My father's nameJominSekh&MominSekhboth are same and one identical person.

নামখানা ব্লকের রাজনগর স্কুলে উদ্বোধন হলো অডিটোরিয়াম স্বপ্ন কুঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা,নামখানা, ২৩ জানুয়ারি ঃ ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলে উদ্বোধন হল অডিটোরিয়াম স্বপ্ন কুঞ্জ। প্রত্যন্ত সু ন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র প্রধান স্মৃতি মঞ্চ স্বপ্ন কুঞ্জ এর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর কুমার পাত্র, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, প্রাক্তন শিক্ষক মদন মোহন গিরি ও অখিল কুমার দাস এবং বেনুধর গিরি, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবকুমার মন্ডল, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি শোভন সু ন্দর গিরি, গীতা রানী প্রধান, নীলাদ্রী কুন্ডু সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ২৩ শে জানুয়ারি উপলক্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক মদনমোহন

গিরি। একইসঙ্গে রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলের ভূমি দাতা বিশ্বম্ভর দিন্দার মূর্তিতে মাল্যদান করেন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অখিল কুমার দাস। এরপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর কুমার পাত্র সহ জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই এবং স্কুলের পরিচলন সমিতির সভাপতি শোভন সুন্দর গিরি। এরপর স্বপ্ন কুঞ্জ এর ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন প্রাক্তন শিক্ষক মদনমোহন গিরি। মূল মঞ্চে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র প্রধান স্মৃতি মঞ্চ এর ফলক উন্মোচন করেন উনার স্ত্রী গীতা রানী প্রধান। তারপর শুরু হয় অতিথিবরণ। বরণ পর্বের শেষে শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর পরে সেতারের সুর তুলে উদ্বোধনী সংগীত করলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর কুমার পাত্র।

সরস্বতী পূজায় ব্যতিক্রমী ভাবনা

প্রসেনজি দেবনাথ , পূর্বস্থলী,২৩ জানুয়ারিপূর্বস্থলী-১ ব্লকের জাহাননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাহাননগর কুমারাননন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে এবছর সরস্বতী পূজা বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উদযাপিত হচ্ছে। বিদ্যালয .কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর প্রতিমা ভারত মাতার আদলে নির্মাণ করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। দেশপ্রেম ও শিক্ষার মেলবন্ধনকে সামনে রেখে এই অভিনব ভাবনায় প্রতিমা সজ্জা করা হয়েছে।পাশাপাশি সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে পূজো মণ্ডপ জাতীয় সংগীতের বিভিন্ন দিক সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রদর্শনীতে জাতীয় সংগীতের ইতিহাস, রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম, ' মাতরম'-এর গুরুত্ব এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় সংগীতের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল মণ্ডল জানান, শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমকে যুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, এই ধরনের আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অভিনব ও শিক্ষামূলক আয়োজনে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

তারাপীঠ যাত্রা শুরুর আগেই শেষ! চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ট্রেনের চাকার নিচে প্রাণ গেল স্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি,২৩ জানুয়ারি ঃ ঃ তারাপীঠের মন্দিরে পুজো দেওয়ার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল স্বামী-স্ত্রীর। সংসারের ব্যস্ততার মাঝেও ধর্মীয় বিশ্বাস আর মানসিক শান্তির খোঁজে তাঁরা ঠিক করেছিলেন বীরভূমের তারাপীঠে গিয়ে মা তারার দর্শন করবেন। সরস্বতী পুজোর ছুটিকে কেন্দ্র করেই সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস-পুজোর আনন্দের যাত্রা যে এমন ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে শেষ হবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে ঘটে যায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃতার নাম অঞ্জনা ধর (বয়স ৪২)। তিনি জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন অরবিঃদ নগরের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছা ছিল স্বামী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তারাপীঠে গিয়ে পুজো দেওয়ার। ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে টানা ছুটির সুযোগ থাকায়-২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস, মাঝে শনি ও রবিবার-এই সময়টিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওই দিন সকালে হলদিবাড়ি রুটের জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে কলকাতাগামী একটি সুপারফাস্ট ট্রেনে ওঠার কথা ছিল তাঁদের। সেই ট্রেন ধরেই তারাপীঠ যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। পরিবারের একাধিক সদস্য একসঙ্গে রওনা দেওয়ার কথা থাকলেও, সময়ের সামান্য গরমিলই কাল হয়ে দাঁ।ায়।

সূত্রের খবর, স্বামী-স্ত্রী স্টেশনে পৌঁছতে কিছুটা দেরি করে ফেলেছিলেন। ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম ছাড়িছল ট্রেনটি। তাড়াহুড়োর মধ্যে দু'জনেই দৌড়ে ট্রেন ধরার চেষ্টা করেন। প্রথমে চলন্ত ট্রেনের দরজা ধরে স্বামীকে তুলতে সক্ষম হন অঞ্জনা। এরপর নিজেও ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই ঘটে যায় সর্বনাশ। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে তাঁর পা হড়কে যায়। ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ট্রেনের হাতল ধরে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেনের গতি আরও কিছুটা বেড়ে গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই প্লাটফর্ম ও ট্রেনের কামরার মাঝের ফাঁক গলে লাইনের উপর পড়ে যান অঞ্জনা ধর। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রেনের চাকা তাঁর শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে আতঙ্ক ছ।য়ে পড়ে গোটা প্লাটফর্মে। ট্রেনে থাকা যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আর্তনাদ করতে শুরু করেন। কেউ কেউ ছুটে আসেন সাহায্যের জন্য, কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। যাত্রীরা দ্রুত চেন টেনে ট্রেন থামান। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। রক্তাক্ত অবস্থায় ট্র্যাকের উপর পড়ে থাকতে দেখা যায় অঞ্জনার নিথর দেহ। মুহূর্তে পুজোর যাত্রা বদলে যায় শোকের ঘটনায়। স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীকে এভাবে হারানোর দৃশ্য যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না তিনি। প্লাটফর্মেই ভেঙে পড়েন । কান্নায় আছড়ে পড়েন শোকে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ. ও জিআরপি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। প্রাথমিকভাবে এটিকে দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে, তবে চলন্ত ট্রেনে ওঠার ঝুঁকি ও স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই দুর্ঘটনা আবারও প্রশ্ন তুলে দিল রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ত্যাডাহুড়োর মধ্যে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন।

বিশেষ ট্রেন চলাচল শালিমার এবং এনএসসিবি ইটোয়ারির মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩শে জানুয়ারিঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৮৮৭১ / ০৮৮৭২ এনএসসিবি ইটোয়ারি-শালিমার-এনএসসিবি ইটোয়ারি স্পেশালঃ০৮৮৭১ এনএসসিবি ইটোয়ারি-শালিমার স্পেশাল ট্রেনটি ২৬.০১.২০২৬ থেকে ০৯.০২.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ১৭ঃ১০ ঘটিকায় এনএসসিবি ইটোয়ারি থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১৪ঃ০০ ঘটিকায় শালিমারে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৮৭২ শালিমার-এনএসসিবি ইটোয়ারি স্পেশাল ট্রেনটি ২৭.০১.২০২৬ থেকে ১০.০২.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ১৮ঃ০০ ঘটিকায় শালিমার থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১৫ঃ৩৫ ঘটিকায় এনএসসিবি ইটোয়ারিতে পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন ঝাড়সুগুড়া, রাউরকেলা, চক্রধরপুর, টাটানগর, খড়গপুর এবং সাঁতরাগাছি স্টেশনে থামবে।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ের নামী, অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদারদের এবং সরকারি দপ্তর/সরকার অধিগৃহীত সংস্থার তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-সেলসেক-২৫-২৬-এলএলএইচ, তারিখ ২২.০১.২০২৬। কাজের নাম ঃ** এলএইচবি এবং ইএমইউ/এমইএমইউ কোচ ও বন্দে ভারত ট্রেনসেটের পিওএইচ-এর জন্য সেল সেকশনের সম্প্রসারণ, পরিবর্তন এবং সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৫,৭৮,৮০৩.৫৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১১,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **ক্রঃ নং (২)। টেন্ডার নং ঃ এইএন-শপ-আরডব্লুপি-২৫-২৬-এলএলএইচ, তারিখ ২২.০১.২০২৬। কাজের নাম ঃ** লিলুয়া ওয়ার্কশপে ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য বৃষ্টির জল থেকে সুরক্ষার পরিকাঠামো তৈরির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৬,০৪,৬৬১.১৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ১৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য এবং কোনো সংশোধনী থাকলে তা ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MISC-365/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৯৩, তারিখ ২২.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৪৩/২৫-২৬/সিএপি। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে অ্যাসেট রক্ষণাবেক্ষণ এবং ম্যানেজমেন্টের প্রেক্ষিতে সঠিক বিশ্লেষণের জন্য এসঅ্যান্ডটি/সিএনএল/শিয়ালদহের আপগ্রেডেশন এবং ডেটা লগার কন্সোলের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫৮,৮২,০৪০.০৯ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,২৯,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ০৪.০২.২০২৬। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ১৮.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ১৮.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps. gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড মডিফিকেশন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং সম্পর্কিত ডেটা লগার অথবা যেকোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজের সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ অথবা বর্তমান টেন্ডার কাজের জন্য অটোমেটিক সিগন্যালিংকে অনুরূপ ধরনের কাজ হিসাবে মনে করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-366/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সরস্বতী পুজোর সকালে সল্টলেকে ভয়ংকর দুর্ঘটনা, সংকটজনক ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২৩ জানুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর সকালে সল্টলেকের হাডকোর এলাকায় ঘটে গেল এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা। দ্রুতগতিতে আসা একটি চারচাকা গাড়ি প্রথমে পিষে দিল এক পথচারীকে। এরপর আরেকটু এগিয়ে গাড়িটি একটি গাছে ধাক্কা দেয় এবং পরপর আরও দুটি বাইকেও আঘাত করে। এতে মোট তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION *e*-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/7/0002
Name of work : **Improvement of drainage system and restoration of passage at 59H G.J. Khan Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,27,599.96.** Earnest Money : **Rs.6,600.00.** Period of Completion : **45 Days.**

2. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/7/0003
Name of work : **Improvement of passage by providing paver block at 48 G.J. Khan Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,42,338.72.** Earnest Money : **Rs.8,900.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/34/0002
Name of work : **Enlargement of drainage system and restoration of passage near 10A Topsia 2nd Lane and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,12,479.15.** Earnest Money : **Rs.8,300.00.** Period of Completion : **45 Days.**

4. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/34/0004
Name of work : **Improvement of passage from 6 No Topsia 2nd Lane to 12 No Topsia 1st Lane and surrounding in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,97,842.99.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

5. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/36/0003
Name of work : **Improvement of Road and passage by providing paver block at 11S to 8J, 11N, 11N/1 Topsia 2nd Lane and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,57,735.81.** Earnest Money : **Rs.9,200.00.** Period of Completion : **45 Days.**

6. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/48/0003
Name of work : **Improvement of drainage system at 67 Sridhar Roy Road and etc.in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,718.94.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

7. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/55/0003
Name of work : **Enlargement of drainage system and restoration of passage at 31 Topsia Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,601.32.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

8. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/55/0004
Name of work : **Laying of new Kerb and Channel near 32 Topsia Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,226.78.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

9. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/57/0003
Name of work : **Improvement of Kerb and Channel from 35/1A to 35/1J Topsia Road in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,71,689.82.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **30 Days.**

10. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/57/0004
Name of work : **Enlargement of draiange system and restoration of passage from 35/3/1 to 35/3 Topsia Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,73,408.68.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **45 Days.**

11. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/62/0002
Name of work : **Improvement of drainage system near 25 Kustia Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,98,052.88.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

12. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/63/0003
Name of work : **Improvement of Kerb and Channel near 30/7 to 30/20 Raicharan Ghosh Lane in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,79,638.90.** Earnest Money : **Rs.3,600.00.** Period of Completion : **30 Days.**

13. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/66/0002
Name of work : **Improvement of drainage system and other allied works near 93 P.G. Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,44,432.04.** Earnest Money : **Rs.8,900.00.** Period of Completion : **45 Days.**

14. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/67/0002
Name of work : **Improvement of drainage system and other allied works near 1A/1, 1A/10A, 1A/36 Kustia Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,97,956.08.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

15. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/73/0004
Name of work : **Enlargement of drainage system and restoration of passage near 42A/2 Topsia Road and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,38,787.36.** Earnest Money : **Rs.4,800.00.** Period of Completion : **30 Days.**

16. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/75/0002
Name of work : **Improvement of draiange line and restoration of passage from 9 to 14 Tiljala Lane and etc. in Ward -66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,96,272.57.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

17. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/75/0002
Name of work : **Improvement of draiange system near 4 No Tiljala Lane in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,96,765.73.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

18. NIT NO. : KMC/VII/066/APAS/01/149/77/0003
Name of work : **Improvement of draiange system near 47 Tiljala Lane and etc. in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,97,320.82.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

19. NIT NO. : KMC/VII/67/APAS/1/149/121/2
Name of work : **Construction & repairing of latrne at 8, 8A, B.D.M. Bari Lane & it's surrounding in Ward-67.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,49,969.86.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

20. NIT NO. : KMC/VII/67/APAS/1/149/134/4
Name of work : **Construction & repairing of latrne at 82, 103, K.N. Sen Road & it's surrounding in Ward-67.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,49,928.64.** Earnest Money : **Rs.3,200.00.** Period of Completion : **45 Days.**

21. NIT NO. : KMC/VII/67/APAS/1/149/139/3
Name of work : **Protection of road by construction of Wall, Fencing Work & other Ancillary Civil Work at 133, Swinhoe Lane in Ward-67.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,822.87.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

22. NIT NO. : KMC/VII/063/APAS/01/159/1/0003
Name of work : **Improvement of drainage system 3A to 3C Chowringhee Lane in Ward-63.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,269.06.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

23. NIT NO. : KMC/VII/063/APAS/01/159/06/0001
Name of work : **Repairing of footpath with Painting of Kerb at Ripon Street in Ward-63.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,395.48.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

24. NIT NO. : KMC/VII/063/APAS/01/159/06/0002
Name of work : **Repairing of footpath with Painting of Kerb at KYD Street in Ward-63.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,871.56.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

25. NIT NO. : KMC/VII/063/APAS/01/159/09/0002
Name of work : **Repairing of paver block passage at 7,9,11 Syed Ismile Lane and its surrounding in Ward-63.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,920.18.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

26. NIT NO. : KMC/VII/063/APAS/01/159/09/0003
Name of work : **Construction of New Toilets at 4 No Syed Ismile Lane in Ward-63.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,49,798.97.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

27. NIT NO. : KMC/VII/063/APAS/01/159/15/0002
Name of work : **Repairing of footpath with painting of Kerb at Middleton Row in Ward-63.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,456.85.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

28. NIT NO. : KMC/VII/063/APAS/01/159/22/0002
Name of work : **Repairing of footpath at 9/1 AJC Bose Road to Benjamin Moulise Square in Ward-63.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,543.43.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

29. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/122/0003
Name of work : **Repairing of drainage line and passage at 41, 36/1, 41/6 Bright Street and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,49,630.91.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

30. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/124/0003
Name of work : **Repairing of footpath at 38, 41 Shamsul Huda Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,539.41.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

31. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/124/0004
Name of work : **Repairing of Bathroom and other Civil Works at 38, 40 Shamsul Huda Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,618.14.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

32. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/126/0003
Name of work : **Improvement of passage at 159/3,134 Tiljala Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,97,369.95.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

33. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/127/0003
Name of work : **Improvement of passage at 219, 210, 168 Tiljala Road and surroundings in Ward -65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,97,391.61.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

34. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/135/0003
Name of work : **Improvement of passage at 120, 114 Tiljala Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,96,609.16.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

35. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/140/0003
Name of work : **Repairing of passage and footpath at 13D, 13 C.K. Lane and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,98,834.53.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

36. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/141/0003
Name of work : **Repairing of Bathroom and other Civil Works at 5/1 C.K. Lane and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,169.76.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

37. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/144/0003
Name of work : **Repairing of Drainage System at 28, 36, 41 Bright Street and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,977.18.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

38. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/144/0004
Name of work : **Improvement of passage at 62A, 72 Beck Bagan Row and etc. in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,49,951.55.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

39. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/145/0002
Name of work : **Repairing of passage at 4,6, 14 Shamsul Huda Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,720.85.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

40. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/145/0003
Name of work : **Improvement of bathing platform at 10, 14 Shamsul Huda Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,88,675.23.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.** Period of Completion : **30 Days.**

41. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/147/0003
Name of work : **Improvement of bathing platform at 67,53 Bright Street and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,49,551.25.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

42. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/148/0003
Name of work : **Improvement of bathing platform at 16 Shamsul Huda Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,00,024.34.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

43. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/152/0001
Name of work : **Repairing of passage at 7, 7C MO Lane and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,49,958.71.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

44. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/154/0002
Name of work : **Repairing of footpath at 9,6 Mayfair Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,49,857.40.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

45. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/155/0003
Name of work : **Repairing of passage at 59 Palm Avenue and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,83,952.44.** Earnest Money : **Rs.5,700.00.** Period of Completion : **30 Days.**

46. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/157/0002
Name of work : **Repairing of drainage system and restoration work at 23 Palm Avenue and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,49,877.46.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

47. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/159/0002
Name of work : **Repairing of passage at 42A B.B.B Sarani, 42H/12 Palm Avenue and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,95,012.75.** Earnest Money : **Rs.5,900.00.** Period of Completion : **30 Days.**

48. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/162/0003
Name of work : **Repairing of passage at 10/C Kustia Road, 26 Kustia Road and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,855.84.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

49. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/170/0003
Name of work : **Repairing of footpath at 25, 40 Broad Street and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,612.24.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

50. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/172/0001
Name of work : **Repairing of Bathroom at 64H/5, 42/1 Broad Street and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,759.99.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

51. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/172/0002
Name of work : **Repairing drainage system and passage at 64H/3, 64H/5 Broad Street and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,49,719.03.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

52. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/173/0002
Name of work : **Maintenance of drainage system at 9/1 Baman Para Lane and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,49,891.66.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

53. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/174/0002
Name of work : **Repairing of drainage system and passage at 29 Palm Avenue and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,937.67.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

54. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/175/0001
Name of work : **Repairing of Bathroom, Latrine at 29A/H/27, 29A/H/28 Palm Avenue and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,46,769.06.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

55. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/176/0003
Name of work : **Repairing of drainage system and restoration work at 29A/H/40 Palm Avenue and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,762.27.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

56. NIT NO. : KMC/VII/065/APAS/01/161/179/0001
Name of work : **Maintenance of drainage system at 28/2, 28 Old Ballygunge 2nd Lane and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,96,086.10.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

57. NIT NO. : KMC/VII/56/APAS/01/163/91/0003
Name of work : **Construction of passage at 48/6/1A, R.N.C Road & surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,96,870.16.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

58. NIT NO. : KMC/VII/56/APAS/01/163/107/0001
Name of work : **Improvement of drain line & restoration of passage at 5/H/14, 5/H/17, 5/H/18 Convent Lane & its surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,420.93.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

59. NIT NO. : KMC/VII/56/APAS/01/163/108/0001
Name of work : **Repairing of passage & some other Ancillary Civil Works at 4/1E, 7C, 4/H/9 Convent Lane & its surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,98,674.59.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

60. NIT NO. : KMC/VII/56/APAS/01/163/108/0002
Name of work : **Improvement of sewer lien & restoration work at 4/1F, Convent Lane & its surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,882.70.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

61. NIT NO. : KMC/VII/56/APAS/01/163/109/0002
Name of work : **Improvement of sewer line & restoration work at 4H/2, 4/1, Convent Lane & its surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,657.68.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

62. NIT NO. : KMC/VII/67/APAS/1/149/129/2
Name of work : **Repairing of Latrine and other Ancillary Civil Work at 49, B.B. 2nd Lane & it's surrounding in Ward-67.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,49,895.23.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

63. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/131/0001
Name of work : **Repairing of Sewer Line and its restoration at 41, Pulin Khatic Road near Rail Bridge and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,866.33.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

64. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/131/0002
Name of work : **Repairing of Boundary Wall and other Ancillary Civil Work at 40/1 Tangra Housing in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,869.09.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

65. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/135/0001
Name of work : **Repairing of Sewer Line and its restoration at 35, Pulin Khatic Road and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,29,776.98.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

66. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/135/0002
Name of work : **Repairing of Patch Work of passage at 35, Pulin Khatic Road & it's surrounding Area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,604.62.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

67. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/136/0001
Name of work : **Repairing of sewer line and its restoration at 2, 12, Chingrighata Lane and its surrouding area in Ward - 58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,19,810.89.** Earnest Money : **Rs.6,500.00.** Period of Completion : **60 Days.**

68. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/136/0002
Name of work : **Repairing of Patch Work of passage at 2, 12, Chingrighata Lane and it's surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,604.62.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

69. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/137/0001
Name of work : **Repairing of Patch Work of passage at 36, Pulin Khatic Road & it's surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,604.62.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

70. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/138/0001
Name of work : **Repairing of Patch Work of passage at 361/1, Pulin Khatic Road & it's surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,604.62.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

71. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/139/0001
Name of work : **Enlargement of sewer line and its restoration at 38/C, Tangra Road and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,79,736.15.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

72. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/139/0002
Name of work : **Repairing of Patch Work of passage at 38/C, Tangra Road & it's surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,59,838.76.** Earnest Money : **Rs.3,200.00.** Period of Completion : **60 Days.**

73. NIT NO. : KMC/VII/67/APAS/1/149/141/3
Name of work : **Maintenance of latrine and other Ancillary Work at 9B, 19, Dharmatala Road in Ward-67.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,782.14.** Earnest Money : **Rs.4,200.00.** Period of Completion : **45 Days.**

74. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/142/0001
Name of work : **Maintenance of drainge system at 10 Atal Sur Road and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,74,986.13.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **45 Days.**

75. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/153/0002
Name of work : **Repairing of passage disturbed due to laying of sewer line at Debendra Chandra Dey Road and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,679.63.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

76. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/181/0002
Name of work : **Repairing of sewer line and its restoration at 8, Gobinda Khatic Road and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,965.54.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

77. NIT NO. : KMC/VII/58/APAS/01/163/187/0001
Name of work : **Repairing of Patch Work of passage at 19, Gobinda Khatic Road & it's surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,965.45.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **31.01.2026 upto 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 76).** Tender will be opened on **02.02.2026 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 77).** The Bid forms and other details are available on and from **24.01.2026 at 3 p.m. (for Sl.No. 1 to 77)** from the Website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app (for Sl.No.1 to 77).**

2050 / 25-26

সুদীপের ২০০, শামি-আকাশ-সুরজের আগুনে বোলিং

সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বড় লিড নেওয়ার পথে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২৩ জানুয়ারিঃ কল্যাণীর এই ম্যাচ সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ছিল প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ। এবার রনজির শুরুটা বেশ ভালো করেছিলেন তিনি। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই খেলেন ৯৮ রানের একটা

ঝকঝকে ইনিংস। তবে পরের গুজরাত ম্যাচে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে যান এই বঙ্গ ব্যাটার। সেই সুদীপ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম দ্বিশতরান হাঁকালেন। বাংলা গড়ল ৫১৯ রানের পাহাড়। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ১২৬ রানে ৮ উইকেট খুইয়ে ধুঁকছে সার্ভিসেস। জিতলেই রনজির নকআউটে পা রাখবে দল। এই মানসিকতা নিয়েই নেমেছেন বাংলার ক্রিকেটাররা। বৃহস্পতিবার টসে জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠায় সার্ভিসেস অধিনায়ক রজত পালিওয়াল। এই সিদ্ধান্ত কার্যত বুমেরাং হয়ে যায় তাদের কাছে। ৪ উইকেটে ৩৪০ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করে বাংলা প্রথমেই সুমন্ত গুপ্তর (৩৬) উইকেট হারায়। এরপর শাকির গান্ধীকে (৯১) নিয়ে ১৪৭ রানের জুটি গড়েন সুদীপ। তাঁর ৩২৭ বলে ২০৯ রানের ইনিংসটিতে ছিল ইনিংসে ১৮ চার ও একটি ছক্কা। যখন সাজঘরে ফিরছেন, স্কোর বোর্ডে ৪৯২ রান। তবে লোয়ার অর্ডারের ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৯ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেন শাকির। ৯১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। আকাশ দীপ (১), সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (১), মহম্মদ শামি (৬), মুকেশ কুমাররা (০) রান পান পাননি। বাংলা শেষ পর্যন্ত ৫১৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। সার্ভিসেসের হয়ে বিনীত ধনকর নেন ৩ উইকেট। অর্জুন শর্মার শিকার ২ উইকেট। অমরজি সিং, জয়ন্ত গোয়াত, আদিত্য দীপক কুমার ভাগ করে নেন একটি করে উইকেট। জবাবে শুরুটা অবশ্য খারাপ করেনি সার্ভিসেস। শুভম রোহিলা এবং গৌরব কোচারের (৯) ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৪১ রান। সার্ভিসেসকে প্রথম ধাক্কা মহম্মদ শামির। তাঁর বলে কার্যত ঠকে ক্লিন বোল্ড গৌরব। এরপর ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে তারা। মুহূর্তের মধ্যে ৫৪ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় তাদের। সাতে নামা নকুল শর্মা (৩২) করেন সর্বোচ্চ রান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শুভমের (৩০)। দিনের শেষে সার্ভিসেসের রান ৮ উইকেটে ১২৬। আকাশদীপ ও সুরজ পেয়েছেন ৩টি করে উইকেট। শামির শিকার ২ উইকেট নিয়েছেন। এখনও ৩৯৩ রানে পিছিয়ে সার্ভিসেস। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে প্রথম ইনিংসে হয়তো বড় লিড পেতে চলেছে বাংলা।

সন্তোষে টানা জয় বাংলার

বাংলা - ১ (নরহরি)
উত্তরাখণ্ড - ০

শিলাপাথার, ২৩ জানুয়ারিঃ নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার গোলের দুরন্ত জয় দিয়ে সন্তোষ ট্রফির মূলপর্ব শুরু করেছিল বাংলা। এই ম্যাচে গোড়ালিতে হালকা চোটের কারণে প্রথম এগারোয় ছিলেন না বাংলার আক্রমণভাগের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার উত্তম হাঁসদা। তবে সঞ্জয় সেনের চালেই উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নরহরি শ্রেষ্ঠার শেষ মুহূর্তের গোলে জয় পেল বাংলা। এই ম্যাচে নামার আগে উত্তমের চোট ছাড়া বাংলার দু'টি চিন্তা ছিল। প্রথমত, উত্তরাখণ্ডের লম্বা থ্রো। যদিও তাদের প্রথম ম্যাচের ভিডিও দেখে পরিকল্পনা ছকে রেখেছিলেন। ছেলেদের বুঝিয়েছিলেন, নিজেদের অর্ধে উত্তরাখণ্ডের লম্বা থ্রো'র সময় সতর্ক থাকতে হবে। তাছাড়াও বিপক্ষের ধ্বংসাত্মক ফুটবলের সময় সাবধান থাকতে হবে। দ্বিতীয় চিন্তাটা আগের ম্যাচের মতোই 'কমন'। ম্যাচের দিন হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে পাঁচ ঘণ্টা যাওয়া আসার ক্লান্তির বিষয়টি। প্রথম ম্যাচের ক্লান্তিকে 'ক্ষমা' করে উত্তরাখণ্ডকে পরাস্ত করল বঙ্গ ব্রিগেড। উত্তম ছাড়া প্রথম একাদশে পরিবর্তন আনেননি বাংলা কোচ। মনে করা হয়েছিল বহু যুদ্ধের নায়ক নরহরি প্রথম একাদশে থাকবেন। অনেকটা অবাক করেই কোচ সঞ্জয় সেন তাঁকে প্রথম এগারোয় রাখেননি। হয়তো তুরুপের তাস আড়ালে রেখেছিলেন। সেই নরহরিই পরিবর্ত হিসাবে নেমে বিশ্বমানের গোলে বাজিমাত করলেন। যদিও নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়া উত্তরাখণ্ড বাংলার বিরুদ্ধে যথেষ্ট উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দিল। কিন্তু যে দলের কোচের ভূমিকায় সঞ্জয় সেন, সেই দল যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধেও গোল পেতে কালঘাম ছোটাতে হল দুই দলকেই। গোলের একাধিক সুযোগ পেলেও কিছুতেই ডেডলক ভাঙেনি। একটা সময় যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচটা ড্রয়ের দিকেই যাচ্ছে, ঠিক তখন সংযুক্তি সময় (৯০৬ মি.) ডেডলক ভাঙেন নরহরি। তাঁর গোলেই পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে বঙ্গ ব্রিগেড।

লাল কার্ড দেখে মেজাজ হারালেন

ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স থেকে ছিটকে গেলেন পি ভি সিন্ধু

সংবাদ সংস্থা, জাকার্তা, ২৩ জানুয়ারিঃ ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স ৫০০ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু। টুর্নামেন্টের টপ বাছাই চেন ইউ ফেইয়ের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে হেরেন গেলেন তিনি। ১৩-২১, ১৭-২১ এ চিনের শাটলারের কাছে হারলেন তিনি। এই হারের সঙ্গে যোগ হলো তাঁর লাল কার্ড। ম্যাচে তিনি একবার হলুদ কার্ড ও একবার লাল কার্ড দেখেন। কার্ড দেখে চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। জাকার্তায় কোর্ট ওয়ানে পিভি সিন্ধু বনাম চেন ইউ ফেইয়ের মধ্যে লড়াইয়ে মশলার অভাব ছিল না। দ্বিতীয় গেমে সিন্ধুকে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। এর পর লাল কার্ড দেখার পর তিনি মেজাজ হারান। যখন তিনি কার্ড দেখেন তখন সিন্ধু ১২-১৭ তে পিছিয়ে ছিলেন। সিন্ধু মেজাজ হারিয়ে চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে রেফারিকে আসরে নামতে হয়। তবে লাল কার্ড দেখলেও সিন্ধু ছন্দ হারাননি। তিনি লাল কার্ড দেখে আরও তেতে ওঠেন ও স্কোরটা নিয়ে যান ১৭-১৮ তে। এক পয়েন্ট পিছিয়ে থাকেন চেন-এর থেকে। কিন্তু এই এক পয়েন্ট পিছিয়ে থাকলেও সিন্ধু পরের দিকে আর সেটা ধরে রাখতে পারেননি। ম্যাচে প্রথম গেমটা চেন-এর পক্ষে এক পেশে হয়। ২১-১৩ তে জেতেন তিনি। সিন্ধুর ব্যাকহ্যান্ডে একের পর এক হাফ স্ম্যাশ মারতে থাকেন চেন ইউ। এই সেকেন্ড গেমেও ছবিটা একই ছিল। সিন্ধু নেটের কাছাকাছি থেকে শুরু করেন। তিনি একের পর এক ক্রস কোর্টে আক্রমণ করে শুরুতে এগিয়ে যান। তাঁর ক্রস কোর্ট আক্রমণ সামলাতে পারেননি তাঁর চিনা প্রতিপক্ষ। সিন্ধুর অধিকাংশ শট ছিল

আক্রমণগুলো সামলাতে সিন্ধুকে বেশ বেগ পেতে দেখা যায়। সিন্ধু একটা সময় পাল্টা লড়াই করে স্কোরটা ৮-১১ তে নিয়ে যান। কিন্তু এর পর চিনা প্রতিপক্ষ আক্রমণের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। তিনি একের পর এক স্ম্যাশ দিতে থাকেন। সিন্ধু অধিকাংশ স্ম্যাশের কাছে পৌঁছতে পারছিলেন না। ফলে দ্রুত হার মানতে হয় প্রথম গেমে। চিনা প্রতিপক্ষের নাগালের বাইরে। কিন্তু মোমেন্টাম সিন্ধুর বিপক্ষে চলে যায় যখন তিনি দুটো রিভিউ হারান। দুটো রিভিউ হারানোর পর সিন্ধু মেজাজ হারান। ততক্ষণে সিন্ধুর কাছে কোনও রিভিউ ছিল না। এতে তিনি চেয়ার আম্পায়ারের উপর মেজাজ হারান ও হলুদ কার্ড দেখেন। এর পর তিনি সময় নষ্ট করার জন্য লাল কার্ড দেখেন।

বড় ধাক্কা খেল সিএসকে, চোট পেলেন ১৪.২০ কোটির প্লেয়ার

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২৩ জানুয়ারিঃ আইপিএল-এর মিনি নিলামে একাধিক রেকর্ড হয়েছে। যারমধ্যে একটায় রয়েছেন প্রশান্ত বীর। চেন্নাই সুপার কিংস ১৪.২০ কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে। তিনি হলেন প্রথম প্লেয়ার যিনি আনক্যাপড হিসেবে আইপিএল নিলামে এই বিপুল টাকা পেলেন। এ বার তাঁকে নিয়ে ধাক্কা খেল চেন্নাই সুপার কিংস। রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোট পেলেন তিনি। রঞ্জি ট্রফিতে উত্তর প্রদেশের হয়ে লখনৌতে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন প্রশান্ত বীর। সেখানে তিনি কাঁধে চোট পান। যার ফলে তাঁর আইপিএল খেলাটা প্রশ্নের মুখে পড়ল। ম্যাচের প্রথম দিনের ৩০ ওভারের সময়ে ঘটনাটি ঘটে। ফিল্ডিং করছিল উত্তর প্রদেশ। ঝাড়খণ্ডের ব্যাটার শিখর মোহন মিড অফের দিকে একটি শট নেন। তাঁর শট আটকানোর জন্য প্রশান্ত বীর ডাইভ দেন। তিনি বলটা আটকালেও তাঁর ল্যান্ডিং ঠিকমতো হয়নি। তিনি ডান কাঁধের উপর পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ফিজিও মাঠে প্রবেশ করেন। ব্যথা

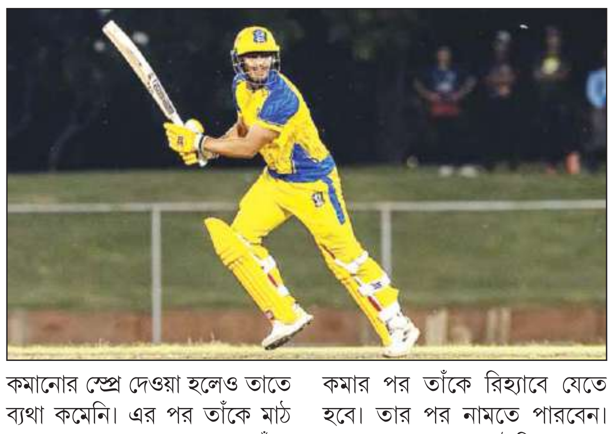

কমানোর স্প্রে দেওয়া হলেও তাতে ব্যথা কমেনি। এর পর তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় স্ক্যানের জন্য। রিপোর্টে প্রকাশ, গ্রেড ২ চোট পেয়েছেন তিনি। যার ফলে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকবেন তিনি। খারাপ সময়ে চোট পেলেন তিনি। আইপিএল শুরু হতে আর দু'মাস বাকি। তিন সপ্তাহ পর চোট কমার পর তাঁকে রিহ্যাবে যেতে হবে। তার পর নামতে পারবেন। মনে করা হচ্ছে আইপিএল-এর আগে তিনি ফিট হতে পারবেন না এবং তাঁকে কয়েকটা ম্যাচ বাইরে থাকতে হতে পারে।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার অ্যাডাম মিলনে

সংবাদ সংস্থা, কেপটাউন, ২৩ জানুয়ারিঃ বিশ্বকাপ শুরুর আগে আর মাত্র সপ্তাহ দুয়েক। ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বড় ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড শিবির। চোটের কারণে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা পেসার অ্যাডাম মিলনে। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আরেক পেসার কাইল জেমিসনকে। দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ টি২০-এ সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পান মিলনে। এমআই কেপটাউনের বিরুদ্ধে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লাগে তাঁর। পরবর্তী স্ক্যানে চোটের মাত্রা গুরুতর ধরা পড়ায় বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন ৩১ বছর বয়সি এই পেসার। চলতি টি২০-তে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন মিলনে। ৮ ম্যাচে ৭.৬১ ইকনমি রেটে নিয়েছিলেন ১১টি উইকেট। ফলে তাঁর ছিটকে যাওয়া কিউয়ি বোলিং আক্রমণে বড়সড় শূন্যতা তৈরি করল। তবে বদলি নির্বাচন নিয়ে খুব বেশি ভাবতে হয়নি নিউজিল্যান্ড নির্বাচকদের। বর্তমানে ভারতের মাটিতে দলের সঙ্গে থাকা কাইল জেমিসনকেই মিলনের পরিবর্ত হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্বকাপের আগে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আলাদা প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়বে না জেমিসনের। মিলনের চোট নিয়ে আক্ষেপ লুকোননি নিউজিল্যান্ডের কোচ রব ওয়াল্টার। তিনি বলেন, ''অ্যাডামের জন্য আমরা সবাই ভীষণ হতাশ। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ও নিজেকে পুরোপুরি নিংড়ে দিয়েছিল। টি২০-তে ওকে সেরা ছন্দে দেখা গিয়েছে। এই চোটটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা ওর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'' একইসঙ্গে জেমিসনকে নিয়ে আশাবাদী কিউয়ি কোচ। ওয়াল্টার জানান, ''এই সফরে আমাদের পেস বোলিং ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাইল। ও খুব পরিশ্রমী এবং অভিজ্ঞ। বিশ্বকাপে দলের জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'' উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ম্যাট হেনরি ও লকি ফার্গুসন বিশ্বকাপ চলাকালীন পিতৃত্বকালীন ছুটিতে যেতে পারেন বলে আগেই জানিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সেই কারণেই জেমিসনকে ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছিল। মিলনের ছিটকে যাওয়ায় এবার পাকাপাকিভাবেই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ঢুকে পড়লেন তিনি। যদিও ভারতের বিরুদ্ধে নাগপুরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জোড়া উইকেট নিলেও চার ওভারে ৫৪ রান খরচ করেছিলেন জেমিসন। তবু অভিজ্ঞতা ও উচ্চতা-নির্ভর বাউন্সে বিশ্বকাপে তিনি কিউয়িদের বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন বলেই মনে করছে নিউজিল্যান্ড শিবির।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বয়কটের নেপথ্যে কি ভূরাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ?

নিজস্ব প্রতিবেদন

সামনে একটা কারণ দর্শানো হচ্ছে ঠিকই। মুস্তাফিজুর রহমানকে অনৈতিকভাবে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। নির্দেশ এসেছে উপরমহল, বিসিসিআই থেকে। যার জেরে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাংলাদেশি পেসারকে মিনি নিলামে কিনেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক টেনশন চলছিল। মুস্তাফিজুর-ইস্যু বিতর্কে নতুন ইন্ধন জোগান দেয়। যার জেরে বেঁকে বসে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআইয়ের এই ছাঁটাইয়ের 'মুভ' ছিল লোভনীয় ফুলটস। হাঁকিয়ে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাতে দেরি করেনি বিসিবি। সাফ সাফ জানানো হয়-সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানাপড়েনের পরিস্থিতিতে টিমকে ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে পাঠানো ঠিক 'নিরাপদ' নয়! ফলে ভেন্যু বদলাতে হবে। ভারতে নয়, ময়দান হতে পারে শ্রীলঙ্কা। ঠিক যে হাইব্রিড মডেল ইদানীং ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হচ্ছে, সেটাই লাগু হোক। অসুবিধে নেই। আমল দেয়নি আইসিসি। জমে ওঠে বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন ও বাতিলের যুগপ খেলা! ভারতকে কেন্দ্র করে আইসিসি-বিসিবি-পিসিবি-র ত্রিমুখী চক্র ঘুরপাক খেতে থাকে। সত্যি বলতে, বাংলাদেশের টি-২০ বিশ্বকাপ বয়কট-এই ঘটনাকে যদি কেউ নিছক 'ক্রিকেটীয় ক্ষোভ' বলে উড়িয়ে দেন, তাহলে ছবির অর্ধেকও তাঁর নজরে আসেনি। আসলে এই বয়কটের কেন্দ্রে আছে দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ভূরাজনীতির জটিল পালাবদল, ক্ষমতার নতুন ভারসাম্য। মুস্তাফিজুর রহমান ইস্যু ছিল কেবল স্ফুলিঙ্গ। আগুন বহুদিন ধরেই জমছিল। বিসিবির বক্তব্যের মুখ্য শব্দটি 'নিরাপত্তা'। প্রশ্ন উঠেছে-ভারতের মতো দেশে, যেখানে নিয়মিত আন্তর্জাতিক সিরিজ হয়, সেখানে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে হঠাৎ এত উদ্বেগ কেন? উত্তর লুকিয়ে আছে দুই স্তরে। প্রথমত, আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে 'উপরমহলের নির্দেশে' বাদ দেওয়ার বার্তাটি ঢাকায় নেওয়া হয়েছে অসম্মানের প্রতীক হিসেবে। যদি একটি ঘরোয়া লিগে একজন বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক তারকার নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করা না যায়, তবে জাতীয় দল নিয়ে কীভাবে আশ্বাস দেওয়া হবে-এই সওয়াল রাজনৈতিকভাবে সত্যিই শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে ধর্মীয় উত্তেজনা ও বিদেশি খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে হুমকির কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঢাকার কূটনৈতিক ফাইলকে ভারী করেছে। এখানেই 'নিরাপত্তা' যুক্তি হয়ে উঠেছে ক্রীড়া-কূটনীতির পোক্ত ঢাল।

এমনিতেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে থাকা মহম্মদ ইউনূসের জমানায় অতীতে যে অবস্থান নিতে বাংলাদেশ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, এখন তা নিতে সাহসী। বার্তা স্পষ্ট-বাংলাদেশ ক্রিকেট আর 'জুনিয়র পার্টনার' হয়ে চলবে না। আইসিসির ভেতরে ভারতের প্রভাব (বিগ থ্রি কাঠামো) প্রশ্নাতীত-এমন ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করাই নতুন কৌশল। তাই আইসিসির ১৪-২ ভোটে ভেন্যু বদলের প্রস্তাব খারিজ হলেও, ঢাকার সংকেত পৌঁছে গেছে-আলোচনা, দরাদরির টেবিলে তারা আর নীরব সদস্য নয়! আইসিসির অবস্থান আনুষ্ঠানিকভাবে 'লজিস্টিক ও কমার্শিয়াল কমিটমেন্ট'। শেষ মুহূর্তে ভেন্যু বদল মানে সম্প্রচার, স্পনসরশিপ, টিকিটিং-সবকিছুর পুনর্বিন্যাস। যুক্তি অস্বীকার্য। কিন্তু এখানেই সমস্যা-ক্রিকেট প্রশাসন কি কেবল ব্যবসা দেখবে, নাকি সদস্য দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতাকেও আমলে নেবে? রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার নজির দেখিয়ে অনেকের প্রশ্ন-তখন নৈতিকতা বিবেচনায় এসেছিল, এখানে কেন নয়? আইসিসির ভেতরের এই দ্বিচারিতা বাংলাদেশকে আরও অনমনীয় করে তুলেছে। সমীকরণে পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সাম্প্রতিক সময় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে 'হাইব্রিড মডেল' অনুসৃত হয়েছে। পাকিস্তান নিজ দেশে ভারতকে নামাতে না পারলেও, নিজেদের ম্যাচ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলিয়েছে। বাংলাদেশ এই নজিরকে সামনে এনে বলছে-যদি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়, আমাদের ক্ষেত্রে কেন নয়? আসলে পর্দার আড়ালে, ঢাকায়-ইসলামাবাদে বোঝাপড়া বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেট রাজনীতিতে একক আধিপত্যের বিপরীতে 'সংঘবদ্ধ চাপ' তৈরি করাই এই অক্ষের মূল লক্ষ্য। আগুনে ঘি ঢেলেছে ভারতের গণমাধ্যমের একাংশ। যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' ন্যারেটিভকে জোরালো করেছে। ঢাকার পাল্টা যুক্তি-এটি রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশল। ইউনূস প্রশাসন আন্তর্জাতিক ফোরামে তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছে, যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং খেলাধুলাকে রাজনৈতিক প্রচারের অস্ত্র করা হচ্ছে। আর এখানেই 'সফট পাওয়ার' হয়ে উঠেছে ক্রিকেট। দিনের শেষে বিশ্বকাপ বয়কট মানে খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফি, বোনাস, অভিজ্ঞতা-সবকিছুর ক্ষতি। বিসিবির এক সিনিয়র কর্তার 'ক্ষতি বড় কথা নয়'। এই মন্তব্যে সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমর্থন পেলে বোর্ডের হিসেব বদলায়। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার-বোর্ডের এক সুরে বার্তা-জাতীয় মর্যাদা আর সার্বভৌম অবস্থান আর্থিক ক্ষতির ঊর্ধ্বে। আইসিসির আল্টিমেটাম-ভারতে খেলুন, না হলে বদলি টিম খোঁজা হবে (স্কটল্যান্ড সম্ভাব্য)-সংকটকে 'পয়েন্ট অব নো রিটার্নে' ঠেলে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কা বিকল্প ভেন্যু হিসেবে যুক্তিযুক্ত-নিরাপত্তা, লজিস্টিক্স, দর্শক-প্রবেশ সব দিকেই তুলনামূলক সুবিধা। কিন্তু আইসিসির অনীহা-কেবল ভেন্যুর প্রশ্ন নয়, কর্তৃত্বের সওয়াল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংঘাতের ক্ষত দ্রুত শুকোবে না। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, আইসিসি ভোট-রাজনীতি, এমনকি আইপিএলে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ-সবই প্রভাবিত হবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের পরিচয় বদলাচ্ছে--এটা কেবল মাঠের ফলাফলে সীমাবদ্ধ নয়, এখন রাষ্ট্রের কূটনীতির অংশ। বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বয়কটের আসল কারণ এক লাইনে বলতে গেলে-মুস্তাফিজুর ইস্যু 'ট্রিগার', নিরাপত্তা সংক্রান্ত যুক্তি 'ঢাল', আইসিসির অনমনীয়তা প্রক্ষাপট'- নেপথ্যে ভূরাজনীতির 'পূর্ণাঙ্গ স্ক্রিপ্ট'। ইউনূস ফ্যাক্টর ঢাকাকে দিয়েছে সাহস, (সেটা আত্মঘাতী কিনা সময়ই বলবে!) পাকিস্তান-হাইব্রিড নজির জুগিয়েছে কৌশল ভারতের মিডিয়া-রাজনীতি প্রতিক্রিয়ার জ্বালানি! শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা ক্রিকেটের নয়-ক্ষমতার। কে নিয়ম লিখবে, কে ব্যতিক্রম চাইবে, আর কে তা মানবে এই স্নায়ুযুদ্ধে বল আর ব্যাট শুধু প্রতীক। আসল খেলা চলছে রুদ্ধদরজার আড়ালে, টেবিল-বৈঠকে!

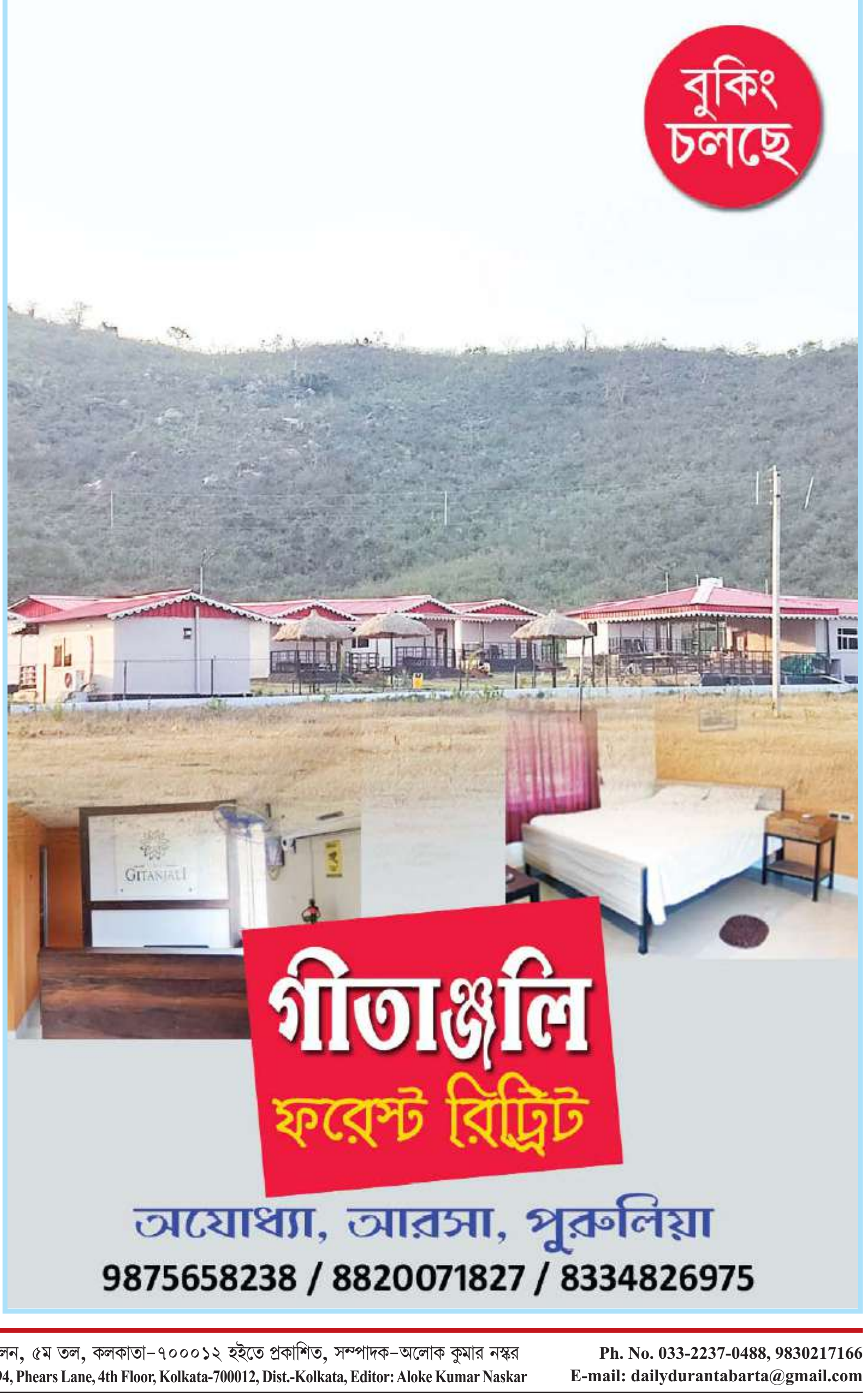

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com